ANNUAL REPORT 2012

positioning
BANGLADESH
Branding for Business

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

The Best of Bangladesh is Business®

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 955 2562, 955 4383, (Hunting), Fax: 880-2-956 0830, 955 0103
E-mail: info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com
Website: www.dhakachamber.com

Asif Ibrahim
President

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

সূচীপত্র

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১২	০৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ	১২
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ	১৩
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সহ-সভাপতিবৃন্দ	১৪
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন ২০১২	১৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৪৪
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৪৯
ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৫৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ২০১১-১২	৬১
ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	৮৩
বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহের ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব	১২৭
ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	১৩৮
ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	১৫৪
সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	১৫৮
জাতীয় বাজেটের উপর ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা	১৬২
ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা	১৭৪
ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	১৭৮
Report on the activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)	১৯৬
Concept Note on Positioning Bangladesh: Branding for Business	২০২
Outcome Statement of Positioning Bangladesh: Branding for Business	২০৫
অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১১-১২	২০৯

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh, PABX: 955 2562, 955 4383, (Hunting)
Fax: 880-2-956 0830, 955 0103, E-mail: info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com
Website: www.dhakachamber.com

ডিসিসিআই/প্রশা/এজিএম/২০১২/১৭৩৮

১২ ডিসেম্বর, ২০১২

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচেছ যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৯ ডিসেম্বর, ২০১২ (১৫ পৌষ, ১৪১৯ বাংলা) শনিবার, অপরাহ্ন ৩:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম, "ঢাকা চেম্বার ভবন" (৬ষ্ঠ তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি :

১। গত ২০ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

৪। ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের পরিচালক এবং ২০১৩ সালের জন্য অফিস বিয়ারার্স পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচেছ।

(সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ ২০১২

আসিফ ইব্রাহীম
সভাপতি

হায়দার আহমদ খান, এফসিএ
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া
পরিচালক

মাহাবুব আনাম
পরিচালক

টি আই এম নূরুল কবীর
পরিচালক

ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী
পরিচালক

এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম
পরিচালক

ওসমান গনি
পরিচালক

খায়রুল মজিদ মাহমুদ
পরিচালক

কে এম এন মনজুরুল হক
পরিচালক

আবুল হোসেন
পরিচালক

ওসামা তাসীর
পরিচালক

মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)
পরিচালক

কে জি করিম
পরিচালক

আবসার করিম চৌধুরী
পরিচালক

এম আবু হোরায়রা
পরিচালক

খন্দকার শহীদুল ইসলাম
পরিচালক

হোসেন এ সিকদার
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১২

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) : সর্বজনাব ওসামা তাসীর, মাহাবুব আনাম, এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম, কে জি করিম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং খায়রুল মজিদ মাহমুদ।

পেছনের সারিতে (বাঁ থেকে) : সর্বজনাব টি আই এম নূরুল কবীর, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, আবুল হোসেন, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, হোসেন এ সিকদার, ওসমান গনি এবং কে এম এন মনজুরুল হক।

ঢাকা চেম্বারের ২০১৩ সালের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ওয়ালিউর রহমান
চেয়ারম্যান

এম এ বাতেন
সদস্য

এম আনওয়ারুল হক
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ড. তুহিন মালিক
চেয়ারম্যান

আহমেদ হোসেন মজুমদার
সদস্য

মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই	-	আহবায়ক
২।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৩।	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৪।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৫।	জনাব ওসমান গনি পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৬।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৭।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৮।	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৯।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
১০।	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১১-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১১-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
জনাব আবু নাসির আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
জনাব নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
জনাব মোহাম্মদ আইয়ুর (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
জনাব আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৪-৬৮
জনাব আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
জনাব মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব কে এ সাত্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-৮৪
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-১২

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-৭১
জনাব খোরশেদ আলাম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামিলুদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আখতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
জনাব মনজুর উর-রহমান (রাসকিন)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব এম. শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব এম. শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
জনাব ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-৮৫
জনাব সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-৯২
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রা	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-১০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১

ডিসিসিআই, বিল্ড, ক্যাটালিস্ট এবং বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (ডানে), মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. দিপু মনি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

১৯৭২ সালে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের একটি স্মারক ছবি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে) কে উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে)।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন -২০১২

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ

২০১২ সালের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ

ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন,

২০১২ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি সভাপতি হিসেবে ২য় বারের মত আপনাদের সকলকে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। বিগত পাঁচ দশকের বেশী সময়ের মত আজও আমরা সমবেত হয়েছি গত এক বছরের চেম্বারের কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার মান উন্নয়নের জন্য চেম্বারের ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা রচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং একইসাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে চেম্বার কি করে আরও বেশী অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য।

আজকের এ শুভ মুহুর্তে আমি আপনাদের সবাইকে, বিশেষ করে ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি আপনাদের সর্বাত্নক সমর্থন ও অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এ সহযোগিতা ছাড়া ডিসিসিআই'র পক্ষে দেশের একটি প্রথম সারির চেম্বারে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনাদের গতিময় কর্মকান্ড এবং অধ্যবসায় আজ আমাদের একত্রিত করেছে যাতে করে আমরা চেম্বারকে এমন এক স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি যেখানে ডিসিসিআই'র সুখ্যাতি দেশে ও বিদেশে গর্বের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা ও দৃঢ়তায় আজ ডিসিসিআই নিজেকে একটি গতিশীল এবং সুদূর প্রসারী বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

চেম্বারের সভাপতি হিসেবে ২০১২ সালের এ ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে আমার মেয়াদকাল আজ শেষ হবে। সুতরাং আজ আমি আপনাদের সামনে বিগত এক বছরের চেম্বারের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো যা আমার পর্ষদের সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও চেম্বার সচিবালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ,

অন্যান্য বছরের মত, এ বছরটিও দেশ ও ডিসিসিআই এর জন্য অর্থবহুল ও উল্লেখযোগ্য ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪২তম অর্থনৈতিক শক্তির দেশ হিসেবে পরিচিত এবং অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ তৈরী পোষাক খাতে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। সম্প্রতি মুডিস বাংলাদেশকে তাদের সভরেন ক্রেডিট রেটিং এ "বিএ৩" মান প্রদান করেছে যার দ্বারা বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থিতিশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের লোকসংখ্যা আলাদাভাবে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং থ্যাইল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। গোল্ডম্যান স্যাকস বাংলাদেশকে তাদের "নেক্সট ১১" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। জেপি মরগ্যানের "ফ্রন্টিয়ার ফাইভ" অর্থনীতির অন্যতম একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া সিটি গ্রুপ বাংলাদেশকে গ্লোবাল গ্রোথ জেনারেটর এর ভিত্তিতে অন্যতম ১১টি দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলো সবকিছুই আমাদের জানা, কিন্তু আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য এবং আমাদের ভিশন ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য এখনও পর্যন্ত আমরা কোন কার্যকর কৌশল অবলম্বন করিনি। বাংলাদেশ সম্পর্কে এ ধরণের ইতিবাচক মূল্যায়ন আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ যা বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সাহায্য করবে এবং আমরা এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশির ভাগই ব্যক্তিখাতের ভোগের উপর নির্ভরশীল, যা জিডিপির ৭৫%। প্রবাসী কর্মজীবিদের পাঠানো রেমিট্যান্স এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করেছে। গত এক বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অবস্থার মধ্যেও এ প্রক্রিয়াটি সচল রয়েছে। প্রবাসী শ্রমিকের পাঠানো রেমিট্যান্স, বাংলাদেশের জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ জিডিপির প্রায় ২০ শতাংশ হারে বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry for the Year 2012

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

Respected Former Presidents and Business leaders

My dear colleagues in the Board of 2012

Ladies & Gentlemen

Assalamu Alaikum and a very good afternoon

On behalf of the Board of Directors of 2012 and on my own behalf, I have the pleasure to take the opportunity for the second time of my tenure as President of the Chamber to welcome you all to the 51st Annual General Meeting (AGM) of our beloved and reputed organization Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). Today we have all assembled here to look back our performances and achievements during the last one year and at the same time we had been able to accomplish since about five decades so that based on our self analysis we may plan future strategies for delivering better services to the esteemed members as well as business community towards contributing for the overall economic development of the country.

On this glorious occasion, I would like to extend my heartfelt thanks to you all specially the distinguished members of this Chamber for your kind cooperation, without your support and relentless efforts it would not have been possible for DCCI to be the premier Chamber of the country. Your spirit of work and perseverance have teamed up together to help the Chamber to reach to an ultimate position of fame where DCCI has been named autonomously with pride at home and abroad. Your sincerity, diligence and determination have enabled DCCI to shape itself as a dynamic and future looking trade organization in the country.

With this 51st AGM my tenure as the President of this prominent and vibrant Chamber for the year 2012 will come to an end today. So I would like to present before you a summary of activities we have completed during the last one year with the assistance of my respected colleagues in the board, distinguished members and support of the strong Secretariat of the Chamber.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Like in the past, the year 2012 was also very meaningful and momentous for the country as well as for the Chamber. Now Bangladesh is ranked as 42nd largest economic power of the world and rising fast to overtake others. It is also the 2nd largest RMG exporter in the world. Recently Moody's has ranked Bangladesh as Ba3 in its sovereign ratings which means the outlook about Bangladesh is stable.

Bangladesh's Middle class is larger than the total population of Malaysia, Singapore and Thailand. Goldman Sachs included Bangladesh in its list of "Next 11" countries (those most likely to become the world's largest economies after the BRIC nations). It is also one of the JP Morgan's "Frontier Five" economies. Where as City Group has identified Bangladesh as one of the 11 countries in terms of Global Growth Generator (3G countries). These are all known to us, but we have not chalked out any strategy how we would exploit these opportunities into reality to achieve our targets announced in the Vision 2021 and Sixth Five Year Plan (SFYP). These positive ranks will add value in attracting much needed foreign investments into Bangladesh. It also demonstrates the increased competitiveness of Bangladesh and we are determined to take full advantage of the situation.

The economy is reliant on private sector consumption, which comprises 75% of GDP, which in turn is supported by remittances from overseas workers. These have been steady through the global financial crisis and the

২০১০ সালে ডিসিসিআই "বাংলাদেশ ২০৩০ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ" বিষয়ক একটি স্ট্রাটেজি পেপার উপস্থাপন করেছিল। এ স্ট্র্যাটেজি পেপারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর মূলনীতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত করা। এখন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং সকল স্তরের জনগণ বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে যদি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে যথাযথ ও কার্যকরভাবে সারা বিশ্বে ব্র্যান্ড করা যায়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং ক্যাটালিস্ট যৌথভাবে ০৫-০৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করে যেখানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড বিশেষজ্ঞসহ কিছু বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন। বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে ব্র্যান্ড করার ক্ষেত্রে এ কনফারেন্সের আউট-কাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব। এ পথচলা খুব সহজ নয় কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমরা যদি সকলে একযোগে কাজ করি যেভাবে আমরা শুরু থেকে করে আসছি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে গর্বের সাথে পৌঁছাতে পারব।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কিছু অর্থনৈতিক নির্দেশক এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "ডুইং বিজনেস রিপোর্ট ২০১৩" তে বাংলাদেশের অবস্থান ১২২ থেকে ১২৯ এ নেমে এসেছে।

অন্যান্য দিক বিবেচনায়ও ২০১২ সালটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাষ্টিক অর্থনীতির প্রভাবে বাণিজ্য মন্দা এবং বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের ধীর গতির ফলে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট-এ নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। যদিও বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু রপ্তানি পণ্য এবং বাজারের অবস্থা উদ্বেগজনক রয়েছে। যেহেতু আমাদের রপ্তানী বেশি মাত্রায় ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজার নির্ভর তাই ইউরোপের এ অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের রপ্তানিকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। ইউরোপের এ মন্দার প্রভাব যদি আমাদের অর্থনীতিতে পড়ে তাহলে আমাদের কঠিন অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হবে। যেহেতু এ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা নেতিবাচক ছিল এবং বেসরকারি খাতের সতেজ মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না, তাই বাংলাদেশের মত ছোট অর্থনীতির অথচ প্রচুর জনসংখ্যার দেশের জন্য এ অর্থবছরে প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জন করা খুবই দুরুহ হবে বলে আমরা মনে করছি।

সরকার বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত কে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারিখাত একযোগে কাজ করছে যদিও এক্ষেত্রে এখনও তেমন সফলতা আসেনি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৬.১৫% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের আভাস প্রদান করা হয়েছে, যা কিনা গত অর্থবছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম। এ আউটলুকে আরো উল্লেখ করা হয় যে, এ বছর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও কমে ৩.৩% হবে এবং ২০১৩ সালে তা ৩.৬% হবে। আমাদের অর্থনীতির ৬০ ভাগ বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত এবং দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার বিরাট একটি অংশ কৃষি খাত ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। বৈশ্বিক চাপ এবং কৃষিখাতে বিদ্যমান সমস্যার ফলে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে।

দেশের জ্বালানি সংকটময় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু সরকার কর্তৃক বিদ্যুতের দাম ঘন ঘন বাড়ানোর কারণে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যাতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার জ্বালানি সমস্যা সমাধানে আমাদের হাইড্রো পাওয়ারের উপর বেশি মাত্রায় গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর কয়লা নীতির বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জ্বালানি সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশের বেসরকারি খাত এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান দেখতে আগ্রহী।

আমরা বিশ্বাস করি, গতিশীল বেসরকারি খাত, স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তি, কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থান এবং আত্মবিশ্বাসী সাধারণ জনগণের কারণে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে। উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা বিশ্বাস করি সরকারের নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ডিসিসিআইকে আরো সচেষ্ট হতে হবে।

deterioration of global growth over the past year, but could falter from weaker global demand. Worker remittances have also played an important role in maintaining gross domestic savings at around 20% of GDP.

DCCI in 2010 presented a Country Strategy Paper namely Bangladesh 2030: Strategy for Growth. The main theme of that strategy was to attain the status of one of the thirtieth largest economies of the world by the year 2030 by exploiting the fundamentals of the Vision 2021 announced by the present Government. Today, all the businessmen, economists, experts and general people believe that the projection can be achieved if the country is properly and effectively branded in the world. Accordingly, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Business Initiative Leading Development (BUILD), Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) and Katalyst jointly organized a mega Event on "Positioning Bangladesh: Branding for Business" during 5-6 December, 2012 where the local and foreign brand experts along with some renowned international professionals shared their experiences and views. The outcome of the mega event will be very helpful for truly branding the country. We would like to continue all out efforts till we achieve our desired goal of achieving the status of 30th largest economy by the year 2030. The journey is not so smooth but I believe if we all work together as has been working since the inception, insahallah we can reach our destination with pride.

Distinguished Members,

Although the international experts and researchers have expressed their positive views about Bangladesh, some of the economic indicators and balance of payment situation are at a stake because of increase of state expenditure in some important sectors. Bangladesh's overall ranking shifted to 129th from 122nd in respect of ease of doing business as per the Doing Business report-2013 of World Bank.

The year 2012 was challenging for Bangladesh in some other aspects also. Recent macroeconomic pressures stemming from a negative terms of trade shock and delays in aid disbursements have weakened the balance of payments. Even though presently, external liquidity remains sufficient, but export product and market concentration risks introduce a potential vulnerability. Recession in EU and its corresponding impacts may make export income uncertain as our export is heavily dependent on specific markets like EU and USA. If the ensuing deeper depressions originated in EU hits back our economy, the situation may be worsened. As a very small economy with tremendous population burden it would be very difficult for Bangladesh to achieve projected 7.2% GDP growth in the fiscal year 2012-13 as export growth is in decreasing trend in the 1st quarter of the current fiscal year and fresh momentum in the private sector is not much visible.

However, at present government has been considering private sector as the major engine of growth and engaging it in almost all the development activities of the country. Both government and the private sector are working hard and have been undergoing several policy reforms for unearthing the problems but it is still somewhat unstable. The International Monetary Fund in its latest World Economic Outlook has projected Bangladesh's growth at 6.1 percent for the FY 2012-2013 which is lower than the actual growth in the previous FY. It has also projected the global growth down to 3.3 per cent this year and forecasted a sluggish 3.6 per cent for 2013. Sixty percent of the country's economy is linked with external sector and much of domestic demand depends on the performance of rural economy, which is mostly based on agriculture sector. Pressure from external sector and lackluster performance in the agriculture sector slowed down the growth rate in the last fiscal.

The energy situation of the country has been improved slightly but the rapid increase in the electricity price by the government has further helped to increase the cost of doing business that will also make Bangladeshi businesses uncompetitive in the global market. There is a need to properly exploit South Asian potentials in the hydro-power for resolving energy problems in South Asia. An effective coal policy formulation has become one of the core needs for energy security of the country. We should sincerely follow up these issues to address energy problems, private sector of the country is very much eager to see a permanent solution of this problem.

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশের পূর্বে আমি গত এক বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করতে চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুর্ণিঝড় স্যান্ডি, স্পেন, ভারত এবং নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ বন্যা, জাপানে টাইফুন, নেপালে ভূমি ধ্বস এবং সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন দূর্ঘটনার কারণে নিহত এবং আহত ব্যক্তিদের স্মরণেও সমবেদনা জানাচ্ছি।

দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্-এর মাতা জনাবা নূরজাহান বেগম, এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুনের পত্নী জনাবা সাবেরা পারভীন হারুন, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ শরফুদ্দিনের শ্বশুর মোহাম্মদ ফজলুল হক, ডিসিসিআই'র পরিচালক মোহাম্মদ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)-এর ভগ্নী জনাবা জান্নাত আরা নবী এর মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার থেকে শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। ডিসিসিআই সচিবালয়ে কর্মরত জুনিয়র অফিসার জনাব বাসারের পিতা জনাব আলী আহমেদ এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ মন্দীরে ও ঘরবাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হামলায় ঢাকা চেম্বার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি আশুলিয়ার একটি তৈরী পোষাক কারখানায় অগ্নিকান্ডে নিহত গার্মেন্টস কর্মীদের মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার শোক প্রকাশ করে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

যদিও আমাদের দেশে ও সারা পৃথিবীতে ২০১২ সালে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তথাপি ডিসিসিআই তার একাগ্র এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায়, বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার পূর্বে আমি ২০১২ সালে ঢাকা চেম্বারের কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামে একটি প্রাইভেট পাবলিক প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে সরকার ও বেসরকারি খাতের কথোপকথনের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের প্রকৃত সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এটি বেসরকারি খাতের একটি United কণ্ঠস্বর হিসাবে কাজ করছে এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার সংস্কারে একটি গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন (পিএসডিপিসিসি) কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি পলিসি কো-অর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ)ও গঠন করা হয়েছে। বিল্ড বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত কমিটিগুলোতে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশসমূহ তুলে ধরছে।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করে। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ মোহাঃ ওয়াহিদুজ্জামান, এফবিসিসিআই সভাপতি এ কে আজাদ, এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক খোরশেদ আলম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিল্ডের এক বৎসরের সাফল্য তুলে ধরা হয় এবং আগামীতে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এযাবৎ বিল্ড এর গবেষণা এবং প্রকাশনাসমূহের মধ্যে বন্ড লাইসেন্সিং পদ্ধতি সহজীকরণ, Business-Start-up License: A Regulatory Guide, ADR Brochure ইত্যাদি অন্যতম।

ডিবিআই কলেজে ৪ বছর মেয়াদী বিবিএ কোর্স চালু

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদোক্তাদের সুবিধার্থে ডিসিসিআই এর নিজস্ব ভবনে ১৯৯৯ সালে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) চালু করে। প্রতিষ্ঠানটি এর সম্প্রসারিত সেবার ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত হয়ে বিবিএ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ বছর বিবিএ কোর্সের ১ম বর্ষের ১ম সেমিষ্টারের ক্লাস শুরু হয়েছে, যা ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ডিসিসিআই'র একটি অন্যতম বড় অর্জন। গত ৫ মে, ২০১২ তারিখে "বিবিএ কলেজের প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন" ডিসিসিআইতে

We are confident that Bangladesh is maintaining stable growth due to our dynamic private sector, strong economic fundamentals, strategic location and resilient people. In view of the above, we think DCCI should invigorate its efforts to add more strength to support the government in providing policy inputs and contribute more to attract new investment and businesses.

Ladies and Gentlemen,

Before I go into the details of the Report let me pay my homage to the departed souls who have left us during the last one year. We mourn loss of lives due to the devastating cyclone sandy in USA, devastation of floods in Spain, India and Nigeria, Typhoon in Japan and Landslide in Nepal which caused serious loss to their economy while a number of people died and many others were critically injured. DCCI expressed deep shock at the sudden demise of Mr. Shamson H. Chowdhury, a prominent businessman and Chairman of Square Group; Mrs. Nurjahan, Mother of DCCI Former Senior Vice President Mr. Salahuddin Abdullah; Mrs. Sabera Parvin Harun Wife of Mr. Yusuf Abdullah Harun, Former President, FBCCI; Mr. Mohammed Fazlul Haque, Father-in-law of Al-haj Md. Sharfuddin, Former Director, DCCI and Mrs. Zeenat Ara Nabi, Sister of Mr. Mohd. Iftekharuddin (Naushad), Director, DCCI and sent condolence messages with profound sympathy to their family members. We were also shocked and grieved at the sad demise of Mr. Ali Ahammed, father of Mr. Bashar, a secretariat staff of the Chamber for his untimely death. DCCI also expressed its deep concern for terrorist attracts to Buddhist monasteries and households in 10 villages in Ramu of Cox's Bazar.

Distinguished Members,

Even though the world and the country witnessed a lot of changes in 2012, DCCI through its sincere and concerted efforts have been able to add a lot towards ensuring private sector development. Now, before going to the details of our activities we would like to share some of the achievements of the Chamber in 2012.

Business Initiative Leading Development (BUILD)

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and SME Foundation jointly has established a Public Private Dialogue platform namely, Business Initiative Leading Development (BUILD). The platform of Public Private Dialogue will assist in the development of Bangladesh's private sector and thus to unlock Bangladesh's true development potential. A Private Sector Development Policy Co-ordination Committee (PSDPCC) has already been set up in the PMO comprising important relevant members from different ministries along with private sector. A Policy Coordination Unit (PCU) has been formed in the PMO for providing secretarial support to the committee. BUILD is a vehicle to convey inputs and policy suggestions from private sector for acceptance by the government through PCU and PSDPCC.

At its one year celebration program Hon'ble Finance Minister was present who in October 2011 launched the organization. In this anniversary celebration program Principal Secretary of PMO, President, FBCCI, Vice President, MCCI and Managing Director, SME Foundation were also present. Among a number of sector proposals simplification of Bond Licencing is a example. The research based organization has engaged in publishing different guide book among which Start up Business Licenses, A Regulatory Guide, ADR Brochure are some of the important ones.

Introduction of 4 year BBA Programme in DBI College

You are all aware that in order to meet the growing demand of the business community with a special emphasis on Small and Medium Enterprises (SMEs), Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) established DCCI Business Institute (DBI) at its own premise in 1999. This Institute has extended its services as a BBA College affiliated under National University.

The first semester of the 1st Batch of BBA Course has been started in this year which is a great achievement of DCCI towards educating and developing skills of the business entrepreneurs. Orientation

অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম. পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব কলেজ ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিবিআই কলেজ একাউন্টিং, ইংরেজী, ইন্ট্রুডাকশন টু বিজনেস, ইন্ট্রুডাকশন টু কম্পিউটার, ব্যবসায় গনিত প্রভৃতি বিষয়গুলোতে ৪ বছর মেয়াদী বিবিএ কোর্স চালু করেছে। কলেজটির কার্যক্রম তদারকির জন্য ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি অ্যাডহক ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এ কলেজ থেকে প্রদত্ত সার্টিফিকেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

ডিসিসিআই'র মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট এবং ডাটা বেইজ সফটওয়্যারের আধুনিকায়ন

এ বছর ডিসিসিআই সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দের জন্য পাস বইসহ উচ্চ নিরাপত্তা সম্বলিত সার্টিফিকেট প্রবর্তন করেছে। মেম্বারশীপ সার্টিফিকেটের নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো ঃ এটাকে কপি করা যাবে না এবং এতে আলট্রা ভায়োলেট লোগো, স্পেশাল সিকিউরিটি মাইক্রো লাইন, মর্ডান সিকিউরিটি নেটিং ডিজাইন এবং সিকিউরিটি ডিটেক্টর প্রিন্টিং পেন প্রভৃতি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ডিসিসিআই'র নতুন সার্টিফিকেট ব্যবস্থায় নবায়নের সময় মূল সার্টিফিকেটে সীল প্রদান করতে হবে না এবং এর ফলে এটির সৌন্দর্যও বিঘ্নিত হবে না। এর ফলে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এটিকে ফ্রেমে বাধাই করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন।

চেম্বারের মেম্বারশীপ ডাটাবেইজ সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ডাটাবেজের মাধ্যমে সদস্য প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যসহ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে। এর ফলে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হবে।

ডিসিসিআই'র নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের আরো কার্যকর ও সময়োপযোগী তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে ডিসিসিআই একটি আধুনিক ও তথ্যবহুল ওয়েবসাইট চালু করেছে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি. ওয়েবসাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ডিসিসিআই'র এ নুতন ওয়েবসাইটটি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ কে ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করছে। সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এখন ঘরে বসেই চেম্বারের বিভিন্ন সেবা পাচ্ছেন। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত চিঠিপত্র, সার্কুলার, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বাণিজ্য মেলা, ট্রেনিং কর্মসূচী এবং বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি ডাউনলোড করতে পারবেন।

ডিসিসিআই'র সকল সদস্যবৃন্দের জন্য ট্যাক্স গাইড ২০১২-২০১৩

ডিসিসিআই দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রতিবছর ট্যাক্স গাইড প্রকাশ করে আসছে। ট্যাক্সগাইডটির মাধ্যমে ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ডিসিসিআই'র সদস্য এবং সদস্য নয় এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূলে ট্যাক্স গাইডটি ডিসিসিআই থেকে কিনতে পারতেন। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সেবার আওতা বৃদ্ধি ও করদাতাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত এ বছর ডিসিসিআই ৪০০০ কপি ট্যাক্সগাইড প্রকাশ করেছে যা ডিসিসিআইর সকল সদস্যবৃন্দকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। এটি চেম্বারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যার মাধ্যমে সদস্যবৃন্দের সেবার আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিসিসিআই কনফারেন্স অন পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং ক্যাটালিস্ট যৌথভাবে ০৫-০৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ঢাকার সোনারগাঁ হোটেলে পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস শীর্ষক ২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১। দেশের বেসরকারীখাতকে বিনিয়োগে আগ্রহী করা।

২। বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দেশের নীতি নির্ধারকদেরকে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। যথাযথ মার্কেট ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ় করা।

programme of the 1st Batch of BBA Course was held on 5th May, 2012. Mr. Nurul Islam Nahid M.P., Hon'ble Education Minister, GoB was present as the Chief Guest while Dr. Md. Anwar Hussain, Inspector of Colleges of National University was Present as the Special Guest in the Orientation Ceremony.

DBI College offers 4-year BBA Course in the field of Accounting, English, Introduction to Business, Introduction to Computer and Business Mathematics etc. with the increasing number of students in each academic session, the number of faculty will also increase. The activities and performance of the College are supervised by an eight (08) members Ad-hoc Management Committee comprising some business magnets and Principal. The Certificate of the College will be endorsed and accepted by the National University.

Modernization of Membership Certificate and Database Software

This year, DCCI has introduced highly-secured Membership Certificates for all the members of the Chamber along with pass book. The security features of the Certificate are: the Certificate can not be copied; Ultra Violate Logo; Special Security Micro Line; Modern Security Netting Design and Security detector Print Pen etc. In the new Certification system of DCCI, the beauty of the certificate will not be lost due to not using any further seal in the main certificate during renewal. As a result, members will be able to protect their Membership Certificate for a long time and the certificate can be laminated with frame.

Membership Database Software is also under implemention in the Chamber. The main features of this database are: all information and documents like Trade License, TIN Certificate, Bank Solvency Certificate, Memorandum & Articles of Association, National ID Card, Passport, Certificate of Incorporation, VAT Registration Certificate, IRC, ERC, Indentor's Registration Certificate etc would be uploaded for generating report very easily. It will reduce paper work and save time.

Launching of New Website of DCCI

For rendering more useful and informative services to its valuable members, business communities, students, researchers, academicians, development practitioners etc, DCCI launched a modern, upgraded and informative new website. Mr. Ghulam Muhammed Quader, M.P., Hon'ble Commerce Minister, GoB formally inaugurated the new website. The new website is helping its users especially the members of the Chamber with more updated and detailed information. They are now getting the services of the Chamber sitting at home. The distinguished members of the Chamber are now able to download various letters, circulars, updated bilateral trade statistics of Bangladesh with other countries, information about different meetings, seminars, workshops, training programs etc. on the website regularly.

Tax Guide 2012-13 for all Members of DCCI

DCCI has been publishing Tax Guide annually for a long time. The guide is written in a user friendly manner so that all the members of DCCI and other users can get the tax related information easily in an organized way. In the past, all the users of the guide both members and non-members had to purchase it from DCCI with a pre-fixed price. In order to increase service to the members of the Chamber and create awareness among the tax payers, DCCI for the first time has published 4,000 copies of the Tax Guide 2012-13 which have been distributed to all the members of the chamber free of cost. This is a unique achievement of the Chamber that increased the services to its valuable members.

International Conference on "Positioning Bangladesh : Branding for Business" and DCCI Business Award-2012

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Business Initiative Leading Development (BUILD), Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) and Katalyst jointly organized a 2-Day International Conference on "Positioning Bangladesh: Branding for Business" during December 05 to 06, 2012 at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka, Bangladesh. The Conference was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh.

এ কনফারেন্সে মোট ৭টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হলো ঃ Where is Bangladesh Today ? How Branding can be helpful for Bangladesh, Macro and Micro Linkages for policy benefits, Testimonials of In-country and Ex-country Experience sharing, Private Sector : Engine for Sustainable Development, The concept of Markets for the poor and inclusive business approach, Experience sharing session by private companies, Outsourcing from Bangladesh : Positioning Bangladesh in Global IT arena. বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের বাইরের সুপরিচিত ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, নীতি-নির্ধারক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ উক্ত কনফারেন্সে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও পরামর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেন যা কনফারেন্সের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে। সেমিনার উত্তর একটি আউটকাম ঘোষণা করা হয়।

ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১২

উপরে উল্লেখিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ডিসিসিআই এ বছর "ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১২" এর আয়োজন করেছে। নিম্নোক্ত ছয়টি ক্যাটাগরিতে এ পুরষ্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ঃ

১. ইনোভেটিভ এন্ট্রাপ্রিনেয়ার অব দি ইয়ার;
২. ইয়ং এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অব দি ইয়ার;
৩. এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অব দি ইয়ার;
৪. ফরেন ইনভেষ্টর অব দি ইয়ার;
৫. নন-ট্র্যাডিশনাল এক্সপোর্টার অব দি ইয়ার;
৬. গ্রীন এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অব দি ইয়ার।

যেসব ব্যবসায়ীবৃন্দ তাঁদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে সাফল্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের সাফল্যের মাধ্যমে অন্যান্যদের উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন, সে সকল ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহকে এ পুরষ্কার প্রদান করা হবে। এ পুরষ্কারসমূহ দেশে খুবই আকর্ষণীয় এবং সম্মানজনক মূল্য বহন করবে। স্বনামধন্য ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, চিন্তাবিদ এবং শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন একটি জুরি বোর্ডের চুলচেড়া বিশ্লেষণের পর পুরস্কার প্রাপ্তদের বেছে নেয়া হবে। ডিসিসিআই আয়োজিত মেগা কনফারেন্সের সমাপনী দিবস ০৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে বিশেষ এওয়ার্ড ডিনার এর সাথে এ পুরষ্কার প্রদানের কথা থাকলেও আশুলিয়ার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকান্ডে শতাধিক গার্মেন্টস কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী অবস্থার বিবেচনায় পুরষ্কার প্রদান এবং কালচারাল গালা অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে।

সম্মানিত বন্ধুগণ,

আপনারা অবগত আছেন যে, চেম্বারের এ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসিসিআই দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ডিসিসিআই কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। এ ধরণের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে চেম্বার অত্যন্ত ভালোমানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে যা ডিসিসিআই এককভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়। নিচে এমন কিছু কিছু প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো ঃ

২০১২ সালে ডিসিসিআইতে চলমান প্রকল্পসমূহ

০১। নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড টু (এনটিএফ টু)

নেদারল্যান্ডস এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় "নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড টু (এনটিএফ টু)" প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে এবং সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই) এতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। ২০১০ সাল থেকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর সহায়তায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার ইউএন/ডব্লিউটিও (আইটিসি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি এনেবেল্ড সার্ভিসেস সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং বাংলাদেশের রপ্তানিকারক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি করা।

The objectives of the Mega Event were:

- stimulating the private sector to invest,
- encouraging Policy-Makers to frame their policies in such a way as to exploit the tremendous potential of the country,
- kick start Bangladesh Positioning itself in the world through initiating appropriate market branding strategy.

There are seven working sessions. These were: Where is Bangladesh Today ? How Branding can be helpful for Bangladesh, Macro and Micro Linkages for policy benefits, Testimonials of In-country and Ex-country Experience sharing, Private Sector : Engine for Sustainable Development, The concept of Markets for the poor and inclusive business approach, Experience sharing session by private companies, Outsourcing from Bangladesh : Positioning Bangladesh in Global IT arena. The best minds in Bangladesh including some experts from around the world related to business, government, academia and civil society, local and international experts and policy makers were present as the speakers of the Conference. They shared their experiences, views, expert advices that helped to achieve the above mentioned three objectives. An outcome declaration of the Conference has helped to follow-up this process for attracting more investment for the country and positioning the country through Branding its Business.

DCCI Business Awards 2012

In order to commemorate the above International Conference, DCCI will arrange DCCI Business Award-2012 under the following six categories:

01. Innovative Entrepreneur of the year;
02. Young Entrepreneur of the year;
03. SME Entrepreneur of the year;
04. Foreign Investor of the year;
05. Non Traditional Exporter of the year;
06. Green Entrepreneur of the year.

These awards will be given to those business persons who have excelled in their respective categories and who are able to inspire others to follow their success stories. These awards will carry attractive, inspiring and highly prestigious values in the country. The awards will be announced after critical assessment by an impartial and independent Jury Board selected from business, media, think tanks and academia. The award ceremony was planned to be held on the concluding day of the mega event on December 06, 2012 with a closing remark and a special award dinner but due to loss of huge lives in the devastating fire incident in Ashulia, DCCI has postponed the scheduled Business Award Gala on December 6. DCCI has been giving the Business Award since 2008.

Distinguished Friends

Perhaps you are aware that with the limited resources of the Chamber, it is not possible to conduct all necessary specialized services besides traditional services. In some cases DCCI takes support from the donor organizations to run important services for the members. Every year DCCI takes some important projects with the help from donor organizations. All these projects helped the Chamber to initiate several high-profile technical activities which was almost beyond the capacities of DCCI individually. Some of these important projects are very briefly mentioned below:

Projects of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in 2012

1. The Netherlands Trust Fund II (NTFII)

The Netherlands Trust Fund II (NTF II) Bangladesh Project has been funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and managed in close coordination with the Centre for Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), the Netherlands. The International Trade Centre UN/WTO (ITC) has been implementing this project in partnership with Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) since January 2010. The project aims to create sustainable exporter competitiveness in IT & ITES (IT Enabled Services) Sector in Bangladesh and to implement a modern business model for effectively linking Bangladeshi exporters to EU companies.

০২। ইইউ সুইচ এশিয়া ঃ রি-টাই বাংলাদেশ প্রকল্প

পরিবেশগত ঝুঁকি কমানো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে SEQUA gGmbH, UNIDO, ব্যাভারিয়ান এমপ্লয়ারস এসোসিয়েশন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বিএফএলএলএফইএ এবং বিটিএ যৌথভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। ২০০৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল সফলতার সাথে শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ট্যানারি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তাবৃন্দ বর্তমানে পরিবেশবান্ধব চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করতে পারছেন যা কিনা ইউরোপের বাজারে পণ্য রপ্তানির প্রধান শর্ত।

এ প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় চামড়া রপ্তানি সংক্রান্ত একটি এক্সপোর্ট গাইড প্রণয়ন করা হয়েছে। বইটিতে রপ্তানী বিষয়ক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নমুনা কপি ও নীতিমালার সমন্বয় করা হয়েছে যার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ ইইউ দেশগুলোতে রপ্তানি কিভাবে করতে হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পেতে পারেন। এ প্রকল্পটি ডিসিসিআইকে আইএসও সার্টিফিকেট পেতে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করেছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

০৩। ঢাকা কাস্টমস হাউস আধুনিকায়ন

ডিসিসিআই'র আরো একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন যেটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আইএফসি-বিআইসিএফ এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে ডাটাসফট এর সহযোগিতায় ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় এবং গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রুপ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত প্রায় ১০০% বিল অব এন্ট্রি সয়ংক্রিয়ভাবে করা হচ্ছে। গ্রুপ ৫ (রপ্তানি এবং এক্সপ্রেস কার্গো'র) অটোমেশন প্রক্রিয়া খুব শ্রীঘ্রই চালু করা হবে। ইতোমধ্যে কমলাপুর আইসিডি-এর অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং Operational Modules of Electronic Manifest, Electronic CRF, Online Bill of Entry submission and Noting in Pouch Centre & license module প্রক্রিয়া সমূহ বর্তমানে চালু রয়েছে। এ নতুন ব্যবস্থায় কাস্টমস পদ্ধতিতে বর্তমানে বিদ্যমান ৩১ ধাপ কে কমিয়ে ৬ ধাপে নিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসায়ী সমাজ সময় এবং অর্থ দুটোই প্রায় ৮০% সাশ্রয় করতে পারছে।

২০১২ সালের সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ

আপনারা অবগত আছেন যে, সেমিনার, আলোচনা সভা এবং ব্রেইন স্টর্মিং সেশন আয়োজন করা ঢাকা চেম্বারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়নে সুপারিশ পেশ করে থাকে।

ডিসিসিআই আয়োজিত এ সব অনুষ্ঠানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল মন্ত্রীবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এম.পি, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি., সাবেক মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এম.পি., মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি, মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন এবং পর্যটন মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি, প্রমুখ। আমি এখন ডিসিসিআই'র এ ধরণের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর বিবরণ তুলে ধরছি ঃ

১। ডিসিসিআই এবং বিসিএসআইসি যৌথভাবে "বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ" বিষয়ক একটি পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ আয়োজন করে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবসা ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং এ থেকে বেসরকারি খাতের সম্ভাব্য উপকারিতা বিষয়ে ধারণা লাভ করে।

২। ডিসিসিআই এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ইতোমধ্যে রেলপথ নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। ডিসিসিআই আয়োজিত "রেলওয়ের পুণঃজাগরণ ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে এর সম্ভাব্য ভূমিকা" বিষয়ক সেমিনারে রেলখাতের পুণঃসংস্কারের প্রয়োজনীয়তাসমূহ তুলে ধরা হয় এবং উক্ত সেমিনারের সুপারিশমালা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। এটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক যে, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সরকার ইতোমধ্যে এখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

2. EU Switch Asia Re Tie Bangladesh

Reduction of Environmental Threats and Increase of Exportability of Bangladeshi Leather Products (ReTie) is a project jointly undertaken by SEQUA, gGmbH, Germany, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Bavarian Employer Association (bfz, gGmbH), Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Bangladesh Finished Leather, Leather goods and Footwear Exporters and Association (BFLLFEA) and Bangladesh Tanners Association (BTA). The project activities started on 5th February 2009 and the project has successfully completed its tenure. A number of training workshops and practical demonstration programmes to create awareness among the entrepreneurs of leather sector were organized by the project. As a result, the entrepreneurs are now aware to produce environmental-friendly leather and leather goods which is a precondition to export to EU. As a partner of the project, DCCI extended its support to prepare the Export Guide both in English and Bengali. A comprehensive guideline along with documentation procedure for export has been included in the guide so that leather exporter can get complete information on how to export to EU countries. Dhaka Chamber has achieved ISO 9001:2008 certification from the support of this project.

3. Dhaka Custom House Automation

Dhaka Customs House Automation is a successful project of the Chamber which is implemented through Public Private Partnership basis. The project was taken up by National Board of Revenue (NBR), IFC-BICF of World Bank group and DCCI in cooperation with DataSoft in 2009 and the commercial operation of the project was launched on October 17 last year. About 100% bills of entry under group 1-4 have already submitted through automated system. The automation process for group 5-Export and air express cargo is almost ready and will be started soon. In the meantime, automation process of Kamalapur ICD is almost ready to run. Operational Modules of Electronic Manifest, Electronic CRF, Online Bill of Entry submission and Noting in Pouch Centre & license module are running. The new automated system has helped to cut down the customs procedures to six steps in lieu of previously 31 steps. Now, the businessmen can save both time and money by around 80 percent.

Seminar/ Workshops/other important programmes organized by DCCI in 2012

You are aware that organizing seminars, discussion meetings, brain-storming sessions etc. are the most important activities of the Chamber. Through these seminars, DCCI proposes for several private-sector friendly measures to create favourable environment for business and investment. The important Ministers of GOB attended in various Seminars, Workshops and other Programmes throughout the year organized by DCCI. Some of them were Hon'ble State Minister for Housing and Public Works - Advocate Abdul Mannan Khan, M.P.; Communication Minister Mr. Obaidul Quader, M.P., Hon'ble Ex-Railway Minister Mr. Suranjit Sen Gupta, M.P., Hon'ble Industries Minister Mr. Dilip Barua, Hon'ble Commerce Minister G M Quader M.P., Hon'ble Civil Aviation and Tourism Minister Mr. Muhammad Faruk Khan M.P. I would like to highlight some of these important activities of DCCI :

1. DCCI and BCSIR jointly organized a Public-Private dialogue on "Effective Interaction between Scientists and Entrepreneurs" that helped the entrepreneurs to know the discovery of the Bangladeshi scientists in the field of Business and potential benefits of them for the private sector.

2. As per the proposal of DCCI, the government created a separate Ministry for Railway. DCCI also proposed reforms of the Railway sector of Bangladesh in the Seminar on "Revival of Railway's Potential Role for Business Expansion" organized by DCCI. It is heartening that the government has already taken initiatives to reform the Railway sector with a view to develop communication sector of the country. DCCI also sent the recommendations on the seminar to the Ministry of Railway, GoB for proper implementation of those recommendations.

3. DCCI in several national forums urged the government to modernize the existing Companies Act of the country. Accordingly, DCCI in cooperation with BUILD and IFC organized a Public Private Dialogue on "Benefits of Companies Act Reform in Bangladesh".

৩। বিভিন্ন জাতীয় সেমিনার, কর্মশালা ও আলোচনা সভায় বিদ্যমান কোম্পানী আইন আধুনিকায়নের জন্য ডিসিসিআই সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই, বিল্ড ও আইএফসি-এর সহযোগিতায় "বাংলাদেশে কোম্পানী আইনের সংস্কারের সুফল" বিষয়ক একটি পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ এর আয়োজন করে।

৪। ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত "বাংলাদেশের ভূমি ও রিয়েল এস্টেট খাতের উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন" বিষয়ক সেমিনারে ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করার প্রস্তাব করা হয়।

৫। ডিসিসিআই মনে করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য ব্রান্ডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কারণেই ঢাকা চেম্বার আইটিসি-এর এনটিএফ টু প্রকল্পের সহযোগিতায় "Brand Discovery" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

৬। ডিসিসিআই "ভৌগলিক নির্দেশিকা আইন-২০১১" এর উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে এবং উক্ত আলোচনা সভার সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে প্রেরণ করেছে।

৭। ডিসিসিআই "ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে যোগাযোগ, অবকাঠামো এবং কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থার ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে এবং উক্ত সেমিনারের সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ডিসিসিআই "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১২" উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

৯। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেকটরি উদ্বোধনের জন্য ডিসিসিআই, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং বিল্ড যৌথভাবে "World Trade Directory: Bangladesh, Connecting the World" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

১০। ঢাকা চেম্বার এবং বিজিএমইএ যৌথভাবে "RMG Value Chain Analysis" বিষয়ক স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন এর আয়োজন করে। তৈরী পোষাক খাতের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

১১। ডিসিসিআই "বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক ঃ সম্ভাবনার দিগন্ত" বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ডেন ডব্লিউ মজিনা অনুষ্ঠানে গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি "আয়কর রিটার্ন জমাদান এবং ভ্যাট প্রদান প্রক্রিয়া" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী ও আয়কর এবং ভ্যাট বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

১৩। ডিসিসিআই ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩য় ডি-৮ মন্ত্রী পর্যায়ের সভা উপলক্ষ্যে "এসএমইঃ ডি-৮ অর্থনীতির চালিকাশক্তি" বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

১৪। আইটিসি-এর সহযোগিতায় ডিসিসিআই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য "ফরেন ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ" বিষয়ক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

১৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি "জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ উন্নয়নে প্রকাশনা শিল্প ও ব্যবসিক ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে।

১৬। ডিবিআই "ব্রান্ডিং ফর বিজনেস সাকসেস" বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

১৭। বিল্ড, এডিবি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি অফিস যৌথভাবে "বাংলাদেশে পিপিপি পোগ্রাম বাস্তাবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

১৮। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) যৌথভাবে "শোকেস বাংলাদেশ" বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

১৯। বিল্ড কর্তৃক ডিবিআই এর কনফারেন্স রুমে যৌথভাবে লাইসেন্স প্রদান এবং রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে।

২০। ডিসিসিআই এনটিএফটু প্রকল্পের সহযোগিতায় "Monitoring & Evaluation" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী প্রশক্ষিণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

২১। বিল্ড কর্তৃক আয়োজিত "মর্টগেজ আইন ২০০৪" এর সংশোধনের প্রভাব বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

4. DCCI proposed to computerize all the land related activities in a Seminar on “Strengthening Regional Planning & Governance to Support the Land Development and Real Estate Sector of Bangladesh, the government is implementing the computerization of Land related activities in the country.
5. DCCI always feels the need for Brand recognition of Bangladesh and it organized “Brand Discovery RTD” in cooperation with NTF II project of ITC.
6. DCCI organized a Consultation Programme on “Geographical Indications Act-2011” and prepared a set of recommendations and sent to the Concerned Ministry and Department;
7. DCCI sent a set of recommendations formulated from a Seminar on “Role of Communication, Infrastructure and Efficient Traffic system for Expansion of Trade & Commerce” to the Ministry of Communications.
8. DCCI in cooperation with Ministry of Industries organized a Seminar on “World Accreditation Day-2012” to recognize Bangladesh as an accredited country.
9. DCCI, Bangladesh Tariff Commission (BTC) and BUILD jointly organized a Seminar on “World Trade Directory: Bangladesh, Connecting the World” at DCCI to inaugurate the world trade directory, prepared by the Bangladesh Tariff Commission.
10. DCCI and BGMEA jointly organized a Stakeholders Consultation Session and a Validation Workshop on “RMG Value Chain Analysis”.
11. DCCI organized a Seminar on “Bangladesh-USA Bilateral Trade Relation: The Way foreword” where US Ambassador in Bangladesh H.E. Dan W. Mozena was present as the Chief Guest.
12. DCCI organized a day long Training Workshop on “Submission of Income Tax Return, Income Tax Spot Assessment and VAT Assessment System” to provide training facility to the concerned stakeholders.
13. DCCI organized a Seminar on “SME- a Catalyst of D-8 Countries” in the occasion of 3rd D-8 Ministerial Meeting at Dhaka, Bangladesh.
14. DCCI in cooperation with ITC organized a Regional Workshop for exchange of experience in “Foreign Trade Representative (FTR)”.
15. Seminar on Enabling Knowledge Based Society: Bringing Publisher and Businessman Together at DCCI;
16. DBI conducted a Workshop on “Branding for Business Success” at DCCI;
17. Consultation Session organized by BUILD project of DCCI, ADB and PPP Office of the Prime Minister’s Office on Private Sector Consultation on PPP programme Operationalization in Bangladesh at DCCI Board Room;
18. Discussion Meeting cum Showcase Bangladesh 2012 jointly organized by DCCI and Bangladesh Malaysia Chamber of Commerce & Industry BMCCI held at DCCI auditorium;
19. Focus Group Discussion Meeting on the issue of Licensing and Registration organized by BUILD;
20. Three day Training Workshop on “Monitoring & Evaluation” was organized by DCCI in cooperation with NTF II project;
21. Focus Group Discussion Meeting on the Impact of the amendment of Mortgage Law in 2004 from the Entrepreneurs view was jointly organized by DCCI and BUILD;
22. DCCI, Canada Bangladesh Chamber of Commerce and Industry and Saskatchewan Chamber of Commerce jointly organized a seminar on “Business Development Opportunities in Bangladesh” held at Hotel Sonargaon;
23. Seminar on National Budget FY 2012-13 from Investor’s Perspective was jointly organized by DCCI, BUILD and Board of Investment at Hotel Ruposhi Bangla;

২২। ডিসিসিআই, কানাডা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং সাসকাচুয়ান চেম্বার অব কমার্স যৌথভাবে "বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

২৩। বিল্ড এবং বিনিয়োগ বোর্ড যৌথভাবে "জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ঃ বিনিয়োগ প্রেক্ষিত" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

২৪। ডিসিসিআই পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কের সমন্বয় বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

২৫। ডিসিসিআই এবং বিল্ড যৌথভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

২৬। ডিসিসিআই, পিপিআরসি এবং বিল্ড যৌথভাবে "Location Dynamics of Industrial Growth" বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

২৭। রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতির সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

২৮। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর "বিজনেস পার্সন অফ দি ইয়ার" এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি ও আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান-এর "লাইফ টাইম এচিভমেন্ট" সম্মাননা পাওয়া উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ডিসিসিআইতে আয়োজন করা হয়।

২৯। ডিসিসিআই এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট যৌথভাবে "দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ব্যবহার" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

৩০। ডিসিসিআই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা, রাশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার এ নিকোলোভ, চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত লী জুন উপস্থিত ছিলেন।

৩১। ডিসিসিআই বিজনেস ইনষ্টিউট (ডিবিআই) "UCPDC (Uniform Customs and Practices for Documentary Credit)" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে।

৩২। চীনে অনুষ্ঠিতব্য সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম এবং ২০তম চায়না এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।

৩৩। জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ এর উপর বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রস্তুতিমূলক একটি সভার আয়োজন করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার

ডিসিসিআই'র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ ধরণের কতিপয় অনুষ্ঠানের বিবরণী নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি. এর সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন এবং ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতি বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় সচিব মহোদয়কে বিল্ড এর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়ার প্রস্তাব করেন।

৩। ডিসিসিআই সভাপতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিল্ড এর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়ার প্রস্তাব করেন।

৪। ডিসিসিআই সভাপতি এফবিসিসিআই'র সভাপতি মহোদয়ের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং সভাপতি মহোদয়কে বিল্ড এর ট্যাক্সেশন বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ারপার্সন হওয়ার প্রস্তাব করেন।

৫। ডিসিসিআই সভাপতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং সচিব মহোদয়কে বিল্ড এর এসএমই ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়ার প্রস্তাব করেন।

৬। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এফবিসিসিআই আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমুদ্র সীমা বিজয় উপলক্ষ্যে প্রদানকৃত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৭। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত "এনার্জি সিম্পোজিয়াম ২০১২" বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং জ্বালানি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানের উপর বক্তব্য প্রদান করেন।

৮। ডিসিসিআই সভাপতি আইসিসি-বাংলাদেশ এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

24. Coordination Meetings among Coordinating Directors, Convenors and Co-convenors of the S/C of DCCI;
25. Seminar on Unlocking the Investment Potential of the Shipbuilding Industry organized Jointly by BUILD and DCCI at Ruposhi Bangla Hotel;
26. A Dialogue with Industrialists, Analysts and Policy-makers on Location Dynamics of Industrial Growth jointly organized by Power and Participation Research Centre (PPRC), DCCI and BUILD at DCCI auditorium;
27. Discussion Meeting with Specialized Trade Associations in order to keep prices of essentials stable during the month Ramadan held at DCCI Auditorium;
28. Reception program of DCCI to Al-haj Anwar Hossain, Chairman, Anwar Group of Industries on his being awarded 12th Bangladesh Business Award under "Business Person of the Year" category and Mr. Mahbubur Rahman, President of ICC-B and Former President, DCCI for being awarded 12th Bangladesh Business Award under Lifetime Achievement Category held at DCCI Auditorium;
29. Seminar on "Utilization of Zakat for Sustainable Poverty Alleviation" was jointly organized by DCCI Foundation and Centre for Zakat Management (CZM) at DCCI;
30. Doa and Iftar Party hosted by DCCI held at DCCI auditorium. Among the invited guest US Ambassador, Ambassador of Russian Federation and Ambassador of the PR China were present in this party;
31. Training Workshop on UCPDC (Uniform Customs and Practices for Documentary Credit) held at DBI, DCCI;
32. Preparatory Meeting of DCCI Trade Delegation intending to go to Kunming to attend South Asian Business Forum and 20th China Import & Export Trade Fair 2012 held at DCCI auditorium;
33. Discussion meeting on National Budget-2012-13 for preparing DCCI's detailed reaction held at DCCI Board Room;

Call on Meeting with various Ministers and other important persons

DCCI functionaries met several dignitaries to lobby for DCCI issues and attended several meetings for presenting papers at different seminars both at home and abroad and raised DCCI priorities. These are:

1. President and Board of Directors of DCCI called on Hon'ble Industries Minister, Mr. Dilip Barua and Hon'ble Commerce Minister, Mr. Ghulam Muhammed Quader, M.P. at several occasion and recommended several measures for favourable environment for trade and investment ;
2. President DCCI attended a meeting with the Commerce Secretary at Ministry of Commerce to invite him for being Chair Person for Trade and Investment Working Committee to work under BUILD;
3. President DCCI attended a meeting with Chairman, National Board of Revenue at NBR to invite him for being Chair Person for Trade and Investment Working Committee to work under BUILD;
4. DCCI President attended a meeting with FBCCI President to invite him for being Co-Chair of Taxation Working Committee of BUILD,
5. DCCI went to Ministry of Industries to invite Secretary, Ministry of Industries Mr. K.H. Masud Siddiqui for being Chair Person for SME Development Working Committee to work under BUILD;
6. DCCI President and Board of Directors of DCCI attended a reception of FBCCI accorded to the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina for winning verdict of maritime boundary claim at ITLOS;
7. Senior Vice President of DCCI attended Energy Symposium 2012 organized by Embassy of Switzerland in Bangladesh and presented a paper on Energy situation of Bangladesh;
8. DCCI President attended 17th Annual Council of ICC-B at DCCI Auditorium;
9. DCCI President and Senior Vice President attended CPD dialogue on "Bangladesh Trade Policy Framework for the Next Decade" at Sonargaon hotel;

৯। ডিসিসিআই সভাপতি এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মহোদয় সিপিডি আয়োজিত "বাংলাদেশ ট্রেড পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর নেক্সট ডিকেড" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১০। জাপানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে এফবিসিসিআই আয়োজিত ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি যোগদান করেন।

১১। ডিসিসিআই সভাপতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভাগুলোতে যোগদান করেন।

১২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইএফসি এবং ডিএফআইডি যৌথভাবে আয়োজিত "কোম্পানী আইন" বিষয়ক ডায়লগে যোগদান করেন।

১৩। এমসিসিআই এবং মাছরাঙ্গা টেলিভিশন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি যোগদান করেন।

১৪। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৫। ডিসিসিআই সভাপতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৬। ডিসিসিআই সভাপতি "২য় মেইড ইন পাকিস্তান এক্সিবিশন ২০১২" বিষয়ক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৭। ডিসিসিআই সভাপতি ইকোনোমিক রিসার্চ গ্রুপ আয়োজিত "Companies Act Reform and Informal Economy" বিষয়ক সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

১৮। আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "সাউথ এশিয়া ট্রেড এগ্রিমেন্ট" বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১৯। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ দেশের বরেণ্য ব্যবসায়ী প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরীর স্মরণ সভায় যোগদান করেন।

২০। ডিসিসিআই সভাপতি জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ বিষয়ে এটিএন নিউজ চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেন।

২১। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াসা আয়োজিত ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর খসড়া পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২২। ডিসিসিআই সভাপতি বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স এসোসিয়েশনের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২৩। ডিসিসিআই সভাপতি প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

২৪। ডিসিসিআই সভাপতি এটিএন বাংলার টকশোতে যোগদান করেন।

২৫। ডিসিসিআই সভাপতি অধিকার আয়োজিত বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৬। ডিসিসিআই সভাপতি এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৭। ডিসিসিআই সভাপতি কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৮। ডিসিসিআই সভাপতি উন্নয়ন সমন্বয় আয়োজিত কম্পিটিশন ল বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৯। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ আইসিসি-বাংলাদেশ এসকাপ এবং ব্র্যাক ব্যাংক আয়োজিত "Enabling Environment for Integration of SMEs in Global Value Chain" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি নির্ধারিত আলোচক হিসেবে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৩০। ডিসিসিআই সভাপতি সাউথ এশিয়া গ্রোথ কনফারেন্সে যোগদান করেন।

৩১। ডিসিসিআই সভাপতি প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

10. DCCI President attended Breakfast Meeting of FBCCI at Hotel Sonargaon arranged in honor of the visiting Deputy Prime Minister of Japan;
11. DCCI President attended several Board Meetings of Dhaka Stock Exchange Ltd., Titas Gas Transmission and Distribution Co. Ltd. , Bangladesh Submarine Cable Co. Ltd and Bangladesh Services Limited (BSL);
12. President, DCCI attended Roundtable Discussion on Companies Act organized jointly by Ministry of Commerce, IFC and DFID at Sonargaon Hotel;
13. DCCI President attended Discussion Meeting on forthcoming National Budget organized by MCCI and MASRANGA Television at Radisson Hotel;
14. DCCI President, Senior Vice President and Board of Directors of DCCI attended a Meeting of Consultative Committee of Import Policy Order-2012-2015 organized by Ministry Commerce at Ruposhi Bangla Hotel;
15. DCCI President attended Consultative Committee Meeting on National Budget 2012-2013 organized jointly by National Board of Revenue and FBCCI at Sonargaon Hotel;
16. DCCI President attended as Special Guest in the Inaugural Ceremony of "2nd Made in Pakistan Exhibition 2012" at Ruposhi Bangla Hotel. DCCI Senior Vice President and Board of Directors were also present in the function;
17. DCCI President attended as one of the Discussant in a Seminar on "Companies Act Reform and Informal Economy" organized by Economic Research Group at Hotel Ruposhi Bangla;
18. DCCI President gave a presentation in a National Seminar of Asia Pacific Trade Agreement organized by ICC-B, held at Hotel Ruposhi Bangla;
19. President DCCI and members of Board of Directors of DCCI attended Memorial Meeting to pay homage to late Mr. Shamson H. Chowdhury at BICC;
20. DCCI President gave an interview with ATN News on national budget 2012-13;
21. DCCI Senior Vice President attended a Meeting of Working Group Committee on Draft Final Sewerage Master Plan of Dhaka City at Dhaka WASA;
22. DCCI President attended as Special Guest in a Seminar of Bangladesh Supermarket Owner's Association organized on the occasion of 10 years Celebration of Supermarket in Bangladesh held at BICC;
23. DCCI President attended 1st Meeting of Private Sector Development Policy Co-ordination to Review and Co-ordinate Private Sector Development of the country;
24. DCCI President attended a talk show programe at ATN Bangla;
25. DCCI President attended as Discussant in a National Advocacy Meeting on Political Violence in Bangladesh and Human Rights organized by Adhikar at BRAC Centre Auditorium, Mohakhali, Dhaka;
26. President DCCI attended Luncheon Meeting of American Chamber of Commerce and Industry (AMCHAM) at Hotel Ruposhi Bangla;
27. DCCI President and Board of Director, DCCI attended at a Seminar on Bangladesh: Need for Exports Diversification organized By Canada Bangladesh Chamber of Commerce and Industry and Canadian High Commission at Hotel Sonargaon;
28. DCCI President attended a Seminar on Moving the Competition Law Agenda organized by Unnayan Shamannay at Hotel Ruposi Bangla as a Panelist.
29. DCCI President and Board of Directors of DCCI attended a Seminar on Enabling Environment for Integration of SMEs in Global Value Chain organized by ICC-B, ESCAP and BRAC Bank at Hotel Ruposhi Bangla. DCCI President gave a presentation on the subject as one of the Panelist;
30. DCCI President attended South Asia Growth Conference at Sonargaon Hotel;
31. DCCI President attended 2nd Meeting of Private Sector Development Policy Co-ordination Committee at P.M. Office;

বিদেশী ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা

এ বছর ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, জাপান, যুক্তরাজ্য, রুয়ান্ডা, লুক্সেমবার্গ, বেলারুস থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ আলোচনা সভা গুলোতে বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সভার বিবরণী নীচে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। ডিসিসিআই সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে শ্রীলংকা চেম্বার অব কমার্সের ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে যুক্তরাজ্যের হ্যালক্রো গ্রুপের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে।

৩। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে জাইকার একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন এবং এসমএই খাতের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৪। কানাডার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই নৈশ ভোজের আয়োজন করে।

৫। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপে নিযুক্ত সেনেগালের রাষ্ট্রদূত মান্যবর আমাদো মোস্তাফা ডিউফ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৬। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এবং এটাচি সাক্ষাৎ করেন।

৭। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে এডিবি-এর ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৮। ভারতের ক্যামিক্যাল অ্যান্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ক্যাপেক্সিল) এর সাথে ডিসিসিআই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

৯। চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) ইউনান উপ-কাউন্সিল এবং চায়না চেম্বার অব ইন্টারন্যাশনাল কমার্স এর ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ডিসিসিআই'র সভাপতি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কুনমিং মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১০। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার মান্যবর আফরাসিয়াব সাক্ষাৎ করেন।

১১। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে রুয়ান্ডার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত মান্যবর উইলিয়ামস্ নুকুরুনজিয়া সাক্ষাৎ করেন।

১২। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই নৈশভোজের আয়োজন করে।

১৩। বাংলাদেশস্থ যুক্তরাজ্য দূতাবাসের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ডিসিসিআই'র সভাপতি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৪। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে জাপানের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

১৫। বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অফ কমার্স, লুক্সেমবার্গ-এর সভাপতি জনাব রয় সুহাস ডিসিসিআই'র সভাপতি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৬। নেপালের বীরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ২৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল এবং ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৭। ডিসিসিআইতে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড বিজনেস ফোরাম এবং বিজনেস ম্যাচ মেকিং সেশন অনুষ্ঠিত।

১৮। ডিসিসিআই'র সভাপতি এবং পরিচলনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বেলারুশের ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

১৯। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে চীনা জেনারেল চেম্বার অফ কমার্স, জিলিন প্রদেশ এর ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে।

Meeting with Foreign Delegations

Important Meetings were held with the Foreign Delegations from India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Japan, UK, Rwanda, Luxemburg, Belarus throughout the year to entertain them with different information and almost all of them were willing to establish relation with DCCI. In these meetings most of the delegates expressed their keen interest to invest in different sectors of Bangladesh. Some of the important meetings of such type are furnished below:

1. 10-members Business Delegation of Sri Lanka National Chamber of Commerce & Industry and Sri-Lanka-Bangladesh Business Cooperation Council from Sri-Lanka met DCCI President and its Board of Directors;
2. DCCI President received a delegation of Halcrow Group Ltd., UK and BCL Associates Ltd, Dhaka;
3. A JICA Team met with DCCI Senior Vice President and Directors of DCCI on Data Collection Survey on SMEs and Social Enterprise;
4. DCCI hosted a Dinner Party to commemorate the visit of Canadian Business Delegation to Bangladesh at Dhaka Club;
5. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Senegal to Bangladesh, India, Srilanka & Maldives H.E. Mr. Amadou Moustapha Diouf based in New Delhi, India visited Dhaka Chamber of Commerce and Industry. DCCI Acting President Mr. Haider Ahmed Khan, FCA and other Board of Directors of DCCI and Former President Mr. Hossain Khaled were present in the meeting;
6. Commercial Counsellor and Attaché of the Embassy of People's Republic of China met DCCI President and Board of Directors;
7. A 4 members team of ADB Mission on Sub Regional Trade Facilitation met with Board of Directors;
8. Buyer-Seller Meeting with Chemical and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), India at DCCI;
9. 4 members delegation from China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Yunnan Sub-Council and China Chamber of International Commerce called on President DCCI. A meeting held on the issue of Kunming Trade Fair ;
10. New High Commissioner of Pakistan H.E Afrasiab called on President and Board of Directors of DCCI;
11. H.E. Williams Nkurunzia, Non-resident Ambassador of Rwanda to Bangladesh called on President and Board of Directors at DCCI;
12. DCCI hosted a dinner at Dhaka Club in honor of the visiting delegation of North Eastern Region of India and Members of Indian Chamber of Commerce, Calcutta;
13. Political Secretary from British High Commission at Dhaka called on President DCCI;
14. A 14 Members Japanese Business Delegation called on with President DCCI;
15. Mr. Roy Suhash, President, Bangladesh Business Chamber of Commerce, Luxembourg called on with President DCCI;
16. Business Meeting with the 26 member delegation team of Birgunj Chamber of Commerce from Nepal met with DCCI President and DCCI Board of Directors;
17. Bangladesh-Thailand Business Forum and Business Matching Session -2012 at DCCI;
18. A 30-Member business delegations from Belarus met DCCI President and Board of Directors;
19. A six member delegation from China General Chamber of Commerce of Jilin Province, China met DCCI Acting President and Board of Directors DCCI.

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আরসিসিআই), পাকিস্তান এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং আরসিসিআই-এর সভাপতি জনাব জাওয়াদ আক্তার ভাটিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং চীনের জিলিন প্রদেশের চাইনিজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআই এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং চাইনিজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি জনাব বি সেংজু নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই মিনস্ক ডিপার্টমেন্ট অফ বেলারুশিয়ান চেম্বারের সাথে কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করে। ডিসিসিআই সভাপতি ডিসিসিআই এর পক্ষে এবং বেলারুশ চেম্বারের ডিরেক্টর জেনারেল বেলারুশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। নেপালের বীরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স ডিসিসিআই'র সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশ্বের আরো কিছু চেম্বারের সাথে ডিসিসিআই'র সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন

ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা চেম্বারের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড এবং জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ এর উপর প্রাক ও পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য সরকারের কাছে ডিসিসিআই কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। ডিসিসিআই'র সুপারিশসমূহ কিভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এ বিষয়ে বিস্তারিত মতামত তুলে ধরা হয়। বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বাজেটের উপর বিশ্লেষণাত্মক তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। ডিসিসিআই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাজেটে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সরকার কে ধন্যবাদ জানায় এবং বাজেটের কিছু নেতিবাচক দিক যেমন ঃ রপ্তানির উৎসে কর হার বৃদ্ধি, আয়করের সীমা অপরিবর্তিত রাখা, নূন্যতম কর প্রদানের সীমা বৃদ্ধি, মোবাইল ফোনের বিলের উপর করারোপ, আয়কর কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের বিশাল অংকের ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

ন্যাশনাল পলিসিতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য মতামত/সুপারিশমালা পাঠানো ডিসিসিআই এর অন্যতম প্রধান কাজ। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য কতিপয় সুপারিশমালা এনবিআরে প্রেরণ করে। এ ছাড়াও কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডিসিসিআই সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করেছে। এ ধরণের কতিপয় সুপারিশমালা নীচে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তির উপর মতামত।

২। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যকার যৌথ ইকোনোমিক কো-অপরেশনের উপর মতামত।

৩। আমাদনি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশমালা প্রেরণ।

৪। তুরস্কের এক্সিম ব্যাংক এর নিকট থেকে প্রস্তাবিত ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের খসড়া ফ্রেমওয়ার্কের উপর মতামত প্রেরণ।

৫। রপ্তানি নীতি ২০১২-২০১৫ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশমালা প্রেরণ।

৬। জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাবাবলী প্রেরণ।

৭। বাংলাদেশ-দক্ষিণ অফ্রিকার বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে মতামত প্রদান।

৮। প্রস্তাবিত ওআইসি এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশনের খসড়া কাঠামো বিষয়ে মতামত প্রদান।

৯। বাংলাদেশ-আলবেনিয়া বাণিজ্য সহযোগিতার খসড়া রুপরেখা বিষয়ে মতামত প্রদান।

১০। বাংলাদেশ-জর্দান বাণিজ্য চুক্তির উপর মতামত প্রদান।

১১। বাংলাদেশ-জার্মানি সম্পর্ক বিষয়ে মতামত প্রদান।

১২। খসড়া "Comprehensive Trade Policy of Bangladesh" বিষয়ে মতামত প্রদান।

১৩। বিএসটিআই এবং বিআইএস এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা খসড়া চুক্তির উপর মতামত প্রদান।

১৪। বাংলাদেশ-তুরস্ক এফটিএ বিষয়ে মতামত প্রদান।

১৫। এ বছরের ২-৪ নভেম্বর সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিয়েতনাম সফরে এজেন্ডা বিষয়ে মতামত প্রকাশ।

Signing of Memorandum of Understanding (MOU)

A MOU was signed at DCCI between Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Rawalpindi Chamber of Commerce & Industry, Pakistan. DCCI President Mr. Asif Ibrahim and President of RCCI Mr. Jawed Akhtar Bhatti signed the MOU on their respective sides. A Friendly Association Agreement (FAA) was signed between Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Chinese General Chamber of Commerce of Jilin Province. DCCI Acting President Mr. Haider Ahmed Khan, FCA and CGCCJP President Mr. Bie Shengxue signed the MOU on their respective sides. DCCI also signed a Co-operative Agreement with Minsk Department of the Belarusian Chamber of Commerce & Industry, Belarus, DCCI President Mr. Asif Ibrahim and Director General of Minsk Department of the Belarusian Chamber of Commerce & Industry Mr. Alexander Fedorchuk signed this agreement. Birgunj Chamber of Commerce from Nepal had shown their interest to sign a MOU with DCCI. Some more MOUs to be signed between different Chambers from different countries are under consideration.

Press Conference

Press conference of the newly elected Board of Directors of DCCI on various activities of DCCI and Chamber's stand on important national issue of trade and commerce of the country was held at DCCI auditorium. The pre-budget and post-budget press conferences were also held on National Budget 2012-2013 at DCCI Auditorium. In these press conferences, DCCI highlighted its recommendations submitted to the government for incorporation in the Budget. DCCI tried its best to express the good effects of its recommendation if these would be implemented. In post budget press conference, a detailed analytical reaction of DCCI was given. In its analytical reaction, DCCI expressed its comments on the National Budget. DCCI appreciated the good initiatives of the government and criticized the negative initiatives like increasing Source Tax on Export, keeping the Income Tax slab unchanged, increasing the Minimum Tax amount, Source Tax imposition on Mobile Phone Bill, increasing the discretionary power of the Tax Officers, non-implementation of PPP, huge loan taking from the Banks etc.

DCCI's Comments/Recommendations on several National Policies/Issues

One of the major functions of DCCI is to send comments/recommendations/suggestions to the government on behalf of its constituencies to incorporate in the national policies and important national issues. DCCI sent proposals to NBR for inclusion in the national Budget 2012-13. The Chamber has also sent comments on various national and international issues. These are listed below:

1. Comments on Bangladesh-Afghanistan Trade Agreement
2. Comments on the Joint Economic Cooperation (JEC) between Bangladesh and Vietnam
3. Recommendations for inclusion in the Import Policy Order 2012-15
4. Comments on Draft Framework Agreement on the proposed US$ 250 million worth Line of Credit by EXIM Bank, Turkey
5. Recommendations for inclusion in the Export Policy 2012-15
6. Proposals for inclusion in the new national budget for 2012-13
7. Inputs on Bangladesh-South Africa Trade Relations
8. Draft Statute for Establishing proposed OIC Agro-industrial Association
9. Draft BD-Albania Economic cooperation
10. Bangladesh-Jordan Trade Agreement
11. Inputs on BD-Germany relation
12. Comments on Draft "Comprehensive Trade Policy of Bangladesh"
13. Comments on Draft Bilateral Cooperation Agreement (BCA) Between BSTI and BIS
14. Comments on Bangladesh-Turkey FTA
15. Inputs for inclusion in the discussion agenda for the official visit of Hon'ble Prime Minister to Vietnam from 02-04, November, 2012.

২০১২ সালে প্রকাশনাসমূহ

ডিসিসিআই'র জনসংযোগ শাখা এবং বিল্ড এর সহেযাগিতায় ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো ঃ Tax Guide 2012-13, Introducing DCCI-2012, DCCI Monthly Review, Export Guide for Leather Sector (both Bengali and English), Flyer and Brochure for Mega Event এবং Annual Report-2012.

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন

২০১২ সালে ডিসিসিআই বেশকিছু বাণিজ্যিক দলের বিদেশ সফরে নেতৃত্ব দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যে প্রতিনিধি দলের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো ঃ

১। ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ৩২ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ৫ম সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ ট্রেড ফেয়ার ২০১২ তে অংশগ্রহণ করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সপ্তম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে যোগদান করেন এবং "Building Bridges Through Socio-economic Co-operation" এর উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৩। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ইকোনোমিক জোন ডেভেলপারস/অপারেটরস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ASIA-PACIFIC BUSINESS FORUM 2012 তে যোগদান করেন এবং Non-Traditional Opportunities for Business and Investment With Specific Example of Bangladesh বিষয়ক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ২৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটি একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কাজ করেছে। ২০১২ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৭০টি বৈঠক করে এবং এসব বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে দুটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কগণকে সারা বছরব্যাপী তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর এগার (১১)টি বোর্ড সভা ও ২টি জরুরী সভাসহ বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো সুন্দরভাবে পরিচালনা করাই ছিল এ সভাগুলোর আলোচ্য বিষয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১২ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ২০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালটি কিডনী রোগের চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও ডাক্তার-নার্সদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কিডনি রোগের উপর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

"ফিরোজা বাড়ী পঙ্গু শিশু হাসাপাতাল"-এ ডিসিসিআই-এর নামে চালুকৃত ২৫ শয্যাবিশিষ্ট "ডিসিসিআই ওয়ার্ড"-এর সকল খরচ ডিসিসিআই বহন করছে। উল্লেখ্য ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার (বিসিসিডব্লিউ) এর অধীনে হাসপাতালটি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ডিসিসিআই ওয়ার্ডটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এ বছর ১ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

দেশের উত্তারাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এবছর ডিসিসিআই রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ঢাকাস্থ আজাদ মুসলিম ওয়েল ফেয়ার কমপ্লেক্স এর প্রতিনিধিদের নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর করে।

Publications in the year 2012

DCCI Research Cell in cooperation with Public Relation Department and BUILD through out the year has prepared some Publications for DCCI. These are: Tax Guide 2012-13, Introducing DCCI-2012, DCCI Monthly Review, Export Guide for Leather Sector (both Bengali and English), Flyer and Brochures for Mega Event and Annual Report-2012.

DCCI Trade Delegation abroad

In the year 2012 several delegation were led by the DCCI. Some of the important delegations are mentioned below:

1. A 32 member delegation from DCCI under the leadership of the President DCCI went to Kunming, China to attend 5th South Asain Counties Trade Fair-2012 in Kunming, China;

2. President DCCI attended 7th China Soutn Asia Business Forum and gave presentation on "Building Bridges Through Socio-economic Co-operation";

3. President Mr. Asif Ibrahim went to Singapore to attend a Meeting with Economic Zone Developers/Operators in Singapore;

4. DCCI President attended ASIA-PACIFIC BUSINESS FORUM 2012 in Kuala Lumpur, Malaysia and made a presentation on Non-Traditional Opportunities for Business and Investment With Specific Example of Bangladesh

Standing Committee activities and Board Meetings

A total of Twenty Four Standing Committees each headed by a Director named as Co-ordinating Director worked throughout the year. In the year 2012 about 70 meetings of these Standing Committees were recorded from where quite a lot of important suggestions were taken. Two meetings with the newly assigned convener and co-conveners were also held. The detailed of the activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter. I would like to take the privilege to thank Coordinating Directors, Conveners, Co-Conveners of the Standing Committees for their whole–hearted cooperation and efforts throughout the year.

Eleven (11) Board Meetings and Two (02) emergency meetings of the Board were held in the Chamber to discuss managerial, financial issues and suggest policy issues to run the Chamber efficiently. It also helped to take administrative decision to streamline disciplinary activities of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2012 DCCI has carried out various social welfare activities. As a part of CSR activities, this year a donation of Twenty Lacs was given to Kidney Foundation through DCCI Foundation. Kidney Foundation is a 150 bedded hospital providing training for doctors and nurses and conducting research on kidney disease besides medical facilities for the patients.

DCCI has taken the responsibility to bear all expenses of a ward of "Feroza Bari Disable Children Hospital" – a subsidiary of Bangladesh Council for Child Welfare (BCCW) since 1984. The ward with twenty five beds of this hospital is named as "DCCI Ward". A donation of Tk one lac was also given to BCCW to maintain the expenses of the ward.

DCCI distributed blankets to cold wave stricken people of North Bengal and Lalbagh area of Dhaka through the representatives of Nilphamari Chamber of Commerce and Industry, Rangpur Chamber of Commerce and Industry, Kurigram Chamber of Commerce and Industry, Lalmonirhat Chamber of Commerce and Industry and to the representative of Azad Muslim Welfare Conmplex, Lalbagh, Dhaka.

তাছাড়া, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই তে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মোজেনা, রাশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার এ নিকোলোভ, চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত লী জুন উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানি, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। ২০১২ সালে ডিসিসিআইতে চারশত পঞ্চাশের অধিক নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন। বর্তমানে ডিসিসিআই'র তিন হাজারের বেশী সদস্যসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীবৃন্দ এ প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সেবা পাচ্ছেন।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব ঃ

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৪৬,৬৭,৮৩০ টাকা যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫,১২,০১,১৭৬ টাকা।

এ বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, ২০১২ সালে ব্যয় এর চেয়ে অধিক আয় হয়েছে ৩,৩৪,৬৬,৬৫৪ টাকা যা গত বছরে ছিল ৪,৩৭,৯৭,৯১৮ টাকা। সদস্যদের চাঁদা, ভবনের ভাড়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে এ আয় হয়েছে। তাছাড়া অপ্রয়োজনীয় খাতে চেম্বারের ব্যয় কমানোর কারণেও এ আয় হয়েছে। চেম্বারের মোট সঞ্চয় বা নগদ তহবিল ২৫,৭৪,২৩,৮৩৯ টাকা হতে ৫,০৫,২১,২১৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৭৯,৪৫,০৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১২ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

তথাপি এ বছরে চেম্বারের ব্যয় অতিরিক্ত আয় গত বৎসরের আয়ের তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো ঢাকা চেম্বার ভবনটি বর্ধিতকরণ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়ায় ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভবন ছেড়ে দিতে হয়।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে ডিসিসিআই এর কর্মকান্ড পূর্ববর্তী বছরগুলোর চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা চেম্বার দেশে এবং দেশের বাইরে একটি কার্যকর ও স্বনামধন্য ট্রেড সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ডিসিসিআই তার সদস্যবৃন্দের জন্য সেবার মান বৃদ্ধি করে ট্রেড সংগঠন হিসেবে দেশে প্রথমবারের মত আইএসও সনদ লাভ করেছে। এ চেম্বার তার অবস্থান ধরে রাখতে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাবৃন্দ প্রতিনিয়ত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চেম্বার তার সার্বিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছে। পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। সেবা খাতের প্রায় সব উপকরণের মূল্য ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেলেও ডিসিসিআই'র আয় উল্লেখজনক হারে বাড়েনি। ডিসিসিআই'র সদস্যদের এ ধরণের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হলে চেম্বারের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে চাঁদা আদায় এবং চেম্বার ভবন ভাড়াই হলো ডিসিসিআই আয়ের প্রধান উৎস। ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দকে আরো উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বছর আয়োজিত বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সদস্যদের চাঁদার হার কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, চেম্বার সচিবালয়ের জন্য একটি নতুন বেতন কাঠামো ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করেছে এবং তা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এর ফলে চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে আরো ভালো সেবা প্রদানে উৎসাহী হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

২০১২ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর আমরা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। ডিসিসিআই'র কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের দিকটিকে আমি বেশি গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি। আমি আমার পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি।

Besides, Doa and Iftar Mahfil hosted by DCCI was held at DCCI auditorium in the month of holy Ramadan. US Ambassador H.E. Dan W Mazina, Ambassadors of Foreign countries like USA, Russian, China and other distinguished guests were present in this party.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business in the area of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, service, real estate and SMEs. In the year 2012 more than 450 members were enrolled. At present more than three thousand members along with other business communities are getting services from this chamber.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial position of the Chamber. The income of this year was Tk 8,46,67,830 against expenditure of Taka 5,12,01,176 during the same year.

The Auditor's Report incorporated in this Annual Report reveals that the excess of income over expenditure during the year 2012 was Tk. 3,34,66,654 which was Tk. 4,37,97,918 in the previous year. The income has accrued from membership subscription, building rent and other sources. Above all, cost savings to a considerable extent by avoiding unnecessary expenses also contributed to this surplus. The overall savings of the Chamber in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposit increased to Tk. 30,79,45,052 from Tk. 25,74,23,839 reflecting an increase of Tk. 5,05,21,213 or 19.62 percent. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2012.

Eventhough, this year's surplus income is comperatively lower than the previous year, main reason of which is for the vaction of rented space due to extention programme of DCCI building. So we believe that situation will further improve in the coming years.

Respected Members,

As the largest representative of the private sector of the country, the activities of DCCI have been increased in many fold compared to the past. Today the Chamber has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international level. The Chamber has also achieved the ISO certification for the first time in the country by enhancing the quality of services provided to its esteemed members. The Chamber would like to maintain the practice.

The business entrepreneurs face tough competition in today's globalized market. To keep pace with the demand of the entrepreneurs, the Chamber has increased its overall activities. Besides, infrastructural development, various expenditures and development activities have also increased. The cost of all the components of service sector has been increased 3/4 times but the income of the Chamber has not increased. To continue this type of unique services to the members, it is essential for the Chamber to have a strong financial base. Membership subscription and rent from the Chamber building are the main source of income of DCCI. In order to meet the existing expenditure for providing better services to the distinguished members of the Chamber, the membership subscription fee has been slightly increased this year which was unanimously approved in the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Chamber.

I would also like to inform you that a new and up-to-date pay scale for DCCI secretariat has been structured and approved by DCCI Board this year which has already been implemented. Now, I believe that the staffs of the secretariat will be encouraged to work more sincerely to provide better quality services to the distinguished members of the Chamber.

Hon'ble Members,

The year 2012 was very eventful and much interesting for DCCI because in this year DCCI has been able to establish closer relationship between the government and the private sector. I tried my best to accommodate DCCI activities for the wider interest of private sector. I took lessons from my predecessors in keeping up Chamber activities more vibrant and meaningful.

যদিও আমি আমার গুরুদায়িত্ব থেকে অবসর নিচ্ছি তথাপিও ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে আমার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট থাকব। আমার মেয়াদে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে যদি কোন অবদান রাখতে পারি, তবে এ কৃতিত্ব আপনাদের সকলের। আমাদের এ দীর্ঘ চলার পথে অবশ্যই অনেক ভুলভ্রান্তি হয়েছে। আমি মনে করি আপনারা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যারা ২০১৩ সালে চেম্বারের আরো সাফল্যের জন্য আমার চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

কর্ম ব্যস্ততার মাঝে উন্নত ও উন্নয়নশীল বেশ কয়েকটি দেশের চেম্বারের কার্যক্রমের সাথে আমার যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল এবং আমি তাদের উন্নত কর্মকান্ড দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আমার সময়কালে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চেম্বারের ভাবমূর্তি এবং মূখ্য ভূমিকা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

আমি মনে করি, আমাদেরকে তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করলে চলবে না, বেসরকারি খাত, সরকার, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আস্থা অর্জন করতে হলে আমাদের আরো নিরলস পরিশ্রম করতে হবে।

আমার দায়িত্ব পালনে অকুণ্ঠ সমর্থন ও অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি আমার পূর্বসূরীগণকে এবং উত্তরসূরীগণকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের প্রাজ্ঞ নির্দেশনা সকল সংকটে আমাদের কে সঠিক পথ নির্দেশনা প্রদান করেছে।

আমি আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে ডিসিসিআই এর নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই এবং আগামী বৎসরেও এ চেম্বারের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য আপনাদের সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন আশা করছি।

আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

আসিফ ইব্রাহীম
সভাপতি, ডিসিসিআই
ডিসেম্বর ২৯, ২০১২।

I would like to send the message to you that even though this is my last day as the President of DCCI, I shall keep contact with the Chamber and share my experience for the benefit of DCCI. If I had been able to contribute anything for the development business and economy during the last two years, the credit must rightfully go to you all and I would like to bear all the pains where I could not come up with success even through I tried my best.

I also acknowledge with thanks the hard work and sincerity of all officials of the Secretariat in performing their duties to uphold the image of the Chamber, maintain continuity of the activities and managing relationship with other national and international organizations.

Before I finish my speech I wish to congratulate the newly elected Board and its President, Senior Vice President, Vice President and Directors who I believe will make more effort than me in 2013 to the success of the Chamber.

I have availed of the opportunities of having experiences of different activities along with the challenges while I have to come across the activities of several successful Chambers of developing and developed countries. I had the opportunities to present papers at several occasions to highlight DCCI issues not only at home but also in abroad.

I understand and believe that we will have to go a long way to reach their level, we should not be complacent to see the increasing number of members joining DCCI, we would need to work hard to be confident to the private sector, government, national and international organizations. Very challenging time has come where private sector needs to strive hard to sustain.

Before concluding, I would extend my heartfelt thanks to all of my predecessors and successors once again with my commitment for the sake of the Chamber activities to see its consecutive development.

On behalf of all of you, I extend my heartfelt thanks and congratulations to the newly elected Board of DCCI and its functionaries with an expectation of their all success. I would like to express my commitment for continual efforts and would expect your whole-hearted support for the sake of the private sector development.

I thank you all once again for giving me a patient hearing.

Allah Hafez

Asif Ibrahim
President, DCCI
Date: December 29, 2012

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র - ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২০ ডিসেম্বর, ২০১১ইং (৬ পৌষ, ১৪১৮ বাংলা) রোজ মঙ্গলবার বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় চেম্বার অডিটরিয়ামে (৬ষ্ঠ তলায়) "ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউ এইজ গার্মেন্টস লিমিটেড
২।	শেখ আজহার হোসেন	-	মেসার্স আজহার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৩।	জনাব এম আবু হোরায়রা	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
৪।	জনাব মোঃ বেল্লাল উদ্দিন	-	মেসার্স হলমার্ক
৫।	জনাব রাশেদুল হাসনাত	-	মেসার্স নিক্কি থাই এ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৬।	জনাব এম এইচ কবীর	-	মেসার্স টেক্যান্টস আইটি লিমিটেড
৭।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
৮।	আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন	-	মেসার্স মহিউদ্দীন অটো হাউস
৯।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিঃ
১০।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স কোহিনুর লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড
১১।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন
১২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	-	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
১৩।	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স গ্রীন পার্ক হাউজিং লিঃ
১৪।	গ্রুপ ক্যাপ্ট: (অবঃ) এ এফ মনসুর আহমেদ	-	মেসার্স ইউরো এশিয়াটিক ট্রেডার্স
১৫।	জনাব এস রুমী সাইফুল্লাহ্	-	মেসার্স ভিনসেন্ট কমিউনিকেশন লিমিটেড
১৬।	জনাব আবুল কাশেম	-	মেসার্স ফজিলা ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৭।	জনাব আবু বকর		মেসার্স অল টেক মেশিনারিজ
১৮।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন এন্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
১৯।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উয়িংস লিঃ
২০।	ডক্টর তুহিন মালিক	-	মেসার্স হোসেন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
২১।	জনাব আনিসুর রহমান	-	মেসার্স বি.ডি. সোলার পাওয়ার লিঃ
২২।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২৩।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট এন্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
২৪।	শেখ আলী আকবর	-	মেসার্স এস. এ ইন্টারন্যাশনাল
২৫।	জনাব আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২৬।	আলহাজ্ব মোহাম্মদ শারফুদ্দীন	-	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
২৭।	জনাব মোঃ বশিরউদ্দিন	-	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুট
২৮।	খন্দকার রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
২৯।	জনাব মোঃ গোলাম মাজেদ	-	মেসার্স আনন্দধারা লিঃ
৩০।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৩১।	জনাব সুমন তালুকদার	-	মেসার্স এস এস বি সি এল গ্রুপ
৩২।	জনাব এম. শাখাওয়াত হোসেন	-	মেসার্স বিকন এক্সিম বিডি. লিঃ
৩৩।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স ইনফোকম লিঃ
৩৪।	ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
৩৫।	জনাব এ.কে.এম. মিজানুর রহমান, এফসিএ	-	মেসার্স গ্রীন গার্ডেন ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৩৬।	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
৩৭।	জনাব হোসেন খালেদ	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ

৩৮।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স আমান নিটিংস লিমিটেড
৩৯।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	মেসার্স নাসকম (প্রাঃ) লিমিটেড
৪০।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৪১।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজেস এন্ড এক্সেসরিজ
৪২।	জনাব এম. এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৪৩।	জনাব ইঞ্জিঃ নুরুল ইসলাম	-	মেসার্স সজিব পলিমারস্ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী
৪৪।	জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট
৪৫।	জনাব নুরুল ইসলাম	-	মেসার্স টিএমএসএস
৪৬।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
৪৭।	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
৪৮।	আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দীন মোহাম্মদ
৪৯।	জনাব এ এস এম কাসেম	-	মেসার্স নিউ এইজ গার্মেন্টস লিঃ
৫০।	জনাব আবু জাফর		মেসার্স এস. এস এন্টারপ্রাইজ
৫১।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
৫২।	জনাব মোঃ মজিবউল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স মডার্ন ডায়গনষ্টিক সেন্টার লিঃ
৫৩।	জনাব মোঃ জাওয়েদ ইয়াহিয়া	-	মেসার্স এডভেন্ট ফার্মা লিঃ
৫৪।	জনাব মোয়াজেম হক মাসুম	-	মেসার্স মাসুম এন্টারপ্রাইজ
৫৫।	জনাব মতিউর রহমান	-	মেসার্স উত্তরা মটরস লিঃ
৫৬।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
৫৭।	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোঃ
৫৮।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
৫৯।	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ
৬০।	জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স এ.টি.জে ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৬১।	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ারস কর্পোরেশন
৬২।	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	-	মেসার্স এম এস এম এক্সেসরিজ
৬৩।	জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন	-	মেসার্স স্কলারস প্রপার্টিজ লিঃ
৬৪।	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	-	মেসার্স এবর্ড কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ
৬৫।	জনাব নুরুল আলম শাহীন	-	মেসার্স ফ্ল্যাট বাজার লিঃ
৬৬।	জনাব নিয়াজ রহিম	-	মেসার্স রহিম আফরোজ সুপার স্টোরস্ লিমিটেড
৬৭।	জনাব আন্দালিব হাসান	-	মেসার্স নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৬৮।	জনাব রিজওয়ান উর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
৬৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৭০।	জনাব আশরাফুজ্জামান ফারুক	-	মেসার্স বাংলাদেশ গ্যালভা লিঃ
৭১।	জনাব জহির উদ্দিন	-	মেসার্স হোসেন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
৭২।	জনাব মোঃ ওমর ফারুক	-	মেসার্স আনোয়ার স্টীল মিলস লিঃ
৭৩।	জনাব এম হক	-	মেসার্স আনোয়ার ক্লথ স্টোর
৭৪।	জনাব এম সালিম সোলায়মান		মেসার্স মসকো ইন্টারন্যাশনাল
৭৫।	জনাব মোসাদ্দেক হোসেন খান	-	মেসার্স শতাব্দী প্রোপার্টিজ অ্যান্ড ডেভেলপারস লিঃ
৭৬।	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	-	মেসার্স শতাব্দী পরিবার লিঃ
৭৭।	জনাব মোঃ বদরুল আলম	-	মেসার্স এম.এম.এস. কর্পোরেশন
৭৮।	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম	-	মেসার্স আব্দুল মোনেম সুগার রিফাইনারী লিঃ
৭৯।	জনাব কে এম এইচ শহীদুল হক	-	মেসার্স দি স্যাভিয়র
৮০।	হাজী আলতাফ হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিঃ
৮১।	মিসেস রেহানা আখতার	-	মেসার্স টি এম এস এস
৮২।	জনাব মোফাজ্জল হোসেন	-	মেসার্স টি এম এস এস
৮৩।	জনাব জাফর ওসমান	-	মেসার্স টিফিনিস ওয়্যার লিঃ

৮৪।	জনাব মেজবাহুল ইসলাম	-	মেসার্স শতাব্দী হাউজিং লিঃ
৮৫।	জনাব শাহনেওয়াজ হোসেন	-	মেসার্স শতাব্দী হাউজিং লিঃ
৮৬।	জনাব মোহাঃ ওসমান গনি	-	মেসার্স হাইপু ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোম্পানী
৮৭।	জনাব কে আতিক ই রাব্বানী এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটাস্ লিঃ
৮৮।	জনাব মারুফুল ইসলাম	-	মেসার্স সি পি বাংলাদেশ লিঃ
৮৯।	জনাব এম এইচ রহমান	-	মেসার্স আরেনকো ট্রেড লিঃ
৯০।	জনাব এস এ কবির	-	মেসার্স আইয়াল কর্পোরেশন
৯১।	জনাব আমাতুর রাজ্জাক	-	মেসার্স শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং
৯২।	জনাব নুরুল আনাম	-	মেসার্স সাইবারবেটস্ লিঃ
৯৩।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
৯৪।	জনাব আফফানুদ্দিন আহমেদ	-	মেসার্স আল নুর গার্মেন্টস্
৯৫।	জনাব ওসমান গনি	-	মেসার্স আগামী প্রকাশনী
৯৬।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ	-	মেসার্স বাংলাদেশ ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড সাপাইয়ার
৯৭।	জনাব খায়ের এম খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজ
৯৮।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৯৯।	মিসেস শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
১০০।	জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
১০১।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং
১০২।	জনাব এম শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
১০৩।	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	-	মেসার্স স্পিনোভেশন লিঃ
১০৪।	জনাব নাসির হোসেন	-	মেসার্স এ মালেক এন্ড কোং
১০৫।	জনাব নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল এ্যান্ড কোঃ
১০৬।	জনাব মোঃ ইফতেখার উদ্দীন		মেসার্স ইন উইন এন্টারপ্রাইজ
১০৭।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমদ খান এন্ড কোঃ
১০৮।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহাবুবা খন্দকার
১০৯।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কনট্রাকটিং কর্পোরেশন
১১০।	জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান	-	মেসার্স হাশেম ফুডস্ লিঃ
১১১।	জনাব মোহাঃ মশিউর রহমান মানিক	-	মেসার্স মানিক এন্টারপ্রাইজ
১১২।	জনাব মুক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
১১৩।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
১১৪।	জনাব সোহেল আর কে হোসেন	-	মেসার্স দি সিটি ব্যাংক লিঃ
১১৫।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব এন্ড এসোসিয়েটস
১১৬।	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ্	-	মেসার্স বিসিবি প্রপার্টিজ লিঃ
১১৭।	জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখন	-	মেসার্স বিসিবি প্রপার্টিজ লিঃ
১১৮।	জনাব আবুল কালাম আজাদ	-	মেসার্স তামান্না লিঃ
১১৯।	জনাব মনির আহমেদ	-	মেসার্স মনির ট্রেডিং কর্পোরেশন
১২০।	জনাব আবেদুর রহমান	-	মেসার্স প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইনান্স লিঃ
১২১।	মিসেস কবিতা বেগম	-	মেসার্স কে বি ইন্টারন্যাশনাল
১২২।	জনাব কে এম এন মনজুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
১২৩।	মেজর এম মোজাম্মেল হোসেন (অবঃ)	-	মেসার্স আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ
১২৪।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
১২৫।	জনাব আফজাল	-	মেসার্স হোসেন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
১২৬।	জনাব এম. এ. রাজ্জাক	-	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ
১২৭।	জনাব আসাদুজ্জামান	-	মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজ
১২৮।	জনাব আনিসুল হক	-	মেসার্স হক ব্রাদার্স

১২৯।	জনাব মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
১৩০।	বাবু প্রাণতোষ চন্দ্র সরকার	-	মেসার্স বিজয় ট্রেডিং কর্পোরেশন
১৩১।	জনাব মোঃ আলী আকবর	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং
১৩২।	জনাব আবু ফরহাদ মজুমদার	-	মেসার্স আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
১৩৩।	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	-	মেসার্স এস এম ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রনিঙ
১৩৪।	জনাব মেজর .... আহমেদ খান	-	মেসার্স মাস্টার বিল্ডার ... লিঃ
১৩৫।	জনাব মোঃ সাহেদ আলী	-	মেসার্স এস এন্ড এস ট্রেডিং
১৩৬।	জনাব মোঃ জহুরুল হক	-	মেসার্স গেলটেক .....লিঃ
১৩৭।	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	-	মেসার্স জাপাটেক লিঃ
১৩৮।	মিসেস নাসরিন আনোয়ার	-	মেসার্স মাহমুদা হ্যান্ডিক্রাপ্ট
১৩৯।	জনাব এম সাদেক আলী	-	মেসার্স সাকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪০।	জনাব এস এম আবু হানিফ	-	মেসার্স সিগমা প্যাসিফিক
১৪১।	জনাব সৈয়দ রানা মুস্তফী	-	মেসার্স মাদারল্যান্ড গ্রুপ
১৪২।	জনাব ইসমাইল মিয়ামি	-	মেসার্স হাবিব হোটেল লিঃ
১৪৩।	জনাব সেলিম জাহাঙ্গীর চিশতী	-	মেসার্স মার্কস ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
১৪৪।	মিসেস রাফিয়া খাতুন	-	মেসার্স হোসেন ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
১৪৫।	জনাব এম হাসান	-	মেসার্স টাইমস্ ট্রেডিং কোঃ
১৪৬।	খন্দকার রাশিদুল হক	-	মেসার্স গেটকো লিমিটেড
১৪৭।	জনাব কামরুল হায়দার	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্লান্ট
১৪৮।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স হাফেজ মনির হোসেন
১৪৯।	জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন	-	মেসার্স ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ
১৫০।	জনাব মাশুক হোসেন	-	মেসার্স মাশুক হোসেন
১৫১।	মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স আদিল ওভারসীজ
১৫২।	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	-	মেসার্স এস এইচ এম ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্রেডিং
১৫৩।	আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল হক	-	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৫৪।	জনাব মোঃ মোস্তফা...	-	মেসার্স এডভান্সড ট্রেডিং
১৫৫।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
১৫৬।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৫৭।	সৈয়দ তৌফিক আলী	-	মেসার্স নিতান
১৫৮।	জনাব আবদুল গাফ্ফার	-	মেসার্স কোহিনুর রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
১৫৯।	জনাব রেজাউল হক	-	মেসার্স হক এন্ড কোম্পানী লিঃ
১৬০।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স রুমনি ট্রেডার্স
১৬১।	জনাব মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স চাঁদ এন্ড সন্স

ঢাকা চেম্বারের সচিব মোস্তফা মহিউদ্দীন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে এবং সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণকে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানান। সকলে আসন গ্রহণের পর পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলওয়াত করেন ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা। অতঃপর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এর সভাপতিত্বে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে চেম্বারের সচিব বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করে শোনান। এ পর্যায়ে তিনি গত এক বছরে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্দ্ধতন সহ সভাপতি জনাব এম রেজা, ঢাকা চেম্বারের ব্র্যান্ডিং, পি আর অ্যান্ড পাবলিকেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সহ আহবায়ক জনাব খালেকুজ্জামান-জামান; ঢাকা চেম্বারের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন এর জৈষ্ঠ্য কন্যা সৈয়দা দিলরুবা আকতার, ঢাকা চেম্বারের উচ্চমান সহকারী জনাব সফিকুর রহমান, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, আই টি সি এর নির্বাহী পরিচালক ড. পেট্রিসিয়া ফ্রান্সিস এর স্বামী, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত জনাব তারেক মাসুদ ও মিশুক মনির, জাপানের ভূমিকম্প ও সুনামিতে নিহত ব্যক্তিবর্গ, ভারতের পশ্চিম বাংলায় হাসপাতালে অগ্নিকান্ডে নিহত ব্যক্তিবর্গ, থাইল্যান্ডের বন্যায় নিহত ব্যক্তিবর্গ এবং তুরস্কের ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা।

আলোচ্যসূচী-১ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে এ কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২ঃ ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন পাঠ করে শোনান। শুরুতে তাঁর বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক ও শিল্পপতিসহ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার পূর্বে তিনি চেম্বার কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদেরকে গভীরভাবে স্মরণ করেন। অতঃপর জনাব আসিফ ইব্রাহীম ২০১১ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানান। ২০১১ সালের চেম্বারের কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার মান উন্নয়নের জন্য চেম্বারের ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা রচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সেই সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে চেম্বার কি করে আরও বেশী অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শ আহ্বান করেন। তিনি গর্বচিত্তে উল্লেখ করেন ডিসিসিআই দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময়ের এ যাত্রা পূর্ণ আস্থা সহকারে অতিক্রম করতে পেরেছে। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা ও দৃঢ়তায় ডিসিসিআই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ডিসিসিআই সভাপতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা চেম্বার সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে এ চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-আংটাড (UNCTAD)/ডব্লিউটিও, জেনেভার পক্ষ থেকে এমএলএস-এসসিএম[পি] বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউট পুরস্কার ২০১০ অর্জন করেছে । এছাড়াও ২০১১ ওয়ার্ল্ড চেম্বার অব কমার্স প্রতিযোগিতায় বেস্ট আনকনভেনশনাল প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সফলতার জন্য ফাইনালিস্ট হিসেবে বাছাইকৃত হয়েছে। জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন যে, এ বছরটি দেশ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ এ বছর অনেক উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, পাশাপাশি জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশকিছু মাইলফলকও অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ (GDP at PPP: source CIA & IMF, ২০১০) এবং ধীরে ধীরে আরও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ডিসিসিআই কর্তৃক একটি কৌশলপত্র ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয় যাতে দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর মৌলিক দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হতে পারে যদি সঠিক নীতিমালা, পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানের দুই অংকের মুদ্রাস্ফীতি, বাড়তি হারে খাদ্য-মূল্যস্ফীতি, শেয়ার বাজারের অচলাবস্থা, উচ্চহারে সরকারি ঋণ গ্রহণ, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা, টাকার অবমূল্যায়ন, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী সমস্যা, ট্রাফিক কনজেশন ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জিং বিষয়। তিনি আরো বলেন, সরকারি ও বেসরকারি খাত উভয় পক্ষই কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। বিপুল জনসংখ্যার ভার এবং সীমিত সম্পদের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জন্য আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭% জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য হবে যদি না রপ্তানি প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও বেসরকারী খাতের গতিশীলতা ধরে রাখা না যায়। জাতীয় গ্রীডে আরও বিদ্যুৎ যোগ করার নিমিত্তে সরকারের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আশা করা যায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আশু উন্নয়ন ঘটবে তবে পরিস্থিতি উন্নয়নে আমাদের আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

ডিসিসিআই সভাপতি আরও উল্লেখ করেন যে, ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাব অনুসারে বেসরকারি খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (পিএসডি) পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে যেখানে ডিসিসিআই সভাপতিকে একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ডিসিসিআই'র আরো একটি সাফল্য হলো ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উদ্বোধন সম্পন্ন করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আইএফসি-বিআইসিএফ এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে ডাটাসফট এর সহযোগিতায় ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করে।

ডিসিসিআই সভাপতি তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনা, সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক নীতিমালা সংস্কারে এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য পিএসডি পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে সহায়তা করা। তিনি আরো বলেন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এবং সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই) যৌথভাবে The Netherlands Trust Fund II (NTF II) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক বিবিএ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ বৎসর ডিসিসিআই এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ডিবিআই কলেজের মাধ্যমে বিবিএ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা। বার্ষিক প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, এ বছর ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ আরও সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে সাক্ষাত করে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আলোচনা করেছেন। এছাড়াও ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, ডায়লগ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়বৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে চেম্বারে আসেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সারা বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

এ ছাড়াও সভাপতি মহোদয় আরও উল্লেখ করেন যে, জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২, ভ্যাট এ্যাক্ট ২০১১, ডাইরেক্ট ট্যাক্স ২০১১ এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এফটিএ টেম্বপ্লেট ইত্যাদি নীতিমালা তৈরীতে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় তাঁর প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন ধরণের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য শেষ করার পূর্বে ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১১ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদেরকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, নব নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ বিশ্ব অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবর্তিত পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং চেম্বারের ভূমিকাকে অক্ষুন্ন রাখবেন। এরপর ডিসিসিআই এর পুনঃ নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে জনাব আসিফ ইব্রাহীম সকলের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে আন্তরিক সাধুবাদ জানান এবং বিগত বৎসরগুলোর মত আগামী বৎসরেও এ চেম্বারের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব খায়ের এম খান, মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজ ঢাকা চেম্বারের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং জনাব আজহার হোসেন তা সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হয়। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ২০১০-১১ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পরিচালক এবং ২০১২ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এম শাহজাহান খান ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালের জন্য নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম ঘোষণা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, জেনারেল শ্রেণী থেকে ১। জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ; ২। জনাব আবুল হোসেন; ৩। জনাব ওসামা তাসীর; ৪। জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দীন (নওশাদ) এবং এসোসিয়েট শ্রেণী থেকে ১। খন্দকার শহীদুল ইসলাম ও ২। জনাব হোসেন এ সিকদার নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আরো জানান যে, টাউন এসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপের কোন প্রার্থী না থাকায় পদ দু'টিতে এ বছর নির্বাচন হয়নি। এ পর্যায়ে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ২০১২ সালের জন্য নির্বাচিত সভাপতি ও ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতির নাম ঘোষণা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০১২ সালের জন্য সভাপতি

পদে জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ নির্বাচিত হয়েছেন। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি ও ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। সুষ্ঠুভাবে এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন কর্মকান্ড পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ ও নিরলস দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান এবং সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ ২০১১ - ২০১২ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

এ আলোচ্যসূচীতে সচিব কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে ২টি আবেদনপত্র পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোম্পানী এবং মেসার্স খান ওয়াহাব সফিক রহমান এন্ড কোম্পানী। সচিব উল্লেখ করেন মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোম্পানী বিগত ২০১০-২০১১ সময়কালীন ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করে আসছে। বিগত বছর এর ন্যায় এ কাসেম এন্ড কোম্পানীকে ৫০,০০০/- টাকা (ভ্যাট ব্যতীত) পারিশ্রমিক ধার্য্য করে ২০১১-২০১২ সালের নিরীক্ষক নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস্ এবং মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড তা সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিশেষে চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোস্তফা মহিউদ্দীন)
সচিব

(আসিফ ইব্রাহীম)
সভাপতি, ডিসিসিআই

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (Minutes of the Extra Ordinary General Meeting)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর ৩২ ধারা মতে গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ইং (০৭ আশ্বিন, ১৪১৯ বাংলা) রোজ শনিবার, বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকায় চেম্বার অডিটরিয়ামে (৬ষ্ঠ তলায়, "ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০) ডিসিসিআই এর এক বিশেষ সাধারণ সভা (Extra Ordinary General Meeting) অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউ এইজ এ্যাপারেল্স লিমিটেড
২।	জনাব খায়ের এম. খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
৩।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৪।	জনাব এ এস এম কাসেম	-	মেসার্স নিউ এইজ ফ্যাশন ওয়ার লিঃ
৫।	জনাব জাফর ওসমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কানেকশন (প্রাঃ) লিঃ
৬।	জনাব এম. শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস. এস. শিপিং এন্ড চার্টারিং লিঃ
৭।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
৮।	মেজর. মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৯।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভিন ট্রেডিং কর্পোরেশন
১০।	জনাব এম. বশির উল্লাহ ভুঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
১১।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন
১২।	জনাব আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	-	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
১৩।	জনাব মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা অ্যান্ড ব্রাদার্স
১৪।	জনাব রমিজউদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সি
১৫।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
১৬।	জনাব এম আবু হোরায়রা	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১৭।	জনাব এস. রুমি সাইফুল্লাহ	-	মেসার্স ভিনসেন্ট কমিউনিকেশন লিঃ
১৮।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
১৯।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন অ্যান্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
২০।	আলহাজ্ব মোহাম্মদ শারফুদ্দিন	-	মেসার্স আদর ইন্টারন্যাশনাল
২১।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স কোহিনূর লেদার প্রোডাক্টস
২২।	জনাব কে. জি. করিম	-	মেসার্স করিম অ্যান্ড সন্স
২৩।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
২৪।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম অ্যান্ড সন্স
২৫।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
২৬।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস. এস. ভিশন লিঃ
২৭।	জনাব প্রদীপ সরকার	-	মেসার্স আই জে বি লাইভ সাপোর্ট এন্টারপ্রাইজ লিঃ
২৮।	জনাব মোঃ শাহীন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
২৯।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স ম্যাকস রিনিউবল এনার্জি কোং লিঃ
৩০।	জনাব এ. ওয়াই. মোঃ কামাল	-	মেসার্স কামাল অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৩১।	জনাব আফতাব উল ইসলাম	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট
৩২।	জনাব মনজুর উর রহমান (রাসকিন)	-	মেসার্স আয়শা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল
৩৩।	জনাব নুরুল ইসলাম মজুমদার (সবুজ)	-	মেসার্স চৌদ্দগ্রাম ট্রেডিং অ্যান্ড মার্কেটিং কোং
৩৪।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুন্স লিমিটেড
৩৫।	জনাব মোঃ বশির উদ্দিন	-	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুটস কোং
৩৬।	জনাব এ কে এম শামসুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ারেস কর্পোরেশন লিঃ
৩৭।	জনাব এম. গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস. এস. ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ

৩৮।	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিঃ
৩৯।	জনাব এম সালিম সোলায়মান	-	মেসার্স মসকো ইন্টারন্যাশনাল
৪০।	জনাব মোঃ আইয়ুব আলী	-	মেসার্স বেঙ্গল ওভারসীজ লিঃ
৪১।	আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দ্বীন মোহাম্মদ
৪২।	জনাব কে. এম. এন. মনজুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
৪৩।	জনাব এম এইচ রহমান	-	মেসার্স আরেনকো ট্রেড লিঃ
৪৪।	জনাব রেজওয়ান-উর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
৪৫।	ব্রি. জেনারেল এম. মফিজুর রহমান (অবঃ)	-	মেসার্স আর অ্যান্ড জি গ্রুপ
৪৬।	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশন
৪৭।	জনাব মোঃ মাসুদ রানা	-	মেসার্স জি. ইউ. এন্টারপ্রাইজ
৪৮।	জনাব মোঃ মশিউর রহমান	-	মেসার্স মানিক এন্টারপ্রাইজ
৪৯।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সিমা প্যাকেজিং এন্ড এক্সেসরীজ
৫০।	জনাব ফকির আবুল কালাম আজাদ	-	মেসার্স কে অ্যান্ড কিউ (বাংলাদেশ) লিঃ
৫১।	জনাব এম. এ. শান্ত	-	মেসার্স সোহেল এন্টারপ্রাইজ
৫২।	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	-	মেসার্স হক ব্রাদার্স (ইন্ডাষ্ট্রিজ) লিঃ
৫৩।	জনাব এস. টি. ইসলাম	-	মেসার্স হক ব্রাদার্স (কার্বাইড) লিঃ
৫৪।	জনাব এম. এ. ওয়াহাব	-	মেসার্স কিংসুক সি.এন.জি. রি-ফুয়েলিং কনজার্ভেশন স্টেশন
৫৫।	জনাব সুমন তালুকদার	-	মেসার্স এস. এস. বিজনেস কর্পোরেশন লিঃ
৫৬।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৫৭।	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম	-	মেসার্স হসপিটাল ফিজিসিয়ান নিউজ নেটওয়ার্ক
৫৮।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার এসোসিয়েট
৫৯।	জনাব এস. এম. জিল্লুর রহমান	-	মেসার্স রহমান ওভারসীজ
৬০।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিঃ
৬১।	জনাব এম. এইচ. চৌধুরী	-	মেসার্স জেলটেক লিঃ
৬২।	জনাব আশরাফুল হক	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট সীট লিঃ
৬৩।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিঃ
৬৪।	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	-	মেসার্স জাপাটেক ক্লিনিং সার্ভিস লিঃ
৬৫।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিয়া	-	মেসার্স মৈত্রী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৬৬।	জনাব কে. এম. এইচ. শহিদুল হক	-	মেসার্স দি সেভিয়র
৬৭।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স আমান নিটিংস লিঃ
৬৮।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	-	মেসার্স এম. এম. রহমান অ্যান্ড কোং
৬৯।	মিস্ রুবাইয়া রুকাইয়া ইসলাম	-	মেসার্স সান চেরী বডিফ্যাশনস মেনুঃ লিঃ
৭০।	জনাব এ. সালিম	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্লান্ট লিঃ
৭১।	জনাব মোঃ মাসুম	-	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিঃ
৭২।	হাজী আলতাফ হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিঃ
৭৩।	জনাব মোঃ শামিম ভূঁইয়া	-	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
৭৪।	জনাব মোঃ মামুন অর রশিদ	-	মেসার্স বায়ো-এস ইন্টারন্যাশনাল
৭৫।	সৈয়দ ইকবাল আহমেদ	-	মেসার্স এ, জি, অটোমোবাইল্স লিঃ
৭৬।	জনাব মোঃ ওয়াজিনুর হোসেন	-	মেসার্স ইন টু ইট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৭৭।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
৭৮।	জনাব মোঃ আলী	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
৭৯।	জনাব এম. সাদেক আলী	-	মেসার্স সাকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৮০।	জনাব তৌহিদুল ইসলাম	-	মেসার্স আর্টিসান হোম বিল্ডার্স লিঃ
৮১।	কাজী আশফুল হক	-	মেসার্স সিঙ্গুলার রিসোর্স লিঃ
৮২।	জনাব এ বি এম নুর হোসেন ভূঁইয়া	-	মেসার্স এপিআইটি সলিশনস লিঃ
৮৩।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
৮৪।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
৮৫।	জনাব রোকোনুজ্জামান	-	মেসার্স ঢাকা অনুবাদ
৮৬।	জনাব আজিজুর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী

৮৭।	খাজা আহমেদ পাটোয়ারী	-	মেসার্স আল-আমিন ট্রেডিং
৮৮।	জনাব আব্দুল কাইয়ুম প্রধান	-	মেসার্স জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড পেপারস লিঃ
৮৯।	জনাব বিকাশ কুসুম বড়ুয়া	-	মেসার্স পূর্বাশা ইন্টারন্যাশনাল
৯০।	জনাব মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স চান্দ অ্যান্ড সন্স
৯১।	জনাব এম. এস. সিদ্দিকি	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৯২।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
৯৩।	মিস্ শাহনাজ পারভিন	-	মেসার্স এস টি এস প্রোডাক্টস
৯৪।	জনাব মোঃ ওমর ফারুক	-	মেসার্স প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফিনান্স লিঃ
৯৫।	জনাব আতিউর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারস
৯৬।	জনাব এ. আলিম	-	মেসার্স এম এস স্টীল লিঃ
৯৭।	জনাব মোঃ ইউসুফ	-	মেসার্স সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কুপ (বিডি) লিঃ
৯৮।	শেখ আলী আকবর	-	মেসার্স এস. এ. ইন্টারন্যাশনাল

ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে এবং সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানান। সকলে আসন গ্রহণের পর পবিত্র কালাম-এ পাক থেকে তেলাওয়াত করেন চেম্বারের ঈমাম ক্বারী হাফেজ মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার। অতঃপর চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সচিব উপস্থিত সকলের অবগতির জন্য বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, আলোচ্যসূচী ও সংশোধনী প্রস্তাবাবলী পাঠ করে শোনান এবং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচ্যসুচিঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন-এ অন্তর্ভূক্তির জন্য নিম্নোক্ত কতিপয় ধারার সংশোধনী প্রস্তাবাবলীর উপর আলোচনা এবং অনুমোদন।

সংশোধনী প্রস্তাবাবলী

Existing Article – 1.

1. "Office Bearer" means the President, the Senior Vice-President, the Vice-President and Members of the Board of Directors.

Proposed Amendment in Article – 1.

1. "Office Bearer" means the President**, the Senior Vice-President and the Vice-President.**

Existing Article - 4(1) a)

General Members a) Any Public Limited Company, Private Limited Company, Industrial Unit, Professional Body, Big Trading and Consultancy Firm, Bank, Insurance Company and any other financial organization shall be eligible to become General Member of the Chamber. The annual membership subscription of a General Member shall be Tk. 6,000/- (Taka six thousand) only.

Proposed Amendment in Article - 4(1) a)

General Members a) Any Public Limited Company, Private Limited Company, Industrial Unit, Professional Body, Big Trading and Consultancy Firm, Bank, Insurance Company and any other financial organization shall be eligible to become General Member of the Chamber. The annual membership subscription of a General Member shall be Tk. **8,000/-** (Taka **eight** thousand) only.

Existing Article - 4(1) b)

Associate Members b) Any Small and Cottage Industrial Unit. New Industrial and Commercial Enterprises and any other small organization who are engaged in Trade and Commerce are entitled to become Associate Members of the Chamber. The annual membership subscription of an Associate Member shall be Tk. 4,000/- (Taka four thousand) only.

Proposed Amendment in Article - 4(1) b)

Associate New Members b) Any Small and Cottage Industrial Unit. Industrial and Commercial Enterprises and any other small organization who are engaged in Trade and Commerce are entitled to become Associate Members of the Chamber. The annual membership subscription of an Associate Member shall be Tk. **5,000/-** (Taka **five** thousand) only.

PROVIDED that those who are members of the Town Associations or Trade Groups are entitled to become Member of the Chamber through their respective Town Associations/ Trade Groups without having to pay the admission fee and on payment of a reduced membership subscription of Tk. 1,000/- (Taka one thousand) only per annum. They will be identified as DELEGATE MEMBERS.

"**PROVIDED that those who are members .... identified as DELEGATE MEMBERS.**" deleted.

Existing Article - 4(1) c)

Town Associations	c)	At places where there is no Chamber of Commerce and Industry, Town Association organized there and licensed under the provision of the Companies Act and Trade Organization Ordinance, to represent the trade and industry of those areas, shall be eligible to become a member of the Chamber. The annual membership subscription of a Town Association shall be Tk. 12,000/- (Taka twelve thousand) only.

Proposed Amendment in Article - 4(1) c)

Town Associations	c)	At places where there is no Chamber of Commerce and Industry, Town Association organized there and licensed under the provision of the Companies Act and Trade Organization Ordinance, to represent the trade and industry of those areas, shall be eligible to become **an Associate member of the Chamber and shall enjoy all the rights, obligations and privileges of an Associate member having one vote. The annual membership subscription of a Town Association shall be Tk. 5,000/- (Taka five thousand) only.**

Existing Article - 4(1) d)

Trade Groups	d)	Groups organized to represent specific Trade or Industry or both licensed under the Trade Organization Ordinance and the Companies Act. shall be Eligible to become members of the Chamber. The annual membership subscription of a Trade Groups shall be Tk. 12,000/- (Taka twelve thousand) only.

Proposed Amendment in Article - 4(1) d)

Trade Groups	d)	Groups organized to represent specific Trade or Industry or both licensed under the Trade Organization Ordinance and the Companies Act. shall be **eligible** to become **an Associate member of the Chamber and shall enjoy all the rights, obligations and privileges of an Associate member having one vote. The annual membership subscription of a Trade Group shall be Tk. 5,000/- (Taka five thousand) only.**

Existing Article -12.(a)

Board of Directors and Election of Office Bearers.	12.(a)	Subject to the Note below clause (c) of this Article, the Board of Directors of the Chamber shall consist of :	
		President	1
		Senior Vice-President	1
		Vice-President	1
		Members	21
		TOTAL	24

Proposed Amendment in Article -12.(a)

Board of Directors and Election of Office Bearers.	12.(a)	Subject to the Note below clause (c) of this Article, the Board of Directors of the Chamber shall consist of :	
		President	1
		Senior Vice-President	1
		Vice-President	1
		Members	**15**
		TOTAL	**18**

Existing Article -12. (cc)

(cc) Town Associations and Trade Groups will elect their representatives to the Board of Directors in the following manner:-

Article -12. (cc) deleted.

Existing Article -12. (cc) (i)

(i) Those who are members of their respective "Town Association" or "Trade Group" as well as members of the Chamber under provision to Sub-Clause (b) of Clause (i) of Article 4 will elect from amongst themselves/belonging to the particular Association or Group, one for every 5 such members on rolls of the respective Association or Group (any Number being less than 5 (five) be omitted) as delegates to be elected on such date and in the manner as may be specified by the Chamber and/or notified in its election programmes.

Article -12. (cc) (i) deleted.

Existing Article -12. (cc) (ii)

(ii) The Delegates from all "Town Association" and "Trade Group" being on the roll of the Chamber shall then elect the representatives of "Town associations" and "Trade Groups" as the case may be, on the Board of Directors the Chamber in the prescribed manner and in accordance with the election programmes as may be published by the Chamber.

Article -12. (cc) (ii) deleted.

Existing Article -12. (cc) (iii)

(iii) The delegates so elected will also be entitled to represent the respective "Town Associations" or "Trade Groups", as the case may be, where such participation would be required and/or as may be allowed under the Articles of Association.

Article -12. (cc) (iii) deleted.

Existing Article -12. (h) 2.

12. (h) 2. If the number of representatives belonging to different classes of members on the Board of Directors is divisible by 3, one-third of the Directors from each of the four classes shall retire on completion of every annual term of office in the Board of Directors.

Proposed Amendment in Article -12. (h) 2.

12. (h) 2. **The tenure of the Directors shall be for three years. One-third of the Directors from each of the two classes of members shall retire upon completion of every annual term of office of the Board of Directors on the basis of seniority.**

Existing Article -15. (a)

15. (a) If any Office-bearer absents himself from three consecutive meetings of the Committee or from all the meetings of the Committee for continuous period of three months which-ever is longer without leave of absence from the Committee, he shall automatically cease to be member of the Committee.

Proposed Amendment in Article -15. (a)

15. (a) If any **Office-bearer and Members of the Board of Directors** absents himself from three consecutive meetings of the Committee or from all the meetings of the Committee for continuous period of three months which-ever is longer without leave of absence from the Committee, he shall automatically cease to be member of the Committee.

Existing Article -16 A. iv)

16 A. iv) The Election Board shall prepare a voters' list comprising of the valid members in each class on the Chamber's Register as well as new members who have been enrolled by the Chamber 120 days prior to the date of Election, and whose subscription for preceding years are not in arrears and who have cleared their subscription before at least 60 days of date of Election. Only those names which have been included in the voters' list shall be entitled to vote or seek election and to nominate or second a candidate for the same. Provided that the names of the delegates of Town Associations and Trade Groups on the Membership Register of the Chamber will be included in the voters' list if communicated to the Chamber Office within the time prescribed by the Election Board.

Proposed Amendment in Article -16 A. iv)

16 A. iv) The Election Board shall prepare a voters' list comprising of the valid members in each class on the Chamber's Register as well as new members who have been enrolled by the Chamber 120 days prior to the date of Election, and whose subscription for preceding years are not in arrears and who have cleared their subscription before at least 60 days of date of Election. Only those names which have been included in the voters' list shall be entitled to vote or seek election and to nominate or second a candidate for the same.

"**Provided that the names ..... Election Board**." deleted.

Existing Article -19. (A)

19. (A) In case of failure of holding the meeting of the Board of Directors as per Article 18, within specified time, one or more than one of the Directors shall request the President in writing to hold Board meeting within seven (7) days, otherwise the Secretary shall be bound to convene Board meeting on written requisition of 8 (eight) Directors (quorum) as per agenda suggested by them.

Proposed Amendment in Article -19. (A)

19. (A) In case of failure of holding the meeting of the Board of Directors as per Article 18, within specified time, one or more than one of the Directors shall request the President in writing to hold Board meeting within seven (7) days, otherwise the Secretary shall be bound to convene Board meeting on written requisition of **6 (six)** Directors (quorum) as per agenda suggested by them.

Existing Article - 27 (xiv)

27(xiv) To ensure all payments on behalf of the Chamber in conformity with the decisions of the Board of Directors and keep an imprest account of Tk. 30,000.00 for expenses within that amount.

Proposed Amendment in Article - 27 (xiv)

27(xiv) To ensure all payments on behalf of the Chamber in conformity with the decisions of the Board of Directors and keep an imprest account of Tk. 50,000.00 for expenses within that amount.

সংশোধনী প্রস্তাবাবলী বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থাপনকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম চেম্বারের আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে প্রস্তাবিত সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দেশের বেসরকারি খাতের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বর্তমানে এ চেম্বার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন একটি অন্যতম ব্যবসায়ী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। একনিষ্ঠভাবে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে সদস্যদের সেবার মান বৃদ্ধি করে দেশের একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। চেম্বারের কর্মকান্ডের পাশাপাশি সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে এ চেম্বার আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়িক সংগঠন হিসেবে উপনীত হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বায়িত বাজারে উদ্যোক্তাদের তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে টিকে থাকতে হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেবামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় চেম্বারের সামগ্রিক কর্মকান্ড ও প্রসারতাও বহুলাংশে বেড়েছে। ফলে অবকাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি চেম্বারের বিভিন্ন ব্যয় ও উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এ চেম্বার SME-দের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এখাতে ভর্তুকি প্রদান সাপেক্ষে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। সর্বোপরি বর্তমানে সেবাখাতের বিভিন্ন উপকরণের মূল্য সবক্ষেত্রে ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সে তুলনায় চেম্বারের আয় বৃদ্ধি পায়নি। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য চেম্বারের একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, একমাত্র সদস্যপদের চাঁদা এবং ভবনের ভাড়া চেম্বারের আয়ের প্রধান উৎস। বর্তমানে চেম্বারকে আরো আধুনিকীকরণ এবং একটি যুগোপযোগী ব্যবসায়ী সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চেম্বার ভবনটি একটি বহুতল ভবনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার উপরে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ চেম্বারের সফল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং দেশে ও বিদেশে চেম্বারের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছে তা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে সদস্যপদের চাঁদার হার বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তিনি আরো বলেন যে, চেম্বারের পরিচালকমণ্ডলীতে সদস্যগণের শ্রেণী ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা আবশ্যক। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪টি শ্রেণীর (জেনারেল শ্রেণী, এসোসিয়েট শ্রেণী, ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এসোসিয়েশন) সদস্য থেকেই শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। যেখানে ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের জটিলতা দেখা দিচ্ছে। কেননা বিভিন্ন বিষয়ে তারা বিদ্যমান বিভিন্ন খাতোয়ারি বাংলাদেশ ভিত্তিক এসোসিয়েশন এর কাছে না যেয়ে চেম্বারের মুখাপেক্ষী থাকেন, এতে চেম্বার ও এসোসিয়েশন এর কাজের সুস্পষ্ট বিভাজন নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। চেম্বার মনে করে ছোট ছোট গ্রুপ বা এসোসিয়েশনের সদস্য থেকে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এসকল বাংলাদেশ ভিত্তিক এসোসিয়েশনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বৃহত্তর এসোসিয়েশনের মাধ্যমেই সরকারের নিকট তুলে ধরতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে টিও রুলস্ ১৯৯৪ এর ১২ ও ১৩ ধারা বলে ঢাকা চেম্বারের আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধন করা আবশ্যক।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর উপরোল্লেখিত সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাবাবলী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ শারফুদ্দিন, মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ এবং তা সমর্থন করেন সর্বজনাব রমিজ উদ্দিন ফকির, মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সি এবং জনাব আলহাজ্ব আবদুস সালাম, মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স। সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাবাবলী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার পর তা আগামী ০১ অক্টোবর, ২০১২ থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ফেরদৌস আরা বেগম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

(আসিফ ইব্রাহীম)
সভাপতি, ডিসিসিআই

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকান্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরতান ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্রবিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। মূলতঃ জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেডক্রস-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারী শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবাই নয়, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরতান ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকান্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষাবিস্তারে অবদানসহ দুস্থ

মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নুরউদ্দিন আহমেদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্বশ্রেণী তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ-এর এ্যাডভাউজরী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও প্রসিদ্ধ মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকান্ডের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম আবুল কাশেম, এফসিএ

মরহুম আবুল কাশেম ছিলেন এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এন্ড কোং প্রতিষ্ঠিত করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধ্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন অন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি এর সদস্য ছিলেন।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার। তিনি দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের অনবদ্য অবদান রাখেন।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার পিছনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করে। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আশীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্রগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকান্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভিক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানব কল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান গত ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীন ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সাল ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। অতঃপর চাকুরি ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্টিং এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙ্গালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিক্‌নির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত ঃ উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিম বক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদনগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগন্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৯৮২-৮৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি এফবিসিসিআই-এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহুর্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং নব্বই-এর দশকে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদিঘী ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেডসহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশাল এ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা এর প্রেসিডেন্ট এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমানে প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময় উপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১১-১২

২০ ডিসেম্বর ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই'র ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
২১ ডিসেম্বর ২০১১	ঃ	নবগঠিত ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৪ ডিসেম্বর ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।
২৮ ডিসেম্বর ২০১১	ঃ	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি. ডিসিসিআই'র নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।
০১ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
০৫ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, পরিচালক জনাব টি আই এম নূরুল কবীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডোমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম উত্তরবঙ্গে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদের নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম আবু হোরায়রা এবং প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা বাংলাদেশে মটর সাইকেল শিল্পের জন্য নীতিমালা ও গবেষণা প্রণয়ন বিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের সভায় অংশগ্রহণ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআই'র গভার্নিং বোর্ডের সভায় যোগদান করেন।
৭ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধিদের নিকট ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে চীনের কাউন্সিল ফর দি প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি)'র ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এবং অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিবিআই নির্বাহী পরিচলক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
৮ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআইতে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে মিট দ্যা প্রেস বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।
৯ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশিপ ২০১২ এর বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১০ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী ইপিবিতে আয়োজিত "এক্সপোর্ট অফ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়েল ফ্রম বাংলাদেশ : ফিউচার প্রসপেক্ট" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
১১ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
১২ জানুয়ারি ২০১২	ঃ	ডিসিসিআইতে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ওয়াসা ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশনের মাষ্টার প্ল্যান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এর চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরীর স্মরণ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জিলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
১৫ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স এর প্রতিনিধি আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন এর নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন।
১৬ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টম হাউসের বৈঠকে যোগদান করেন।
১৭ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের জরুরী বৈঠকে যোগদান করেন।
১৮ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব আন্দালিব হাসান ইপিবিতে আয়োজিত এক্সপোর্ট পলিসি ২০১২-২০১৫ এর সভায় যোগদান করেন।
১৯ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিল্ড এর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আইএসও ২৬০০০ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২১ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই'র ঈদ পুনর্মিলনী ও বনভোজন ২০১২ অনুষ্ঠিত।
২২ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১২ এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
২৩ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১২তম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন খাঁন এর সাথে বিল্ড বিষয়ক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব সৈয়দ হাবিবুর রহমান ডিআইটিএফ ২০১২ এর প্রথম রিভিউ কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
২৪ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স এসোসিয়েশনের সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে শ্রীলংকা ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আবুল হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পুরাতন কাপড় আমদানি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৫ জানুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এর নির্বাহী কমিটির ৮ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম এফবিসিসিআই'র বৈঠকে যোগদান করেন।

২৬ জানুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "রেলওয়ের পুনঃজাগরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে এর ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফজলে কবির এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান কাজী আকরামউদ্দীন আহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গভর্নিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম ওয়ার্কিং কমিটির বিষয়ে শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী এর সাথে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

২৮ জানুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ জানুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (বিবিএ কলেজ) এর এ্যাডহক ম্যানেজমেন্ট কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত চট্রগ্রাম ও বেনাপল বন্দর ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইনটিলেকচুয়্যাল ডে-২০১২ আয়োজন সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআইতে আয়োজিত দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।

২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২ এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়ার সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব মাহাবুব আনাম, টি আই এম নূরুল কবীর, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আবুল হোসেন, ওসামা তাসীর, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, হোসেন এ সিকদার এবং সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিবিআই (বিবিএ কলেজ) এ্যাডহক কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ইমপোর্ট পলিসি ২০১১-২০১২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ বিল্ড-এর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কবৃন্দের পরিচিতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, প্রমোশন ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাই-লেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এইচআরডি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনটেন্ডিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এটিএন নিউজের টক-শোতে অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী ইপিবিতে অনুষ্ঠিত কৃষি পণ্যের রপ্তানির মূল্য নির্ধারণে সমস্যা ও সুযোগ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইমপোর্ট পলিসি অর্ডার ২০১২-২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বিল্ডের ফিনান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেমের নৈশ ভোজ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ উন্নয়নে প্রকাশনা শিল্প ও ব্যবসিক ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী এবং পরিকল্পনা সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ) ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি এবং ইংরেজী দৈনিক "ডেইলী সান" এর সম্পাদক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিএসএল এবং ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল গ্রুপ এর মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে যুক্তরাজ্যের হেলক্রো গ্রুপ লিমিটেড এবং বিএসএল এসোসিয়েট লিমিটেড, ঢাকা-এর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে তুরস্কের স্টিল এক্সপোটার্স এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সমন্বয়কারী করিম দিলবার সাক্ষাৎ করেন।

ঃ এগ্রোবেইজড ট্রেড সার্ভিসেস/কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনির নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "বাংলাদেশে কোম্পানী আইনের পুনঃগঠনের সুবিধা" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি. প্রধান অতিথি এবং বাণিজ্য সচিব জনাব মোহাম্মদ গোলাম হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, সদস্য শামসুন নাহার বিএসসিআইসি কর্তৃক ধামরাই ও কেরানীগঞ্জে জমি বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটি ২০১২ এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রেড সাপোর্ট প্রোগ্রাম বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২	ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, থাইল্যান্ড যৌথভাবে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড বিজনেস ফোরাম এবং বিজনেস ম্যাচিং-এর আয়োজন করে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এনটিএফ-টু প্রকল্পের সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২	ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২	ঃ কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ক বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই-এর প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২	ঃ হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআইতে অনুষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন কমিটির ৩য় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
৪ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ক্যানচেম এবং কানাডার বাংলাদেশস্থ দূতাবাস আয়োজিত বাংলাদেশী পণ্যের বহুমুখীকরণ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা বাংলাদেশ জার্মান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত ইন্সটিটিউশনাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর ফকির বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই এবং ক্যানচেম যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে ব্যবসা উন্নয়নে সুযোগ" বিষয়ক সেমিনার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত।
	ঃ বিল্ড-এর এসএমই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ১ম বৈঠক শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এর সাথে জাইকার প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ বাংলাদেশ সফররত কানাডার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই ঢাকা ক্লাবে নৈশ ভোজের আয়োজন করে।
৬ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশের ভূমি ও রিয়েল এস্টেট খাতের উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন" বিষয়ক সেমিনারে মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এম.পি প্রধান অতিথি এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল হুদা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ পোর্ট, শিপিং, আইসিডি/ইপিজেড, এসইজেড স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৭ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ১১ তম সার্ক ট্রেড ফেয়ার ট্যুরিজম মার্ট-২০১২ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
৮ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১০ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআইতে আয়োজিত কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটিস ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১১ মার্চ ২০১২	ঃ ন্যাশনাল কমিউনিক্যাশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) ইপিবিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ একক বাণিজ্য মেলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৪ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মংলা বন্দর ব্যবহার নিশ্চিতকরন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ইমপোর্ট অর্ডার ২০১২ এর রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৫ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব রেজওয়ান-উর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিনিয়োগ নীতিমালা রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পাট বহুমুখীকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে যোগদান করে।
	ঃ ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ-এর সাথে সেনেগালের রাষ্ট্রদূত মান্যবর আমাদৌ মোস্তফা ডিউফ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব কে এম এন মন্‌জুরুল হক, আবুল হোসেন, হোসেন এ সিকদার এবং অতিরিক্ত সচিব (গবষেণা) ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১৮ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি কাউন্সিল এর ৯ম বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পাবলিক রিলেশন্স, সিএসআর অ্যান্ড কমপ্লাইয়েন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
১৯ মার্চ ২০১২	ঃ প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।
২০ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত শুল্ক কাঠামো বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন হোটেল র‍্যাডিসনে অনুষ্ঠিত ৫ম ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনোমিক ফোরামে যোগদান করেন।

২১ মার্চ ২০১২	ঃ এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই "ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১১" বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়েজিত ১১তম সার্ক ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড ট্যুরিজম মার্ট ২০১২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিবিআইতে ডেভেলপ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ফর মার্কেটিং অফ প্রডাক্টস ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআইতে এমএলএস-এসসিএম(পি) কোর্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২২ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৪ মার্চ ২০১২	ঃ প্রজেক্টস ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনআরবি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই ও এনটিএফ-টু যৌথভাবে ব্রান্ড ডিসকভারি বিষয়ক ২ দিনব্যাপী রাউন্ড টেবিল ডিসিসিআই বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের ডায়গনস্টিক ট্রেড ইনট্রিগ্রেশন স্টাডি মিশনের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২৫ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) ইপিবি কর্তৃক কুয়েতে আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রেড ফেয়ার-২০১২ তে অংশগ্রহণ করেন।
২৭ মার্চ ২০১২	ঃ কক্সবাজারের ওশান প্যারাডাইজ হোটেলে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
২৮ মার্চ ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ইউরোপের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
১ এপ্রিল ২০১২	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ "সার্ক ইন্টিগ্রেশন ঃ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্সপেক্টিভ" বিষয়ক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া, খন্দকার শহীদুল হক এবং মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২ এপ্রিল ২০১২	ঃ ডিসিসিআই এবং কেমিক্যাল অ্যান্ড এলাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ক্যাপেক্সেল), ভারত যৌথভাবে "ক্রেতা-বিক্রেতার বৈঠক" এর আয়োজন করে। এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
৩ এপ্রিল ২০১২	ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব আন্দালিব হাসান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত রপ্তানী নীতি ২০১২-২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজি স্টাডিজ আয়োজিত ২১ শতকে সার্কের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
৪ এপ্রিল ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এফবিসিসিআই আয়োজিত সমুদ্র সীমা বিজয় উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গণ সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন।
	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআই এর গভর্নিং বডির সভায় যোগদান করেন।
৫ এপ্রিল ২০১২	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক বিএসটিআই'র ২৭তম কাউন্সিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, সদস্য শামসুনাহার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিএসসিআইসি শিল্প এলাকার প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ৩য় ডি-৮ সভার প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

৭ এপ্রিল ২০১২ ঃ ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১২ এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাগ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআইতে "ব্রান্ডিং ফর বিজনেস সাকসেস" কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

৮ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এবং এশিয়ান প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন যৌথভাবে আয়োজিত "টোটাল প্রডাক্টিভিটি ফর ইন্ডাস্ট্রি" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১০ এপ্রিল ২০১২ ঃ বাজেট প্রস্তাবনা ২০১২-১৩ এর উপর বিল্ড প্রকল্পের প্রতিনিধি এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এবং যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম কমলাপুরের আইসিডি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কাস্টম অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআইতে "হাউ টু ইস্টাবলিস এ নিউ বিজনেস" কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

১১ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১২ এর ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাগ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম "২০১২ কান্ট্রি প্রোগ্রাম মিশন অফ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেমের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম ডিবিআই বিবিএ কলেজের শিক্ষক নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ঃ প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই'র প্রাক বাজেট সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত শোকেস বাংলাদেশ ২০১২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম ডিবিআই'র ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

১৯ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত এনার্জি সিম্পোজিয়াম ২০১২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন এবং এ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ট্যানারি স্থানান্তর এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন।

২১ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম,

সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার আয়োজিত "এডিআর টু প্রমোট ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট" বিষয়ক ডায়লগে যোগদান করেন।

ঃ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১২ এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, প্রাক্তন পরিচালক সর্বজনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ, আহ্বায়ক জনাব ইফতেখারউদ্দিন আহমদ, এফসিএ, এফসিএমএ এনবিআর আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনায় যোগদান করেন।

২৪ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত হরতাল বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

২৫ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাগ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর অডিট কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশিপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর ২০১২ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম, যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ভিশনারি ইনোভেশন বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাগ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন আইসিসি-বাংলাদেশ এর ১৭তম বার্ষিক কাউন্সিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কদের সমন্বয় বিষয়ক ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এমসিসিআই'র সহযোগিতায় সিপিডি আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রেড পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর দি নেক্সট ডিকেড বিষয়ক ডায়লগে য়োগদান করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এমসিসিআই আয়োজিত খসড়া পিপিপি ল বিষয়ক কনসালটেশন বৈঠকে যোগদান করেন।

২ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৩ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী, যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সাফটা তালিকা প্রস্তুত বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

০৪ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই আয়োজিত সফররত জাপানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত ভোজ সভায় যোগদান করেন।

০৫ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিএসএল এর অডিট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ "বিবিএ কলেজের প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান" অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব কলেজ ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব হোসেন খালেদ, আবুল কাসেম খান, পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর, আহ্বায়ক জনাব আন্দালিব হাসান, সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এবং অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম ডিসিসিআই আয়োজিতব্য "মেগা কনফারেন্স"এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৭ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের কর্মাশিয়াল কাউন্সিলর ও এট্যাচি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), আহ্বায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান এবং সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই'র নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি ইপিবিতে অনুষ্ঠিত মেলা ক্যালেন্ডার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৮ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে এডিবি-এর ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৯ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১২ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম টিসিবি ভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভার্সিফিকেশন, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এগ্রো-বেইজ ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার মান্যবর জনাব আফরাসিয়াব সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, হোসেন এ সিকদার, খাইরুল মজিদ মাহমুদ, কে জি করিম, কে এম এন মনজুরুল হক, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), ওসামা তাসীর এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৩ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ জাতীয় রিভিউ বোর্ড আয়োজিত এক্সপোর্ট অন ট্রান্সফার প্রাইসিং বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বেসিস সভাপতি জনাব মাহবুব জামান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইএফসি এবং ডিএফআইডি আয়োজিত কোম্পাণী অ্যাক্ট বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ রুয়ান্ডার নন-রেসিডেন্সিয়াল রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম নোকুরুনজিয়া সাক্ষাৎ করেন। ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, কে এম এন মনজুরুল হক এবং মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৪ মে ২০১২ ঃ বিল্ড প্রকল্প এবং বিনিয়োগ বোর্ড যৌথভাবে জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ বিনিয়োগ প্রেক্ষিত বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

১৫ মে ২০০২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এমসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটি মাছরাঙ্গা টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশিরউল্ল্যাহ ভুঁইয়া এফবিসিসিআই আয়োজিত ইমপোর্ট পলিসি বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
১৬ মে ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইমপোর্ট পলিসি-২০১২-২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ এগ্রো বেইজ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিবিআই আয়োজিত ইফেকটিভ বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ অ্যান্ড ই-মেইল বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি।
১৭ মে ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, এফবিসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিল্প সহযোগিতা বিষয়ক ডি-৮ মিনিস্টিরিয়াল বৈঠকে যোগদান করেন।
১৯ মে ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন কে "বিজনেস পার্সন অফ দি ইয়ার" হিসেবে ভূষিত হওয়ায় শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, কে জি করিম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) এবং খায়রুল মজিদ মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ক্যাটালিস্ট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা বিসিএস (ট্যাক্স) এসোসিয়েশন আয়োজিত ট্যাক্স বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন ইপিবি আয়োজিত ডব্লিউটিও এবং ডিটিআইএস বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআই'র আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
২১ মে ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে আইএফসি-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলা নিউজ কে বাজেট বিষয়ক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই কনভেনর জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও দোহা রাউন্ড টেবিল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২২ মে ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেমের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই এবং বিএমসিসিআই যৌথভাবে শোকেস বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই এবং রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং রাওয়ালপিন্ডি চেম্বারের সভাপতি জনাব জাওয়াদ আক্তার ভাটি নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৩ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি ২য় 'মেইড ইন পাকিস্তান এক্সিবিশন ২০১২' তে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিশেষ কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কান্ট্রি ব্রান্ডিং, ডিসিসিআই পাবলিক রিলেশন্স কর্পোরেট সোশাল রেসপনাসিবিলিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির কাস্টম হাউস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম চ্যানেল ২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৬ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর "বিজনেস পার্সন অফ দি ইয়ার" এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি ও আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান-এর "লাইফ টাইম এচিভমেন্ট" সম্মাননা পাওয়া উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২৭ মে ২০১২ ঃ ডিবিআই বিবিএ কলেজের ১ম গর্ভনিং বডির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২৯ মে ২০১২ ঃ বিল্ডের ২য় বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি ইকোনোমিক রিসার্চ গ্রুপ আয়োজিত কোম্পানী এ্যাক্ট রিফর্ম বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩০ মে ২০১২ ঃ ভারতীয় (উত্তর-পূর্বাঞ্চল) ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই ঢাকা ক্লাবে নৈশভোজের আয়োজন করে।

৩১ মে ২০১২ ঃ ডিসিসিআইতে "ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যোগাযোগ, অবকাঠামো এবং কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় যোগাযোগ ও রেলপথ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে জাইকার প্রতিনিধি ড. টাকাও টোডা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

০২ জুন ২০১২ ঃ চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।

০৩ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ৩২ সদস্য বাণিজ্য প্রতিনিধিদল চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা ত্যাগ করে। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম উক্ত অনুষ্ঠানের "বিল্ডিং ব্রিজ থ্রো সোসিও-ইকোনোমিক কো-অপরেশন" বিষয়ক আলোচনা সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) এবং ওসামা তাসীর উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

০৪ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যানো প্রযুক্তি ঃ টেকসই উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা" বিয়ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

০৫ জুন ২০১২ ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনটেন্ডিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৬ জুন ২০১২	ঃ ন্যাশনাল কমিউনিক্যাশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
০৭ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আবুল হোসেন, এম আবু হোরায়রা এবং হোসেন এ সিকদার জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ পর্যবেক্ষন করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ধামরাই ও কেরানীগঞ্জে বিএসসিআইসি'র প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
০৮ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআইতে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ এর উপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
০৯ জুন ২০১২	ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) যৌথভাবে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১২ উপলক্ষ্যে "এ্যাক্রেডিটেশন : নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানির নিশ্চয়তা দেয়" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন অ্যান্ড সার্ভিসেস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, সমন্বয়কারী পরিচালক সর্বজনাব কে জি করিম, পরিচালক হোসেন এ সিকদার, এম আবু হোরায়রা, ওসামা তাসীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১০ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১১ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী অর্থমন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত তুরস্ক থেকে এক্সিম ব্যাংকের প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১২ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআইতে বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর অডিট, ফিন্যান্স অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
১৩ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট" বিষয়ক সভায় তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া ডিবিআইতে আয়োজিত "ডেভেলপমেন্ট অন লিডারশিপ স্কিল ফর ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
১৪ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের ইকোনোমিক জোন ডেভেলপারস বিষয়ক সেমিনারে যোগদানের জন্য সিঙ্গাপুর যাত্রা।
	ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ট্রেড অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট-২০১১ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং এনহেন্সমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৬ জুন ২০১২	ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভার্সিফিকেশন, মাল্টি-লেটারেল অ্যান্ড বাই-লেটারেল বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ প্রজেক্টস ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১৮ জুন ২০১২ ঃ প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব হুমায়ুন কবির ইপিবিতে অনুষ্ঠিত প্রাস্তবিত ডি-৮ মিনিস্টিরিয়াল বৈঠকের সময়কালে বাংলাদেশী পণ্য প্রদর্শনীর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব তামান্না সুলতানা, জুনিয়র অফিসার মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান জিআইজেড আয়োজিত ট্রেডস সাসটেইনএ্যাবলিটি অ্যান্ড এক্সপোর্ট পটেনশিয়াল বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১৯ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী এক্সপোর্ট পলিসি ২০১২-১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া ডিবিআই আয়োজিত ইমপোর্ট অ্যান্ড ইনডেন্টিং প্রসিডিউর বিয়ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২১ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিএসটিআই-এর গভর্নিং বডির বৈঠকে যোগদান করেন।

২৩ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই এবং বিল্ড যৌথভাবে "পুনঃরপ্তানি ঃ বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা" বিয়ষক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ মজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিবিআইতে "ইউনিফরম কাস্টমস্ অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট (ইউসিপিডিসি)" শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২৪ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ জুন ২০১২ ঃ বিল্ড প্রকল্পের সিইও ফেরদৌস আরা বেগম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিল্ড প্রকল্পের সাথে পিসিইউ ও আইএফসিএ এর সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব গোলাম হোসেন এফবিসিসিআই আয়োজিত এসোসিয়েশন ও চেম্বারসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র জরুরী সভায় যোগদান করেন।

২৭ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই বিজনেস এওয়ার্ড কমিটি-২০১২ এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বিল্ড প্রকল্পের বোর্ড সভায় বিল্ড চেয়ারম্যান জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপত্বি করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিএসটিআই এবং বিআইএস (ভারত) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তির খসড়া প্রস্তুতকরন সভায় যোগদান করেন।

২৮ জুন ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এবং যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) হুমায়ুন কবির ফকির ঢাকা কাস্টম হাউস অটোমেশন সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩০ জুন ২০১২ ঃ এফডিআই, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

২ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাকনিক্যাল এসিস্টেন্ট সেন্টারের গভর্নিং বডির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক আয়োজিত "প্রতিযোগিতামূলক আইন" বিষয়ক সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৩ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ আইসিসি-বাংলাদেশ এবং ব্র্যাক ব্যাংক আয়োজিত এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়োজিত ৮১তম ইজমির ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার বিয়ষক সভায় যোগদান করেন।

৪ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী এবং যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত ভূটানে শুল্ক মুক্ত বাংলাদেশী পণ্যের তালিকা প্রণয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এএসএম মহিউদ্দীন মোনেম প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড আয়োজিত ন্যাশনালাইজড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্শিয়াল হাউজিং বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত এসএমই ক্লাস্টার ম্যাপিং সার্ভে বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত রপ্তানি টার্গেট ২০১২-১৩ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৯ জুলাই২০১২ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-জর্দান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআইতে পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত রুল অফ কোম্পানী সেক্রেটারি বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১১ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেন্ট্রাল এনফোর্সমেন্ট মনিটরিং কমিটির ২য় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

১২ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিল্ড প্রজেক্ট কর্তৃক বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআইতে তৈরী পোষাক খাতের স্টেক হোল্ডারদের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি সর্বজনাব আসিফ ইব্রাহীম, পরিচালক জনাব ওসামা তাসীর, ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির, বিল্ডের সিইও ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া গ্রোথ কনফারেন্সে যোগদান করেন।

ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১৬ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব টি আই এম নূরুল কবীর শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের আইসিটি টাস্ক ফোর্স বিষয়ক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৭ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১৮ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই, বিল্ড এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন যৌথভাবে "ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেক্টরি"-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারজাতকরণ এবং ডিলার নিয়োগ বিষয়ক জাতীয় কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৯ জুলাই ২০১২ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২, ডিসিসিআই পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২ এবং প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ জাইকা প্রিপারেটরি স্টাডি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ জুলাই ২০১২ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিশেষ কমিটির ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২৪ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ট্রেড ফেসিলিটেশন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

২৫ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ওয়াসার বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পাবলিক সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২য় বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিতব্য মেগা ইভেন্টের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআইতে "বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক ঃ সম্ভাবনার দিগন্ত" বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ড্যান ডব্লিউ মজিনা অনুষ্ঠানে গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জুলাই ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

১ আগস্ট ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২ আগস্ট ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে "দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে।

৪ আগস্ট ২০১২ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মোজেনা, রাশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার এ নিকোলোভ, চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত লী জুন, ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৫ আগস্ট ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ডিআইটিএফ ২০১২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই মেগা ইভেন্ট ২০১২ বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
৭ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
৮ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ফিশারিজ প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের ১২তম নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই উপসচিব জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ ইপিবিতে বাংলাদেশ সিঙ্গেল কান্ট্রি ট্রেড এক্সিবিশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৯ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
১১ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম এগ্রো প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন।
১২ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৩ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আইএফসি'র ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী সহ-সভাপতির সংবর্ধনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
১৪ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পাবলিক রিলেশন্স, কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড কম্পাইলেন্স ইস্যুস-২০১২ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে অনুষ্ঠিত খাস জমি বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৫ আগস্ট ২০১২	ঃ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২ এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই মেগা ইভেন্টের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।
২৭ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব কমার্স, লুক্সেমবার্গ এর সভাপতি রয় সুহাস সাক্ষাৎ করেন।
২৮ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব হুমায়ুন কবির ফকির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এজেন্সী ফর এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এবং ইপিবি, ইন্দোনেশিয়া-এর মধ্যকার সমঝোতা স্বারক চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৯ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান, ইপিবিতে অনুষ্ঠিত চায়না ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ফেয়ার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩০ আগস্ট ২০১২	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব টি আই এম নূরুল কবীর শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ দেশগুলোর আইসিটি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ওয়াসার বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
১ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর ইস্যুস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই নতুন পে-স্কেল রিভিউ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ প্রজেক্টস্ ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী এবং নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাথে বীরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক টিআইএম নূরুল কবীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের তথ্য-প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ মিনিস্টিরিয়াল বৈঠকের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (গবেষণা) হুমায়ুন কবীর ফকির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ইউ জিএসপি সুবিধা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ মিনিস্টিরিয়াল বৈঠক উপলক্ষ্যে বেসরকারি খাতের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ নরডিক এগ্রিকালচার, একুওয়াটিক অ্যান্ড ফুড টেক বিষয়ক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি মঞ্জুর-উর রহমান (রাসকিন) শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, কনফরমিটি এসেসমেন্ট, এক্রিডিটিশন অ্যান্ড মেট্রোলজি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী এবং যুগ্ম সচিব (গবেষণা) হুমায়ুন কবির ফকির ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত রুলস অফ অরিজিন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ইপিবিতে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দের পদোন্নতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পে-স্কেল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক টিআইএম নূরুল কবীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের তথ্য-প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সার্ক ট্রেড ফেয়ার ট্যুরিজম মার্ট-২০১২ এর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব আন্দালিব হাসান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইউ প্রোগ্রামিং বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর ইস্যুস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস্, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত জেট মিরজাল জইনুদ্দিন-এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিটি পলিসি বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ জাতীয় আয়কর দিবস-২০১২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এবং সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ বিকেএমই'র নির্বাচনে পোলিং অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ইপিবি-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ইনকাম ট্যাক্স ফেয়ার - ২০১২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিল্ড আয়োজিত মিডিয়া পরিচিতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্স এক্সপো-২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক এম এস সিদ্দিকী ইপিবিতে অনুষ্ঠিত হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে বিদ্যমান ভর্তুকি বন্ধ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেম আয়োজিত গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, অতিরিক্তি সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন এবং যুগ্ম সচিব (গবেষণা) হুমায়ুন কবির শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই মেগা ইভেন্টের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক শোয়েব চৌধুরী এগ্রো প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সেলের ১ম সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
২০ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	কন্সটিটিউশন, এস্টাবলিস্টমেন্ট অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
২২ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই'র বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিবিআই গভার্নিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআইতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট এবং ভ্যাট পেমেন্ট সিস্টেম বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১২ মুদ্রণ বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২ অক্টোবর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩ অক্টোবর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত এফবিসিসিআই ও জাপানের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "বেটার ওয়ার্ক অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম" বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।
৬ অক্টোবর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন -২০১২ মুদ্রণ বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
৭ অক্টোবর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং আহ্বায়ক জনাব ফাখরুদ্দিন আহমদ, এফসিএ, এফবিসিসিআই আয়োজিত "ড্রাফট ডাইরেক্ট ট্যাক্স ল-২০১২" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেলারুশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার দুধ ও মাংস রপ্তানি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেলারুশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার লিজিং সার্ভিস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেলারুশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার খনি, নির্মাণ যন্ত্রপাতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইআইএফ মিড-টার্ম রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

৮ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ওয়াকিং গ্রুপ অব ডি-৮ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপরেশন-২০১২ এর ৭ম বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই, বিল্ড এবং ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড যৌথভাবে "এসএমই-ক্যাটালিস্ট অফ ডি-৮ ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া এবং আহ্বায়ক এম এস সিদ্দিকী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেলারুশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার কৃষিজাত দ্রব্য বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৯ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই এবং বেলারুশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ডি-৮ টাস্কফোর্সের আইটিসি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডি-৮ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিদেশী প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত মি দ্যা পিপল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৪ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-২০১২ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৫ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ধর্ম মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি আয়োজিত ইআইএ রিপোর্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১৬ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই এবং চীনের জিলিম প্রদেশের চাইনিজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং চাইনিজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি বি সেংজু নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১২ মুদ্রণ বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২০ অক্টোবর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট আয়োজিত "বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের পুনঃগঠনের গুরুত্ব" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

১ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা এমএমই খাতের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

৩ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই মেগা ইভেন্ট বিষয়ক সাব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

৪ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিয়াক এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেমের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাসের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৫ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা চামড়া সংগ্রহ ও বিপনন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস আয়োজিত ইলেকশন গালা ওপেন হাউসে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক এম এস সিদ্দিকী ট্যারিফ কমিশনের সভায় যোগদান করেন।

৮ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সভায় যোগদান করেন।

১০ নভেম্বর ২০১২ ঃ বিল্ড এর প্রথম বছর পূতি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি প্রধান অতিথি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ মোঃ ওয়াহিদু-উজ-জ্জামান এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি ও বিল্ড চেয়ারম্যান জনাব আসিফ ইব্রাহীম, এমসিসিআই সহ-সভাপতি মিসেস নিহাদ কবীর, এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব খোরশেদ আলম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১১ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেমের নৈশ ভোজ সভায় যোগদান করেন

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলা পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বেলারুশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে এফবিসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এবং মিন্সক ডিপার্টমেন্ট অফ দি বেলারুশ চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যকার সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং মিন্সক ডিপার্টমেন্ট অফ দি বেলারুশ চেম্বার অফ কমার্সের ডিরেক্টর জেনারেল জনাব আলেকজান্ডার ফেডরচুক নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১৩ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম জার্মান দূতাবাসের নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাজরি বোর্ডের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এর সহযোগিতায় "বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিনিধিত্বে উন্নত ব্যবস্থাপনায় বিনিময়" বিষয়ক দুদিনব্যাপী ট্রেনিং ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) এর সিইও ডঃ মোঃ মুজিবুর রহমান এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ফিলিপাইন দূতাবাসের কমার্শিয়াল এটাচি ভিকেল এঞ্জেলো ডি রোরিং সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধূরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ নভেম্বর ২০১২ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি কোরিয়ার জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ কোরিয়ান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৭ নভেম্বর ২০১২ ঃ এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএ্যাবল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি ইপিবিতে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট দ্রব্য রপ্তানি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৯ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেম আয়োজিত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এবং যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর পিপিপি গ্লোবাল ইনভেস্টমেনট ফোরাম ঃ বাংলাদেশ ২০১২ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
২০ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১০ তম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১১ তম সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১২ এর জুরি বোর্ডের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৭ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম টেক্সবাংলা-২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন আয়োজিত বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
২৯ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত।
৩০ নভেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম এমসিসিআই'র বার্ষিক নৈশভোজে যোগদান করেন।
৫ ডিসেম্বর ২০১২	ঃ	ডিসিসিআই, বিল্ড, ক্যাটালিস্ট, বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত 'পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস' শীর্ষক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (বাম থেকে তৃতীয়), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (ডানে) এবং মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. দিপু মনি (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, বিল্ড, ক্যাটালিস্ট এবং বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের (বাম থেকে দ্বিতীয়), এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, বিল্ড, ক্যাটালিস্ট এবং বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (বাম থেকে চতুর্থ), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (ডানে), মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. দিপু মনি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. দিপু মনি। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড. উরস হ্যারেন। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিবি প্রডাকশন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা বিবি রাসেল (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ এহসান খসরু (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান মোঃ গোলাম হোসেন (মাঝে)। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ মুজিবুর রহমান (ডানে), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব সাহাব উল্ল্যাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর প্রতিনিধি রবার্ট স্কিডমোর (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন সঞ্চালন করছেন আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ)। ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু (বাম থেকে চতুর্থ), ওয়াজেদ কনসালটিং ইনকর্পোরেশন-এর সভাপতি জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় (ডান থেকে তৃতীয়), ইলেন্স ইনকর্পোরেশন-এর সহ-সভাপতি জে ওলসেন (ডানে), বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত গারবেন ডি জং (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইয়াংওয়ান কর্পোরেনশন-এর চেয়ারম্যান কিহাক সুং (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এইচ অ্যান্ড এম-এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ডেভিড স্যাভম্যান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন ওয়াজেদ কনসালটিং ইনকর্পোরেশন-এর সভাপতি জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন ক্যাটালিস্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর জনাব দিলীপ কুমার দাস। ৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ক্যাটালিস্টের মহাব্যাবস্থাপক গাজ এবেক (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সুইসকন্টাক্ট-এর আঞ্চলিক পরিচালক মানিস পান্ডে (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন সিপিডি-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ মুজিবুর রহমান (বামে), বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন সঞ্চালন করছেন পিপিআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (মাঝে)।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন সিবিআই-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডিক ডি ম্যান (ডান থেকে তৃতীয়)। ৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে কিউবিট আর্টিটেস্ট এর ট্রাস্ট্রি রিচার্ড সাইক্স (ডান থেকে চতুর্থ), জিপিআইটি-এর সিইও জনাব রায়হান শামসী (বাম থেকে চতুর্থ), ওডেক্স-এর সহ-সভাপতি ম্যাট কুপার (বামে) কে দেখা

ডিসিসিআই, বিল্ড, ক্যাটালিস্ট এবং বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে আগত বিদেশী অতিথিদের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সে আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বেসিস-এর সভাপতি জনাব ফাহিম মাসরুর (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি (নির্বাচিত) জনাব এম সবুর খান (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিচালক জনাব তানজিল চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), বিল্ড-এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে তৃতীয়), ক্যাটালিস্টের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ফরিদা হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই কনসালটেন্ট বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম মফিজুর রহমান, পিএসি (অবঃ) (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্স উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়)। ৩ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচলক জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ এহসান খসরু (ডান থেকে তৃতীয়), বেসিস এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), ক্যাটালিস্টের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ফরিদা হোসেন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন বক্তব্য রাখছেন ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান কিহাক সুং।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব সাহাব উল্ল্যাহ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর চিফ অফ সেক্টর কম্পিটিটিভনেস রবার্ট স্কিডমোর।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন কিউবিট আর্টিটেস্ট এর ট্রাস্ট্রি রিচার্ড সাইক্স।

"পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন বক্তব্য রাখছেন এইচ অ্যান্ড এম-এর রিজিওন্যাল ম্যানেজার ডেভিড স্যাভম্যান।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বসা ডানে) এবং মিংস্নক ডিপার্টমেন্ট অফ দি বেলারুশিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল আলেক্সজেন্ডার ফেডরচুক (বসা বামে) সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন। ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বেলারুশের প্রধানমন্ত্রী জনাব মিখাইল মিয়াসনিকোভিচ (বাম থেকে তৃতীয়), মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি. (বাম থেকে চতুর্থ), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (ডান থেকে চতুর্থ), এফবিসিসিআই প্রথম সহ-সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মিংস্নক ডিপার্টমেন্ট অফ দি বেলারুশিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল জনাব আলেক্সজেন্ডার ফেডরচুক (বাম থেকে দ্বিতীয়) সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন। ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বেলারুশের প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিয়াসনিকোভিচ (বামে), মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি. (বাম থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই প্রথম সহ-সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) এবং বেলারুশের প্রধানমন্ত্রী জনাব মিখাইল মিয়াসনিকোভিচ (বামে) এর সাথে করমর্দন করছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর ১ম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়)। ১০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম. পি. (ডান থেকে তৃতীয়), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ মোহাঃ ওয়াহিদুজ্জামান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডানে), এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব খোরশেদ আলম (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব খোরশেদ আলম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডান থেকে চুতর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর নিউজ লেটারের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ মোহাঃ ওয়াহিদুজ্জামান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব খোরশেদ আলম (বামে), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডানে) এবং বিল্ড সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম। ১০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে তৃতীয়), ইরানের শিল্প, খনি এবং বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহাদী গাজানফারি, তুরস্কের বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব ডাভুট কাভরানোগুলো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব রাজা মোহাম্মদ এবং ডি-৮ এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. উইদি প্রাতিকটো কে দেখা যাচ্ছে।

ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। ১০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইরানের শিল্প, খনি এবং বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহাদী গাজানফারি, তরস্কের বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব ডাভুট কাভরানোগুলো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব রাজা মোহাম্মদ এবং ডি-৮ এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. ইউডি প্রাতিকটো কে দেখা যাচ্ছে।

ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে ডিসিসিআই'র মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, (বাম থেকে চতুর্থ) মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে চতুর্থ), আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বামে), ইরানের শিল্প, খনি এবং বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহাদী গাজানফারি, তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ডাভুট কাভরানোগুলো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব রাজা মোহাম্মদ এবং ডি-৮ এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. ইউদি প্রাতিকটো কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই, বিল্ড এবং ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড যৌথভাবে আয়োজিত "এসএমইঃ ডি-৮ অর্থনীতির চালিকাশক্তি" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম। ৮ অক্টোবর, ২০১২ তারিখের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে তৃতীয়), ডি-৮ এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. ইউদি প্রাতিকটো (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শাহ আলম সারওয়ার (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টর নির্বাহী পরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী (বামে), বিল্ডের সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডি-৮ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর শিল্প সহযোগিতা বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সপ্তম সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন। ৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডি-৮ এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. ইউদি প্রাতিকটো ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে বক্তব্য রাখছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের (ডান থেকে ষষ্ঠ) নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়ার (ডান থেকে সপ্তম) সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে শিল্প সচিব জনাব কে এইচ এম মাসুদ সিদ্দিকী (ডান থেকে অষ্টম) এবং ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে অষ্টম) মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি (ডান থেকে নবম) কে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন। ৮ মার্চ ২০১২ তারিখের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দশম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

১৯ মার্চ ২০১২ তারিখে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ইউএন-এসক্যাপের বিজনেস এ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের তৃতীয় সেশনের ছবিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (দাঁড়ানো, বাম থেকে সপ্তম), ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বসা, বাম থেকে পঞ্চম), তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রোকেয়া আফজাল রহমান (বসা, বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক ঃ সম্ভাবনার দিগন্ত" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ড্যান ডব্লিউ মজিনা (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), এ্যামচেমের সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বামে) এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজীর আহমেদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত "রেলওয়ের পুনঃজাগরণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে এর ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ), রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফজলে কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান কাজী আকরামউদ্দীন আহম্মদ (বাম থেকে পঞ্চম), যোগাযোগ ও পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ এবং ইউএন-এসকাপ এর সাবেক পরিচালক ডঃ এম রহমতউল্ল্যাহ (ডানে), ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা (বাম থেকে তৃতীয়), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাহাবুব আনাম (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত "ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে যোগাযোগ, অবকাঠামো এবং কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থার ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩১ মে, ২০১২ তারিখের অনুষ্ঠানে ছবিতে মাননীয় যোগাযোগ ও রেলপথ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা)'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. টাকাও টোডা (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান (ডানে) এবং ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ উন্নয়নে প্রকাশনা শিল্প ও ব্যবসিক ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে পরিকল্পনা সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ) ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন (ডানে), দি ডেইলি সান-এর সম্পাদক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালক জনাব ওসমান গনি (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশের ভূমি ও রিয়েল এস্টেট খাতের উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এম.পি (ডান থেকে তৃতীয়)। ৬ মার্চ ২০১২ তারিখে আয়োজিত সেমিনারের ছবিতে ডিসিসিআই জনাব সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল হুদা (ডানে), রিহ্যাবের সভাপতি ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নসরুল হামিদ, এম.পি, (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে) এবং পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত "ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১১" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে তৃতীয়)। ২১ মার্চ ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বামে), জনাব এম আবু হোরায়রা (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাশে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট এ বি এম হামিদুল মিসবাহ (ডানে) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের উপ-সচিব (পরিচালক-৩, ডব্লিটিও) শরিফা খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, থাইল্যান্ড যৌথভাবে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড বিজনেস ফোরাম এবং বিজনেস ম্যাচিং অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিটিসিসিআই) এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), থাইল্যান্ড-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল (টিবিসিসি)'র সভাপতি মিংপ্যান্ট চায়া (ডানে), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে) এবং থাইল্যান্ডের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পিরামুল চেরানোপল (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং ক্যাপেক্সেল যৌথভাবে আয়োজিত "ক্রেতা-বিক্রেতা মতবিনিময়" সভায় বক্তব্য রাখছেন এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বামে) এবং ক্যাপেক্সেল, ভারত এর প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব সি আর ভট্টাচার্য (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) যৌথভাবে ২২ মে, ২০১২ তারিখে "শোকেস বাংলাদেশ" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়)। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে তৃতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোজ কুমার রায় (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), বিএমসিসিআই'র সভাপতি সৈয়দ নূরুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বিএমসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই এবং বিল্ড যৌথভাবে "পুনঃরপ্তানী ঃ বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখাছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৩ জুন ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মজিবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব ওসামা তাসীর (বামে), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শুভাশীষ বোস (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী (ডানে) দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়)। ১০ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন-এর চেয়ারম্যান ড. মোঃ মজিবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং বিল্ড যৌথভাবে ৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়োজিত "ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেক্টরি" এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মুহাম্মদ কাদের, এম.পি (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মুজিবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরীর স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে)। ১৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব এ কে আজদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই-এর সভাপতি মেজর জেনারেল আমজাদ খান চৌধুরী (অবঃ) (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

"ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশন অ্যান্ড ভ্যাট রিটার্ন" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে)। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর সদস্য (কাস্টমস, ভ্যাট) জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়), এনবিআর সদস্য (ট্যাক্স এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড মনিটরিং) জনাব এম এ কাদের সরকার (ডানে), এনবিআর প্রাক্তন সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

"বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১২" উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন: নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানির নিশ্চয়তা দেয়" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে)। ৯ জুন ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে চতুর্থ), শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম (বাম থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই পরিচালক জনাব আব্দুল হক (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ (বামে) এবং বিএবি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মঈনুদ্দিন মিয়াজী (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই এবং ক্যানচেম যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে ব্যবসা উন্নয়নে সুযোগ" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ)। ৫ মার্চ ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই'র সভাপতি মেজর জেনারেল আমজাদ খান চৌধুরী (অবঃ) (বাম থেকে দ্বিতীয়), এ্যামচেম-এর সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম (ডানে), কানাডার সেসক্যাচুয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব স্টিভ ম্যাকলেলান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

উত্তর ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই'র নৈশভোজ সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩০ মে, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), আসামের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক মন্ত্রী জনাব গৌতম রয় (ডান থেকে দ্বিতীয়), অরুনাচল প্রদেশের শিল্পমন্ত্রী জনাব তাপাং তালোহ (বাম থেকে তৃতীয়), ত্রিপুরা প্রদেশের মন্ত্রী জনাব জিতেন্দ্র চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ) এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) তে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, বিল্ড এবং পিপিআরসি যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রকৃতি" বিষয়ক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ)। ৪ জুলাই ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বামে) এবং পিপিআরসি'র নগর গবেষণার সদস্য প্রফেসর এম এ তসলিম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ১২ জুন, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব বেনজীর আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া (ডানে) এবং এম আবু হোরায়রা (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে "প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন"-এ বক্তব্য রাখছেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), কে এম এন মনজুরুল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এম আবু হোরায়রা (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) "মিট দ্যা প্রেস" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ওসমান গনি (বাম থেকে দ্বিতীয়), খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডানে), এম আবু হোরায়রা (বামে), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই-এর নবনির্বাচিত সভাপতি, পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহ্বায়কদের সমন্বয় বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ)। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (ডান থেকে দ্বিতীয়), মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে পঞ্চম), এ এস এম কাসেম (বাম থেকে পঞ্চম), আর মাকসুদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), এম এইচ রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), বেনজীর আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং হোসেন খালেদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে), "বাংলাদেশ সুপার মার্কেট এসোসিয়েশনের ১০ বছর পূর্তি" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ সুপার মার্কেট এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব নিয়াজ রহিম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এইচ রহমান (ডানে) বিবিএ এ্যাডহক কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন। ৭ ফেব্রুয়রি ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজীর অহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বাম থেকে তৃতীয়), টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন (ডান থেকে চতুর্থ) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), মালদ্বীপের পর্যটন, শিল্পকলা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আহমেদ আদহিব আব্দুল গাফুর (ডান থেকে তৃতীয়), অর্থনীতি উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল আমিন (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত মালাদ্বীপের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আহমেদ সারির (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (ডানে) কে ৩১ মার্চ ২০১২ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং বীরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নেপাল এর মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়)। ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বীরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি জনাব অশোক কুমার আগরওয়াল (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং বেলারুশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ভারত ও শ্রীলংকায় নিযুক্ত বেলারুশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ভিটালি প্রিমা (ডান থেকে তৃতীয়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (ইউরোপ) জনাব এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই পরিচালক জনাব কে জি করিম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে ২ আগষ্ট ২০১২ তারিখে আয়োজিত "দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়)। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সিজেডএম-এর সিইও ড. মোঃ আইয়ুব মিয়া (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) প্রাক্তন পরিচালক জনাব আর আই খান, এফসিএ (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আফরাসিয়াব (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১২ মে ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বাম থেকে চতুর্থ), কে জি করিম (বাম থেকে তৃতীয়), ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (ডান থেকে চতুর্থ), এম আবু হোরায়রা (ডান থেকে তৃতীয়), কে এম এন মনজুরুল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব জাভেদ আকতার (বাম থেকে পঞ্চম) সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন। ২২ মে, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (ডান থেকে চতুর্থ), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম) এবং সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়) সেনেগালের রাষ্ট্রদূত মান্যবর আমাদৌ মোস্তফা ডিউফ (ডান থেকে চতুর্থ) কে ডিসিসিআই'র প্রকাশনা "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" শীর্ষক গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ১৯ মার্চ ২০১২ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), কে এম মনজুরুল হক(বাম থেকে চতুর্থ) পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে), আবুল হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সিইও বিল্ড ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১১তম সার্ক ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড ট্যুরিজম মার্ট ২০১২ উপলক্ষে ১ এপ্রিল ২০১২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "সার্ক ইন্টিগ্রেশন ঃ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্সপেক্টিভ" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে)। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী (বামে) এবং সহ-আহ্বায়ক জনাব সেলিম এ খান (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়) ২৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত "লাগাতার হরতালের উদ্ভুত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে), মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি. (ডান থেকে পঞ্চম) কে সপ্তম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফটোসেশনে কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) ৫ জুন ২০১২ তারিখে চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত "চীন ও দক্ষিন এশিয়ার মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক" বিষয়ক প্যারালাল সেশনে বক্তব্য রাখছেন।

চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রনে সপ্তম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম এবং ৫ম সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ ট্রেড ফেয়ার ২০১২-এ অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দে সাথে ঢাকা চেম্বাররের সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বাম থেকে চতুর্থ) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

সপ্তম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-২০১২ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) এবং অন্যান্য চেম্বারের নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী (ডানে), খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডান থেকে তৃতীয়), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বামে), ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন পরিচালক মাসুক হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়) কে সপ্তম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বামে) এবং এফবিসিসিআই প্রথম সহ-সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডানে) কে সন্তম চায়না সাউথ এশিয়ার বিজনেস ফোরাম ২০১২ এ আলোচনারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং চাইনিজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি বি সেংজু (বাম থেকে তৃতীয়) নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন। ১৬ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া (বাম থেকে চতুর্থ), ওসমান গনি (ডানে) এবং এম আবু হোরায়রা (ডান থেকে তৃতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ) "ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড-২০১২-১৩" এর মোড়ক উন্মোচন করছেন। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব মঞ্জুরুর রহমান (রাসকিন) (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন পরিচালক দাতা জনাব মাগফুর (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে দ্বিতীয়), অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মজিবুর রহামন (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বাম থেকে দ্বিতীয়), এম আবু হোরায়রা (ডানে), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়) কে ১৯ মে, ২০১২ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"১২তম বাংলাদেশ বিজনেস এওয়ার্ড" এর আওতায় "বিজনেস পার্সন অফ দি ইয়ার" পদকে ভূষিত হওয়ায় ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন কে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম। ২৬ মে, ২০১২ তারিখে আয়োজিত ছবিতে প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

"১২তম বাংলাদেশ বিজনেস এওয়ার্ড" এর আওতায় "লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড" পদকে ভূষিত হওয়ায় আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান কে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম। ২৬ মে, ২০১২ তারিখে ছবিতে প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন এবং আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান এর "১২তম বাংলাদেশ বিজনেস এওয়ার্ড এর আওতায় যথাক্রমে 'বিজনেস পার্সন অব দি ইয়ার' ও 'লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড' পদকে ভূষিত হওয়ায় ২৬ মে, ২০১২ তারিখে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব আর মাকসুদ খান ও এম এ মোমেন কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ডিসিসিআই নতুন মেম্মারশীপ সার্টিফিকেট প্রদান করছেন। ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব এএসএম কাসেম (বামে) এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বামে), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ডিসিসিআই নতুন মেম্মারশীপ সার্টিফিকেট প্রদান করছেন। ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বামে), প্রাক্তন সভাপতি জনাব এএসএম কাসেম (বাম থেকে তৃতীয়) কে ডিসিসিআই নতুন মেম্মারশীপ সার্টিফিকেট প্রদান করছেন। ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বামে) ডিসিসিআই'র পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন। ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই বিসনেজ ইনস্‌টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক ২০ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়োজিত "মডিউলার লার্ণিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এম এল এস এস সি এম(পি))" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বসা বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বাম থেকে চতুর্থ), অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব আশীষ কুমার পাল (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্‌টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক আয়োজিত ''রুলস্ অ্যান্ড প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স" শীর্ষক কর্মশালার সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ)। ১৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব মাহাবুব আনাম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে চতুর্থ), অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব আশীষ কুমার পাল (ডান থেকে তৃতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিনিধিত্বে উন্নত ব্যবস্থাপনায় বিনিময়" বিষয়ক দু'দিনব্যাপী ট্রেনিং ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) এর সিইও ড. মোঃ মুজিবুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এর সিনিয়র কনসালটেন্ট জনাব বারট্রেন্ড জকটিয়ার মনরোজিয়ার (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

বিল্ড আয়োজিত "জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ঃ বিনিয়োগ প্রেক্ষিত" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে)। ১৪ মে, ২০১২ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথিউরিটি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র প্রথম সহ-সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি ও চেয়ারম্যান, বিল্ড জনাব আসিফ ইব্রাহীম "ইন্ট্রোডাকশন অফ বিল্ড" বিষয়ক মিডিয়া মিট অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বিল্ড আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বিল্ড এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে সপ্তম) এবং ফুজিতা এন্টারপ্রাইজ (বিডি) লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ইউকিহিরো ফুজিতা (বাম থেকে সপ্তম) করমর্দন করছেন। ৭ আগস্ট ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত বিবিএ কলেজের প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি (ডান থেকে তৃতীয়) কে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা যাচ্ছে। ৫ মে, ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব কলেজ ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এইচ রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি (ডান থেকে তৃতীয়)। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব কলেজ ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এইচ রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (মাঝে), রুয়ান্ডার হাইকমিশনার উইলিয়ামস নুকুরুনজিয়া (ডান থেকে তৃতীয়) কে ডিসিসিআই পাবলিকেশন সেট উপহার দিচ্ছেন। ১৩ মে, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব কে এম এন মনজুরুল হক (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বামে), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম "বিশেষ সাধারণ সভা" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), ভারপ্রাপ্ত সচিব ও সিইও, বিল্ড ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ) শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডি-৮ মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডানে) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি এ কে আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন। ১৫ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু (ডান থেকে তৃতীয়) এর নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ৫ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা (বামে), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), কিডনী ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর হারুন-উর রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট চেক হস্তান্তর করছেন। ১৪ আগস্ট ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন আকতার (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অফ বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর উপাচার্য ড. কারমেন জেড লামাগনা (ডান থেকে চতুর্থ) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর হস্তান্তর করছেন। ৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখের ছবিতে বিল্ড এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১২ তে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বামে), মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট থেকে ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন। ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

কক্সবাজারে ওশান প্যারাডাইজ হোটেলে ডিসিসিআই'র চতুর্থ পর্ষদ সভার কিছু মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ডিসিসিআই-এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে সপ্তম), ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অফ শ্রীলংকা'র সভাপতি জনাব অশোকা হেটিগোডার (বাম থেকে পঞ্চম) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২৪ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং সফররত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) ২৪ মার্চ ২০১২ তারিখে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রেড স্পেশালিস্ট মারিম মালিউটেটির সাথে মতবিনিময় করছেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), জাপানীজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর চীফ কনসালটেন্ট কনিহিরো কনিসি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" উপহার দিচ্ছেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিবিআই গভর্নিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে), পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) ৩১ শে মার্চ. ২০১২ তারিখে ডিসিসিআইতে আগত ভূটান এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি গিলে নিয়ামা (ডান থেকে তৃতীয়) এর সাথে মতবিনিময় করছেন।

ডিসিসিআই ও বিজেএমইএ যৌথভাবে আয়োজিত "ভ্যালু চেইন এনালাইসিস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে)। ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব ও সিইও, বিল্ড ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত একটি ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "এক্সপোর্ট মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (ডান থেকে তৃতীয়) ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া (বাম থেকে তৃতীয়), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে শিপিং প্রসিডিউর শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়) ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "রুলস অ্যান্ড প্রসিউরস্ অফ ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিবিআইতে ১৬ মে, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ''ইফেক্টিভ বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ অ্যান্ড ই-মেইল রাইটিং" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব আশিস কুমার পাল (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক ১০ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়োজিত "রুল অফ কোম্পানী সেক্রেটারি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা (বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব আশীষ কুমার পাল (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া (বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী ২৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "শিপিং প্রসিডিউর" ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

গত ২৯ আগষ্ট, ২০১২ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ''ম্যানেজমেন্ট স্কিল ফর এইচ আর অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রফেশনালস" শীর্ষক কর্মশালার সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব আবুল হোসেন (মাঝে), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডানে) এবং সহকারী সচিব ও কোর্স সমন্বয়কারী তামান্না সুলতানা (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), আইসিসি-বাংলাদেশ এর সহ-সভাপতি জনাব লতিফুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে), জনাব মোহাম্মদ আরসাদ আলী (ডানে) কে ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আয়োজিত আইসিসি'র ৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় দেখা যাচ্ছে।

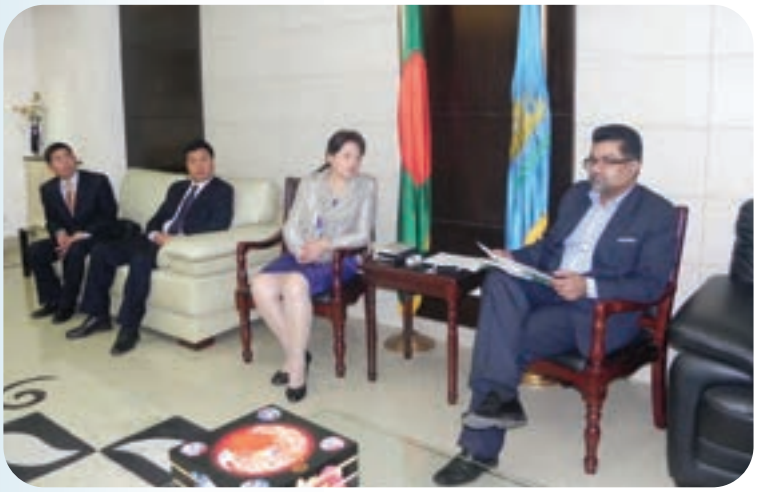

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) ৭ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি), ইউনান সাব-কাউন্সেল-এর ভাইস সেক্রেটারি জেনারেল মিস টান ইয়ান (বাম থেকে তৃতীয়) এর সাথে মতবিনিময় করছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পাবলিক ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ইমিল বোলনগাটা (ডান থেকে তৃতীয়) এর সাথে মত বিনিময় করছেন। ৮ মে, ২০১২ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। জনাব আসিফ ইব্রাহীম
সভাপতি, ডিসিসিআই।

০২। জনাব আফতাব উল ইসলাম
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৩। জনাব বেনজীর আহমেদ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৪। জনাব হোসেন খালেদ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৫। জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ
ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৬। জনাব ওসমান গনি
পরিচালক, ডিসিসিআই।

মন্ত্রণালয় ও সরকারী-আধাসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কমিটিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিবৃন্দ-২০১২

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	ডিসিসিআই প্রতিনিধি ২০১২
০১	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০২	পি এস/ডিসি/ জাতীয় রাজস্ববোর্ড পরামর্শ দাতা কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৩	পি এস/ডিসি/ রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ (ইপিবি), কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৪	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ (বিএসএল)	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৫	পি এস/ডিসি/ ঢাকা ওয়াসা, কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৬	পি এস/ডিসি/ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৭	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ তিতাস গ্যাস, বোর্ড সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৮	পি এস/ডিসি/ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, কমিশন সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৯	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১০	পি এস/ডিসি/ এসএমই এ্যাডভাইজরি কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১১	অর্থ মন্ত্রণালয়/ইআরডি/হাই লেভেল এশিয়া প্যাসিফিক পলিসি ডায়লগ	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩	ডিসি/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪	FBCCI/SAARC/ Trade Facilitation Council of SAARC CCI for the term 2012-2013.	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI.
১৫	শিল্প মন্ত্রণালয়/D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation শীর্ষক সভা আয়োজনের নিমিত্তে প্রস্তুতিমূলক সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

১৬	Interministerial and Consultative Meeting on "Draft Bangladesh Economic Zones Regulations	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI
১৭	বাংলাদেশে নিযুক্ত রুয়ান্ডার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত Mr. Williams Nkurunzia সঙ্গে সাক্ষাৎ	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি আয়োজিত নীতি, আইন, মেলা / ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সভাসমূহ		
১৮	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রচলিত বিধি মোতাবেক সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৯	DCCI Representative at the Executive Committee (EC) Meeting of Fishery Products Business Promotion Council (FPBPC)	Mr. Hossain A. Sikder Director, DCCI
২০	DCCI Representative at the Executive Committee (EC) Meeting of Agro Products Business Promotiom Council (FPBPC)	Mr. Niaz Rahim Former Director, DCCI
২১	DCCI Representative at the Annual General Meeting (AGM) of Agro roducts Business Promotion Council (APBPC)	Mr.Shoaib Chowdhury Convenor, DCCI
২২	জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ সভায় যোগদানের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ ডেলিগেশনে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই এবং সিইও বিল্ড
২৩	সার্ক ট্রেড ফেয়ার এন্ড ট্যুরিজম- ২০১২ এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) পরিচালক, ডিসিসিআই
২৪	"Export of printed & packaging materials from Bangladesh: Future prospects"শীর্ষক বিশেষ সেমিনার	জনাব ওসমান গনি পরিচালক, ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর Bangladesh Trade Policy Support programme (TPSP) প্রজেক্টের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ট্রেড ফেসিলিটেশন ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
২৭	আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ প্রণয়নের লক্ষ্যে যুগ্ম সচিব পর্যায়ে উত্তীর্ণ প্রস্তাবসমূহের অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
২৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সার্ক ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড ট্যুরিজম মার্ট-২০১২ এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) পরিচালক, ডিসিসিআই
২৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Showcase Bangladesh-২০১২ এর সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) পরিচালক, ডিসিসিআই
৩০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্তৃক আয়োজিত কুয়েতে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ ট্রেড ফেয়ার-২০১২" শীর্ষক একক বাংলাদেশ মেলায় অংশগ্রহণের জন্য মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) পরিচালক, ডিসিসিআই
৩১	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১২ সফল আয়োজনে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ডিসিসিআই কে পুরস্কৃত প্রদান অনুষ্ঠান	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৩২	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মেলার ক্যালেন্ডার প্রণয়নকল্পে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ওসমান গনি পরিচালক, ডিসিসিআই সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৩	"Export of printed & packaging materials from Bangladesh: Future prospects শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই প্রকাশনা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৪	ইপিবি/ডিআইটিএফ-২০১২ এ স্থাপিত প্যাভিলিয়ন/স্টল এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৫	বিগত ১২ মে - ১২ আগষ্ট, ২০১২ সময়ে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ইয়োসু নগরীতে অনুষ্ঠিত Expo-2012-Yeosu, Korea -তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ক বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি

৩৬	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্তৃক আয়োজিত ভারতের প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত India International Trade Fair শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৭	EPB/20th International Guwahati Trade Fair-2013 অংশগ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৮	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে বিদ্যমান নগদ সহায়তা বাতিল করার বিষয়ে মতামত প্রদান বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৯	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত বাণিজ্য মিশন প্রেরণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ জাতীয় কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর মনোনিত প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৪১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি (২০১২-২০১৫) প্রণয়ন সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আন্দালিব হাসান আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪২	EIF Mid-Term Review (MTR) মিশন পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৩	ডিসি/বাণিজ্য/রপ্তানি নীতি ২০১২-২০১৫ এ অর্ন্তভূক্তির জন্য খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আন্দালিব হাসান আহ্বায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৪	Universal Exposition-2015" Milan, Italy (01 May 31 October, 2015) শীর্ষক এক্সপোতে Rice Cluster Working গ্রুপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কমিটির সভা	সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৫	81st Izmir International Fair এ অংশগ্রহণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল এসিসটেন্স (টিআরটিএ) ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহ্বায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ডব্লিউটিও'র দোহা রাউন্ডের আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৮	ডিসি/বাণিজ্য/রপ্তানি/ ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৯	ডিসি/বাণিজ্য/রপ্তানি নীতি ২০১২-২০১৫ এ অন্তভূক্তির সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহ্বায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ - জর্ডান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫১	বাংলাদেশে উৎপাদিত Food and Food Suppliment রপ্তানি ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহ্বায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত জামদানি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক, রপ্তানি নীতি, প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫৩	ইপিবি/ডিআইটিএফ-২০১২ এর স্টিয়ারিং কমিটির সমাপনী সভা ও ডিআইটিএফ-২০১৩ এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই

৫৪	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত "Value Addition in Exportable Agro-products: Constraints and Opportunities" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব শোয়েব চৌধুরী সদস্য, এগ্রোবেইজড বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫৫	বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১২ প্রণয়ন এর উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ), ডিসিসিআই
৫৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি (২০১২-২০১৫) প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবাবলী/সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি'র আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক কমিশন সংক্রান্ত সভার ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৯	D-8 Miniserial Meeting on Industrial cooperation" উপলক্ষ্যে দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনীর আয়োজন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬০	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত "Strategic Plan and Programmes for Market Expansion and Promotion of Bangladesh Pharmaceuticals Products" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬১	ইপিবি এর বস্ত্র বিভাগে অটোমেশন পদ্ধতি কার্যকরভাবে চালু করার লক্ষ্যে EU ও EPB এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত Sensitization Seminar এ ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
৬২	বিএফটিআই (BFTI) এর বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ ইপিবিঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের পণ্য ভিত্তিক রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য প্রেরণ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআইই
৬৫	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি ও রপ্তানি বাণিজ্যের হালনাগাদ কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৬	বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এফটিএ সংক্রান্ত Template এর ওপর এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৭	Problems in Exporting Ship from Bangladesh and Its Solutiuon শীর্ষক অনুষ্ঠিত সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	খন্দকার ফখরুল আলম সংলাপ সমন্বয়ক (বিল্ড)
৬৮	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত ''ইউরোপে রপ্তানী সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ)
৬৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত First Asian Business Forum Business Opportunities Between Morocco and Bangladesh বিষয়ে প্রদেয় বক্তব্য চূড়ান্তকরণ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
৭০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত Footwear Export from Bangladesh: Existing Problems and its Solution শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
৭১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "Compliance in the export sector" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	খন্দকার নাজমুন নাহার তমা জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
৭২	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত "Investment Potential in Export Processing Zones and present activities i.e. operational system and others" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রিয়াজ উদ্দিন খান জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
৭৩	DCCI Representative in the Awareness raising workshop on technical assistance to stimulate applications for SME competitiveness grant schemes	Mr. Riaz Uddin Khan Junior Officer, DCCI

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সভাসমূহ		
৭৪	ডি-৮ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের রুলস অব অরিজিনের উপর আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৭৫	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস এর আওতায় অন্যান্য দেশের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা প্রণয়নের বিষয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই এবং সিইও বিল্ড
৭৬	ভূটানের জন্য বাংলাদেশের ২টি পণ্যের অফার তালিকা প্রণয়ন এবং ভূটান প্রদত্ত পণ্যের শূল্কমুক্ত তালিকা বিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৭৭	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত SAFTA এর বাংলাদেশের সেনসিটিভ তালিকা হ্রাস এবং সার্কভূক্ত দেশসমূহের জন্য অনুরোধ তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন কবির ফকির, যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৭৮	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তির বাস্তবায়ন ইস্যু বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৯	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রি-ফেব্রিকেটের বিল্ডিং প্রোডাক্টস উৎপাদনের জন্য আমদানীকৃত কাচাঁমাল এর উপর আরোপিত শুল্ক হার এবং আমদানীকৃত সম্পূর্ণায়িত স্টীল বিল্ডিং পণ্যের শুল্ক হার এর সহিত বৈষম্য দূরীকরণ সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা) ডিসিসিআই
৮০	বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ার নিকট প্রেরিত অনুরোধ তালিকা পুনঃ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা) ডিসিসিআই
৮১	সম্পূর্ণায়িত প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং প্রোডাক্টস আমদানীতে শুল্ক হার বৃদ্ধি ও এর কাচাঁমালের আমদানীতে শুল্ক হার হ্রাস বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা) ডিসিসিআই
৮২	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত রাশিয়া ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার, (গবেষণা) ডিসিসিআই
বিনিয়োগ বোর্ড/প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/ওয়াইপো, কপিরাইট অফিস আয়োজিত সভাসমূহ		
৮৩	শিল্প মন্ত্রণালয়/জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৪	শিল্প মন্ত্রণালয়: Daylong workshop on “Bangladesh National Quality Policy”	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৫	Prime Minister’s Office /DCCI Representative in the meeting on ICT and Electronics of the D-8 Countries to provide the prepared Country Paper for the 3rd D-8 Conference.	Mr.T.I.M. Nurul Kabir Director, DCCI
৮৬	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন/ সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও বাণিজ্য উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৭	শিল্প মন্ত্রণালয়/ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের আইসিটি ও ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ক সভায়	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৮	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং WIPO এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত National Multi-Stakeholders Forum	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

৮৯	শিল্প মন্ত্রণালয়/ ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক টাস্কফোর্সের প্রস্তুতিমূলক সভায়	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
৯০	শিল্প মন্ত্রণালয়/"Promoting Innovation and Creativity for Economic Development in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার	জনাব মনজুর- উর-রহমান (রাসকিন) প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯১	DCCI D DCCI Representative as a Special Guest in the seminar on "Relocation of Tanneries, Solid Waste Management and Introduction to Tannery Effluent Treatment" organized by Ministry of Industries and SWITCH Asia Re-tie Bangladesh Project	Mr. M Abu Horaira Director, DCCI
৯২	DCCI Representative as a Special Guest in the Closing Conference & Business Match Making program organized by EU SWITCH Asia Re-tie Bangladesh Project	Mr. K. G. Karim Director, DCCI
৯৩	Ministryof Industries: meeting on the draft Bilateral Cooperation Agreenment (BCA) between Bangladesh Standards and Testing Institutions (BSTI) and Bureau of Indian Standards (BIS)	Mr. M. Anwarul Haque Former Director, DCCI
৯৪	Ministry of Industries:/BAB/DCCI representative at Workshop on "Conformity Assessment for Asian Developing Economies	Mr. M. Anwarul Haque Former Director, DCCI
৯৫	শিল্প মন্ত্রণালয়/এনপিও/ জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯৬	শিল্প মন্ত্রণালয়/এনপিও/ উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৯৭	জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "উৎপাদনে উৎকর্ষতার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
৯৮	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) গভর্নিং বডির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৯৯	DCCI's representative attended the Workshop on "Bilateral Investment Agreements"	Mr. Rizwan-ur-Rahman Convenor, FDI, Capital Market Standing Committee
১০০	Mis/Industries/Launching workshop on Investment Policy Review	Mr. Rizwan-ur-Rahman Convenor, FDI,Capital Market Standing Committee
১০১	Mis/Industries/Steering Committee meeting of the Better Work and Standards Programme	Mrs. Ferdaus Ara Begum Acting Secretary, DCCI
১০২	শিল্প মন্ত্রণালয়/মেধাসম্পদ দিবস/ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১২ উদযাপন সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
১০৩	শিল্প মন্ত্রণালয়/আই এস ও ২৬০০/ ISO 26000: Guidance on Social Responsibility মানের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
১০৪	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Nano Technology: New Opportunities for Sustainable Development" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
১০৫	Mis/Industries :Workshop on Bilateral Investment Agreements	Mr. Monir Hossain Assistant Secretary (R)
১০৬	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসটিআই/ বিশ্ব মেট্রোলজী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই

১০৭	বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক আয়োজিত সার্টিফিকেশন এডভাইজরী প্যানেলের সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১০৮	DCCI participant at an inter-ministerial meeting on the draft Bilateral Cooperation Agreement (BCA) between BSTI & BIS	Mr. M. Anwarul Haque Former Director, DCCI
১০৯	বিএসটিআই এর কৃষি ও খাদ্য বিভাগীয় কমিটি (এএফডিসি) এর আওতাধীন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস প্রোডাক্টস শাখা (এএফডিসি-১৫) এর বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১১০	শিল্প মন্ত্রণালয়/কপি রাইট অফিস/ Visionary Innovators শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই এবং সিইও, বিল্ড জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
১১১	শিল্প মন্ত্রণালয়/ ISO-26000 Guidance on Social Responsibility বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
১১২	DCCI's nomination at the 5th meeting of the Programme Steering Committee of the "Better Work and Standards Programme"	Mr. Humayun Kabir Fakir Joint Secretary (Research)
১১৩	শিল্প মন্ত্রণালয়/ ডি-৮ শিল্পমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১১৪	শিল্প মন্ত্রণালয়/workshop on technical assistance to stimulate applications for SME competitiveness grant schemes	জনাব রিয়াজ উদ্দিন খান জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	
১১৫	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই সৈয়দ সালমান মাসুদ আহ্বায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
১১৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর উন্মুক্ত কারিগরি সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ আহ্বায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
১১৭	তরল জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে কিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিদ্যুতের পাইকারী (বাল্ব) মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য বিউবো কর্তৃক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে দাখিলকৃত আবেদনের উপর অনুষ্ঠিত গণ শুনানীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশিদ আহ্বায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
১১৮	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত Energy Security and Regional Co-operation: Role of Regulators" শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
১১৯	গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১ এর উপর মতামত প্রদান বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
১২০	বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহারে বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেল নির্ভরযোগ্য সরবরাহকৃত বিদ্যুতের জন্য প্রস্তাবিত ''কিউ" গ্রাহকশ্রেণীর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়ে বিউবো কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে দাখিলকৃত আবেদনের উপর গণশুনানীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধির অংশগ্রহণ	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই

১২১	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ঢাকায় অনুষ্ঠিত Energy Security and Regional Co-operation: Role of Regulators" শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, আইএফসি, বিআইসিএফ, আইবিএফবি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আয়োজিত সেমিনার ও সভাসমূহ		
১২২	International Business Forum of Bangladesh (IBFB)/ DCCI Rpresentative takeholders Meeting on "Policy research to facilitate setting-up of basic Motorcycle Industry in Bangladesh"	Mr. M. Abu Horaira Director, DCCI
১২৩	National Expert/UNIDO: Seminar on Potential of Solar Energy Utilization in Water Heating Scope of Natural Gas Savings in Industries	Mr. Nessar Maksud Khan Former Director, DCCI
১২৪	JICA/ DCCI Representative attended the Wrap Up Seminar on JICA Preparatory Study for Private Sector Development Programme	Mr. Humayun Rashid Convenor, Infrastructure Facilities Standing Committee
১২৫	5th World Islamic Economic Forum (WIEF) Roundtable	Mr. Mustafa Mohiuddin Secretary, DCCI
১২৬	ITC workshop on "Trade Sustainability and Export Potential"	Ms. Tamanna Sultana Assistant Secretary, (DBI) Mr. Riaz Uddin Khan Junior Officer, DCCI
অর্থ মন্ত্রণালয় / জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ ঢাকা কাস্টম হাউস / আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা (কাস্টম) আয়োজিত সভাসমূহ		
১২৭	আইসিডি/ কাস্টম, কমলাপুর, ঢাকা'য় চলমান অটোমেশন প্রক্রিয়া আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১২৮	বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব রফিকুল ইসলাম খান প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব ফখরুদ্দিন আহমেদ আহবায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১২৯	অর্থ মন্ত্রণালয় এর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত তুরস্কের EXIM Bank এর স্তাবিত ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Line of Credit সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব ওসামা তাসীর পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব এম এস সিদ্দিকী সহ-আহবায়ক রপ্তানী নীতি প্রমোশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৩০	কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা/ Online-G IGM দাখিলের অগ্রগতি, উদ্ভূত সমস্যা এবং সম্ভাব্য মাধান বিষয়ে সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
বন ও পরিবেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ		
১৩১	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর আওতায় গঠিত "কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট মনিটরিং" কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩২	পরিবেশগত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ইআইএ প্রতিবেদন ও জনমত যাচাইয়ের গুরুত্ব বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই

১৩৩ ১৩৪	DCCI Representative in a coordination meeting at FBCCI on the issue of participation of the Private sector at the upcoming 3rd D-8 Ministerial Meeting. DCCI Representative in the Discussion meeting with Japanese Delegation at FBCCI	Mr. Haider Ahmed Khan, FCA Senior Vice President, DCCI Mr. Haider Ahmed Khan, FCA Senior Vice President, DCCI
১৩৫	Working Group Committee on "Draft Final Sewerage Master Plan of Dhaka City"	Mr. Haider Ahmed Khan, FCA Senior Vice President, DCCI
১৩৬	মংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রত্যক্ষ কর আইন-২০১২ এর উপর আলোচনার লক্ষ্যে এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব ফখরুদ্দীন আহমেদ, এফসিএ আহবায়ক, কাস্টম, ভ্যাট অ্যান্ড এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই
১৩৮	বিসিক ভুমি বরাদ্দ কমিটি, কেরানীগঞ্জ এবং ধামরাই বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই মিসেস সামসুন নাহার সদস্য, ডিসিসিআই
১৩৯	জেলা প্রশাসক, ঢাকা/পুরাতন কাপড় আমদানীকারক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪০	Training Course on Establishment of IT Enable Infrastructure in Chamber & Association শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব শোয়েব চৌধুরী আহবায়ক, এগ্রো বেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব মোঃ সাহিদ হোসেন সহ-আহ্বায়ক, এগ্রো বেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটি।
১৪১	জেলা প্রশাসক/ঢাকা জেলার আইন শৃংখলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪২	জেলা প্রশাসক/পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক ফিউচার সার্চ কনফারেন্সে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৩	জেলা প্রশাসক/ঢাকা জেলার আইন শৃংখলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৪	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত আমদানী নীতি আদেশ প্রণয়নে আমদানীকৃত পণ্যের পরীক্ষা ও ছাড়করণ সম্পর্কিত এক জরুরী আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ্ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৫	ভোগ্যপণ্য হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্তে প্রণীত খসড়া আইন ও নীতিমালা ২০১২ বিষয়ক অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৬	DCCI Representative attended a Workshop on "Development of an Integrated Framework for Logistics and Supply Chain Management in the Primary Food sector of Bangladesh at BUET	Mr. Shoaib Choudhury Convenor, DCCI
১৪৭	BIISS কর্তৃক আয়োজিত "Challenges and Oportunities of Twenty First Century SAARC" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই
১৪৮	জাতীয় স্বার্থে চট্টগ্রাম, বেনাপোল বন্দরসহ অন্যান্য স্থল বন্দরও শুল্ক স্টেশনসমূহ সপ্তাহে ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা সম্পর্কে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই এবং সিইও, বিল্ড
১৪৯	FBCCI/Training Programme on 'Rules and Procedure of Effective and Functional Association/Chambers Management'.	Mr. Md. Ghulam Hussain Joint Secretary, DCCI
১৫০	Interministerial and Consultative Meeting on "Draft Bangladesh Economic Zones Regulations	Mr. Hossain A Sikder Director, DCCI

১৫১	শিল্পায়নে প্রত্যাশিত সংস্থা এবং বিসিএসআইআর এর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫২	বিসিএসআইআর কর্তৃক আয়োজিত "The Scope of Food Safety Laboratory to Support the Food Processors to Produce Safe and Quality Food" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সিনিয়র অফিসার
১৫৩	ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৪	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের স্টীয়ারিং কমিটিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৫	DCCI Representative attened the 1st Project Steering Committee (PSC) meeting on "Technical Assistance for Skills for Employment Project".	Kh. Shahidul Islam Director, DCCI
১৫৬	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
১৫৭	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এসএমই ক্লাষ্টার ম্যাপিং সমীক্ষা প্রতিবেদনের যৌক্তিকীকরণ কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৮	DCCI's representative to formation of the working committee on "Policy Advocacy and Research".	Mr.Waqar Ahmad Choudhury Director, DCCI
১৫৯	জাতীয় বাজেটে (২০১২-১৩) এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনার প্রতিফলন শীর্ষক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
১৬০	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এসএমই ক্লাষ্টার ম্যাপিং সমীক্ষা প্রতিবেদনের যৌক্তিকীকরণ কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
১৬১	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত "Tax and VAT Payment System for SME Enterpreneur" শীর্ষক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফয়জুন্নাহার খান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) মিসেস পারভীন হোসেন মহিলা উদ্যোক্তা মিসেস পপি চৌধুরী মহিলা উদ্যোক্তা
১৬২	পুলিশ কমিশনার/ডিএমপিঃ ঢাকা মেট্রো আরটিসি'র সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	ক্যাপ্টঃ মোঃ নূরুল হক (অবঃ) সহ-আহবায়ক, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৬৩	Organization of B2B matchmaking meetings at SOFTEXPO 2012 in the framework of NTFII Bangladesh	Mrs. Khaleda Begum Senior Officer, DCCI
১৬৪	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত Skills and Training Enhancement Project (STEP) প্রকল্প এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) ডিসিসিআই
১৬৫	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত সৌন্দর্যবর্ধন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব উৎপল সাহা উপ সচিব (এস্টেট), ডিসিসিআই
১৬৬	"Rules & Procedures of VAT & Income Tax" শীর্ষক প্রশিক্ষণে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব সারোয়ার আলম একাউন্টস অফিসার, ডিসিসিআই
১৬৭	Bangladesh Institute of Journalism and Electronic Media: Training Course on Modern Technique of Public Relations and Communication DCCI Representative	Mr. Abul Hasan Fazle Rabbi Assistant Secretary, PR
১৬৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আফ্রিকা পরিদপ্তর এর আওতায় আগামী ১১-১২ জুন, ২০১২ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত বৈঠকের আলোচ্যসূচী নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা)
১৬৯	DCCI Representative in the Consultation Meeting between Belarus Delegation and concerned Organization on the issue of Export of Belarus Milk, Meat to Bangladesh at the Ministry of Foreign Affairs	Mr. Hossain A Sikder Director, DCCI

170	DCCI Representative in the Consultation Meeting between Belarus Delegation and concerned Organization on the issue of Belarus Leasing Service using International leasing scheme at the Ministry of Foreign Affairs	Mr. Waqar Ahmad Choudhury Director, DCCI
১৭১	DCCI Representative in the Consultation Meeting between Belarus Delegation and concerned Organization on the issue of Belarus Mining dump, truck, vehicles, Manuf, Construction at the Ministry of Foreign Affairs	Mr. ASM Mohiuddin Monem Director, DCCI
১৭২	DCCI Representative in the Consultation Meeting between Belarus Delegation and concerned Organization on the issue of Selling/ Assembling, Tractor and the Equipments of Agro products at the Ministry of Foreign Affairs	Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan Director, DCCI Mr. M. S. Siddiqui, Co-Convenor Export Policy, Promotion S/C
শিল্প মন্ত্রণালয়/3rd D-8 Ministerial Meeting		
১৭৩	Min.Ind/BAB/D-8 Standardization,Conformity Assessment, Accreditation and Metrology Sector working group meeting	Mr. Manzur-Ur-Rahman (Ruskin) Former SVP, DCCI
১৭৪	শিল্প মন্ত্রণালয়/D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation শীর্ষক সভা আয়োজনের নিমিত্তে প্রস্তুতিমূলক সভা	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব হুমায়ুন কবির ফকির যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডি-৮ ভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে শিল্প সেক্টরে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চিহ্নিত ১১টি সেক্টরের বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি		
১৭৫	অটোমোটিভ এবং সিমেন্ট সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৭৬	Accreditation এবং Metrology সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মনজুর-উর-রহমান (রাসকিন) প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৭৭	আইসিটি সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর পরিচালক, ডিসিসিআই
১৭৮	পেট্রোকেমিক্যাল সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১৭৯	ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮০	টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব ওসামা তাসীর পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮১	এসএমই সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮২	Standardization এবং Conformity Assessment সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮৩	স্টীল সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মনোয়ার হোসেন প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮৪	এনার্জি এবং এনভাইরনমেন্টাল কনজার্ভেশন সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নেসার মাকসুদ খান প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮৫	Technology Cooperation সেক্টরের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ সবুর খান প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার -২০১২

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্বক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১২ সালে মোট ২৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এগুলোর কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদ পত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন ঃ ড. মিজানুর রহমান শেলী-চেয়ারম্যান, সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন-সদস্য, জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম- প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই ও সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই ও সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ-প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই ও সদস্য।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১২

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রেক্ষিতে এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে থাকে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ''এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১২" কমিটির এর ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো আসতে পারে, তা হচ্ছে ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কৃষিক্ষেত্রে অন্য উপশাখাগুলি হচ্ছে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত এ বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনা হয়। যেমনঃ কৃষির ইতিহাস, কৃষিভূমি, জীববৈচিত্র্য, প্রধান ফসল উৎপাদন, চাষ পদ্ধতির ধরণ, পল্লীঋণ, কৃষিসামগ্রী বিপণন, কৃষিনীতি, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১২" এ পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মরূপঃ

০১। বৎসরের শুরুতেই কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০২। এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার - ২০১২ স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ৩টি সভা, ১টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা এবং ১টি সেমিনার আয়োজন করার জন্য মূল প্রবন্ধ, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।

০৩। এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কৃষি ও পল্লী ঋণদান পদ্ধতির তথ্য, উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে থাকে।

০৪। এ ছাড়া কৃষিখাতের উপর যে সমস্ত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এ ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেনঃ

ক) জনাব হোসেন এ সিকদার, সমন্বয়কারী পরিচালক, কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই এবং মিসেস সামসুন নাহার, মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা বিসিক শিল্প নগরী, ধামরাই এবং বিসিক শিল্প নগরী, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকার ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩ম এবং ১৪তম সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ নামক খসড়া আইন প্রণয়ন বিষয় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসেবে, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব হোসেন এ সিকদার কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা উত্তর ডিসিসিআই কর্তৃক প্রণীত নিম্মরূপ সুপারিশসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১ ধারা ও নীতিসমূহ	ডিসিসিআই এর নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ
০১। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১ (বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০০১) ১৯.১ ধারা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে এফবিসিসিআই এর নাম আছে।	০১। বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ করা হয়। নীতিমালায় ১৯.২ ধারাতে কমিটিতে কো-অপ্ট করার বিধান আছে।
০২। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১, ২০ ধারা অনুযায়ী মাননীয় ভূমি মন্ত্রীকে আহবায়ক করে জাতীয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।	০২। উক্ত কমিটিতেও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে। খসড়া নীতিমালায় ২০.১ ধারাতে কো-অপ্ট এর বিধান আছে।
০৩। কৃষি জমি সুরক্ষাঃ ৪(১) ধারায় বাংলাদশের যে স্থানে কৃষি জমি রয়েছে, তা এ আইনের মাধ্যমে ভিত্তিক সুরক্ষা করতে হবে এবং কোন ভাবেই তা ব্যবহার ভিত্তিক শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না।	০৩। শহর, শহরাঞ্চল ও উপ-শহরগুলোতে ইতোমধ্যে যে সমস্ত কৃষি জমি ভূমিদস্যু এবং হাউজিং কোম্পানীসমূহ দখল, ইমারত নির্মাণ করেছে, এ ব্যাপারে খসড়া আইনে কিছুই বলা নেই। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা উচিত।
০৪। ধারা ৪(১) (ক) কৃষি জমি একফসলী বা একাধিক ফসলি যা হোক না কেন তা কৃষি জমি হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে। (খ) কোন অকৃষি জমি নষ্ট করে বাড়ী-ঘর, শিল্প-কারখানা, ইটের ভাটা বা অন্য কোন অকৃষি স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। (গ) যে কোন শিল্প কারখানা, সরকারি-বেসরকারি অফিস ভবন, বাসস্থান এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমির উর্ধ্বমূখী ব্যবহারকে (Vertical Expansion) গুরুত্ব দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকবে।	০৪। ৪(১) (ক) (খ) (গ) ইতোমধ্যে যেসমস্ত কৃষি জমিতে বাড়ীঘর নির্মাণ, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা স্থানান্তর, মালিকানা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য যে বিষয়গুলো বিবেচ্য, ভূমি শ্রেণী বিন্যাস, জোনিং, মানচিত্র এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাথে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত সেবাখাতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন আবশ্যক। এ ছাড়া কৃষি জমি সুরক্ষার জন্য রাজউক এর ড্যাপ (Detailed Area Plan) বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের সকল জেলা শহরে ড্যাপ অনুসরণ করা উচিত।
০৫। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত ৭৪,৪৮৮টি পরিবারের মধ্যে ৩১৬১৯.৩৪৯৬৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। (সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট থেকে)।	০৫। ঢাকা চেম্বার মনে করে, ভূমি দস্যুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
০৬। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ১০ এপ্রিল ২০১১ইং এস আর ও নং ৮৮ আইন ২০১১ এর বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এক বিধিমালা প্রণয়ন করে।	০৬। উক্ত বিধিমালা ও অনুচ্ছেদ ও উপধারাসমূহ অনুযায়ী বালুমহালগুলো সঠিকভাবে বালু উত্তোলন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন অর্থাৎ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও চেম্বারের প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে।
০৭। কৃষি পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ভূমি ব্যবহার, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিবিড় শহরতলি (Compact Township) এবং সরকারের প্রস্তাবিত ঢাকার আশেপাশে ৪টি উপ শহর দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।	০৭। নিবিড় পল্লীগ্রাম (Compact Village ship) সৃজন/ গঠন বিষয়ের পূর্বে নিবিড় শহরতলি বিষয়ে শুধুমাত্র শহর সংলগ্ন স্থান যেখানে মানুষের কর্মের সহায়ক পরিবেশ তুলনামূলকভাবে বেশী সেই সকল স্থানে বহুতল ভবনে অধিক পরিবারের আবাসনের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। একইসাথে ডিসিসিআই মনে করে নিবিড় পল্লী গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়েও স্থাপন করা আবশ্যক। কারণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এ বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এ কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, সমন্বয়কারী পরিচালক, এডভোকেট আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার, আহবায়ক এবং জনাব মোঃ সাহিদ হোসেন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব শফিক হোসেন, মোঃ শোয়েব চৌধুরী, আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ, হাজী আবদুর রাজ্জাক, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল হুদা, আমিনুর রহমান মারুফ, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, সৈয়দ খালেদুর রহমান, মোঃ খোরশেদ আলম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার, মোঃ শাহ জামাল মিয়া, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, সুধীর চৌধুরী, কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমেদ, মোঃ কবির হোসেন, ড. ফেরদৌসী বেগম, মোঃ হুমায়ুন কবির, আবদুর রহমান সান্টু।

সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২

দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় পর্যটন, ট্যুরস, ট্রাভেলস ও সার্ভিস সেক্টর এর সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও এ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা এই কমিটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা ও এর বিকাশে করণীয় নির্ধারণে নানা সুপারিশমালা গ্রহণ করাও এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ট্যুরিজম সেক্টর গড়ে তোলার ব্যাপারে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। কেবল ট্যুরিজম শিল্প নয়, দেশের বেসরকারি বিমান চলাচল খাতের আধুনিকায়ন, যুগোপযুগীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নকরণের নিমিত্তে এ স্ট্যান্ডিং কমিটি সুপারিশ প্রণয়ন করে আসছে।

এ কমিটি পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও প্রসার, দেশের সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহ উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা, দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানরত দূতাবাসসমূহের কার্যকর ভূমিকা তথা দেশীয় ট্যুরিজম ও এর সেবাখাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ২০১২ সালে এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কমিটি বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনাময় পর্যটন এলাকা সুন্দরবনের পর্যটন সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর এর সাথে যৌথভাবে একটি কর্মশালা করা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ ব্যপারে কক্সবাজার চেম্বার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার চেম্বারের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া গেলে খুব শীঘ্রই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হবে।

এ কমিটিতে এ বছর জনাব মাহাবুব আনাম, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব শোয়েব চৌধুরী, আহ্বায়ক এবং জনাব এ কে মোঃ শামসুদ্দিন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন, জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, জনাব সুমন তালুকদার, জনাব এস এম জিল্লুর রহমান, জনাব কবির রেজা, জনাব কুমার দেবাশিষ পাল, জনাব নূরুল আনোয়ার চৌধূরী, জনাব এ এইচ এম মঈনউদ্দিন, সৈয়দ হাবিব আলি, জনাব মোঃ মইনুল আহসান, জনাব তাবিথ এম আউয়াল, জনাব রফিকুল্লাহ সেলিম, সৈয়দ টি হোসেন জাহাঙ্গীর, জনাব মোঃ কবির হোসেন, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Country Branding, DCCI Public Relations, Corporate Social Responsibility and Compliance Issues S/C-2012

Country Branding, DCCI Public Relations, Corporate Social Responsibility and Compliance Issues S/C-2012 has been working for the overall branding issues of DCCI as well as Bangladesh. The committee also has outlined the activities of the public relation section of DCCI. This year the committee recommended to organize a seminar on CSR and related activities to motivate people to engage themselves in more CSR activities. This committee organized three meeting this year. This committee suggested various branding programs for Bangladesh which were incorporated in the mega event of DCCI Positioning Bangladesh: Branding for Business during 5-6 December, 2012. It has also recommended to organize a Cocktail Reception inviting the Ambassadors of different countries in Dhaka along with the dignitaries to be invited in the international conference on Positioning Bangladesh: Branding for Business to project the business potentials of our country. The reception was held in The Westin Dhaka on December 4, 2012. This committee had also some realistic inputs for strengthening DCCI Public Relation Section.

Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Coordinating Director, Mr. S Rumi Saifullah, Convenor, Mr. Tafsir M Awal, Co-convenor. The other Members of the committee are Mr. Nasir Hossain, Mr. Geasuddin Ahmed, Mr. Data Magfur, Mr. Saiful Islam, Mr. Niaz Rahim, Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Engr. Md. Mehedi Hasan, Mr. Md. Nazmul Hasan and Syed Farhad Ahmed.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যু- ২০১২

এ বছর কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির মোট তিনটি সভা এবং এ স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক প্রণীত সাব-কমিটির বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্যাক্স গাইড প্রণয়ন এবং কর সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজনের লক্ষ্যে এ কমিটি ডিসিসিআই পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং কনজ্যুমার প্রোটেকশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে দুইটি যৌথ সভা আয়োজন করে। প্রতিবারের মত এ বছর এ স্ট্যান্ডিং কমিটির এ সকল সভার মাধ্যমে জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ এ অন্তভুক্তির জন্য আয়কর, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। এ সব সুপারিশমালা ডিসিসিআই বোর্ডে অনুমোদনের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এফবিসিসিআই এ প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিসিসিআই কর্তৃক প্রণীত বাজেট সুপারিশমালার যৌক্তিকতা তুলে ধরে জাতীয় বাজেটে তা প্রতিফলনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই প্রতিনিধির আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, আহ্বায়ক, জনাব ফখরুউদ্দিন আহ্‌মেদ, এফসিএ, এফসিএমএ এবং সদস্য ও সাবেক পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়াও ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রণীত বাজেট প্রস্তাবনার উপর প্রাক্ বাজেট আলোচনা উপলক্ষ্যে একটি প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বাজেট পেশের পরপরই প্রস্তাবিত বাজেটের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক্ উল্লেখ করে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের উপর চেম্বারের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বাজেট পরবর্তী প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করা হয় এবং সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিগত বৎসরের ন্যায় এবারও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির তত্ত্বাবধানে চেম্বারের নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে ট্যাক্সগাইড ২০১২-১৩ প্রকাশ করা হয়েছে। কর সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে চেম্বারের সকল সদস্যের নিকট বিনা মূল্যে ট্যাক্স গাইডটি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিসিসিআই আয়কর রিটার্ণ এবং ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ফলপ্রসূ কর্মশালা আয়োজন করে যেখানে প্রায় একশত সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ কমিটিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব ফখরুউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএমএ, আহ্বায়ক এবং জনাব মোহাঃ শাহজাহান, সহ-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব মনজুর-উর-রহমান (রাসকিন), আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ, কে এম এইচ শহীদুল হক, রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ, মোঃ ইকরাম ঢালী, ড. কাজী সাইফুদ্দীন মুনির, এ কে এম ফখরুল আলম, সৈয়দ খালেদুর রহমান, আবু রুশ্‌দ্ তারেক, সান্তনু দাস, ইঞ্জিনিয়ার কাজী মাহবুবুর রহমান, মোঃ আবদুর রশিদ, এফসিএমএ, আর টি এন ইঞ্জিঃ মোহাঃ মোহাব্বত উল্যাহ্, আরফানুল আলম, মনোরঞ্জন ভক্ত, এম আজিজউল্লাহ, মোঃ নূরুল ইসলাম মজুমদার (সবুজ), সাব্বির আহমেদ সিদ্দিকী, মোঃ ছাখায়েত উল্যাহ্ এবং ফারুক আহমেদ খান, এফসিএ।

ডিসিসিআই পাবলিকেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২

ডিসিসিআই এর নিজস্ব প্রকাশনা ও দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দ্যেশ ও লক্ষ্য। ডিসিসিআই এর নিজস্ব নিয়মিত প্রকাশনাগুলোর আরও মানোন্নয়ন, গুনগত মানের উন্নয়নসহ সার্বিক বিষয়গুলো পর্যবেক্ষনান্তে সুপারিশ প্রণয়ন ছিল এ কমিটির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ বছর এ কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিসিসিআই প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে 'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ উন্নয়নে প্রকাশনা শিল্প ও ব্যবসিক ভাবনা' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। উক্ত সেমিনারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রধান অতিথি ও মাননীয় শিক্ষা সচিব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারের সংকলিত একটি সুপারিশমালা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বরাবর পাঠানো হয়েছে। এ বছর এ কমিটি কাস্টম ভ্যাট ও ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে যৌথ উদ্দ্যেগে ট্যাক্স গাইড ২০১২ প্রকাশ করেছে যা ডিসিসিআই'র সকল সদস্যদের মাঝে প্রথমবারের মত বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এ কমিটির এ বছর কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর বাংলা সংস্করণের জন্য সুপারিশ করেছে। এ বইটি সর্বমহলে সমাদৃত তাই এর বাংলা সংস্করণ প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়। ডিসিসিআই'র একটি মেম্বার ডিরেক্টরি প্রকাশের ব্যাপারে এ কমিটি একটি সুপারিশ করেছে। এছাড়াও এ কমিটি ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি ও আইসিসি-বি এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমানের কর্মজীবনের উপর দুটি সম্মাননা গ্রন্থ প্রকাশের সুপারিশ করে। এ কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বিগত ১০ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখে ইপিবিতে আয়োজিত এক্সপোর্ট অফ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ফ্রম বাংলাদেশ ঃ ফিউচার প্রসপেক্ট বিষয়ক এক সেমিনারে যোগদান করেন।

জনাব ওসমান গনি, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, আহ্বায়ক, জনাব আশফাক আহমেদ, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, জনাব আবদুল হামিদ, আহমেদ মাহমুদুল হক, এএফএম খলিলুর রহমান, জনাব মোঃ শামিম ভূঁইয়া, জনাব মোঃ মেহেদি হাসান, মিসেস শামসুন নাহার এবং ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ১২ তলা ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা সহ সৃষ্ট জটিলতা নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এছাড়া ডিসিসিআই-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণের দায়িত্ব ও তদারকি এ কমিটির দায়িত্ব। বিগত বছরের গৃহীত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এর বর্তমান (৬ তলা ও ১২ তলা) ভবন অবসায়ন করে হাইরাইজ বিল্ডিং ডিসিসিআই টাওয়ার (+ ৪০ তলা) নির্মাণের ব্যাপারে এ কমিটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উচ্চ পর্যায়ের একটি বিশেষ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ কমিটির পক্ষ থেকে বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা রাখা হয়েছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সময়ান্তরে গৃহীত এ কমিটির সুপারিশ ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিসিসিআই টাওয়ার নির্মাণের জন্য সকল ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানকে ভবন ছেড়ে দেয়ার নোটিশ জারী ও তা কার্যকর করা হয়েছে। ডিসিসিআই এর ৬৫নং প্লট পরিত্যক্ত সম্পত্তি (যা ভুলবসত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) তালিকা থেকে অবমুক্তির ব্যাপারে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাইকোর্ট থেকে প্রাপ্ত রায় এর ভিত্তিতে তা De-listed করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ডিসিসি কর্তৃক ঢাকা চেম্বারের নামে বরাদ্দকৃত ত্রিকোনাকৃতি জায়গায় নির্মিত Sculpture এর সৌন্দর্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণসহ ভবনের সৌন্দর্যবর্ধন ও দ্বিতীয় তলার পুন:বিন্যাস কার্যক্রম আধুনিকীকরণে সম্পন্ন করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করার ব্যাপারে এ কমিটি দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

এ কমিটিতে জনাব কে জি করিম, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব হোসেন আখতার, আহ্বায়ক এবং জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, কে এম এন মনজুরুল হক, খায়রুল মজিদ মাহমুদ এবং এম আনওয়ারুল হক।

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পর্ষদের নির্দেশনায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বছরে এই কমিটি ৯টি সভা করেছে। ২০১১-১২ সালে এই কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল কাজসমূহ সম্পন্ন করেছে তা হল ঃ ঢাকা চেম্বারের হিসাব ও হিসাব-বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, চেম্বারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটারী নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে, চেম্বারের অর্থের লাভজনক বিনিয়োগ করেছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ আহ্বায়ক এবং জনাব সাঈদ উজ-জামান সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব হোসেন আখতার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, এম আনওয়ারুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন, কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সফিক হোসেন এবং খন্দকার আতিক-ই-রব্বানি, এফসিএ।

ঢাকা সিটি ট্রাফিক পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১২

ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ডিসিসিআই'র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটি। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানযটমুক্ত ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার প্রয়াসে এ কমিটির তত্ত্বাবধানে বাস্তব ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়াস গ্রহণ এ কমিটির অন্যতম দায়িত্ব।

এ বছর এ কমিটির ৩টি সভার আয়োজন করে। তাছাড়াও এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা চেম্বার বিগত ৩১ মে ২০১২ তারিখে Role of Communication Infrastructure and Efficient Traffic System for Expansion of Trade & Commerce এবং ২৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে Revival of Railways potential role for business expansion শীর্ষক ২টি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনার দুটির সংকলিত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিসিসিআই ঢাকা মহানগরীর বর্তমান জনদুর্ভোগ ও যানজট নিরসনকল্পে ও দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সুপারিশসহ আশু সমাধানের নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগে চিঠি প্রেরণ করেছে। কেবল সুপারিশমালা প্রণয়নই নয় এ কমিটি জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি একটি কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

এ বছর এ কমিটিতে জনাব এম আবু হোরায়রা, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব খায়ের এম খান, আহ্বায়ক, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ তৌফিক আলী, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব মাশুক হোসেন, জনাব এম সালেম সোলায়মান, আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল এবং ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন "এনভায়রনমেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএবল এনার্জি কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল"-২০১২

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটি হলো "এনভায়রনমেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএবল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল"। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ পরিবেশে সুরক্ষায় সুষ্ঠু নীতিমালা ও নিয়মনীতির প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো, পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নগর ও শিল্প দূষণের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, ব্যবসায়ী সমাজসহ সর্বসাধারণকে পরিবেশ উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করা, পরিবেশ রক্ষায় জনগণের সচেতনা বৃদ্ধি করতে সরকারকে সর্বাধিক সহযোগিতা করা, দেশি-বিদেশি পরিবেশবাদী দাতা গোষ্ঠীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেমিনার, সিম্পোজিয়া, রাউন্ড টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা।

এ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন, সেগুলো হলো ঃ আবর্জনা ফেলার জন্য পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা, প্লাস্টিক, কাঁচ এবং পচনশীল দ্রব্য আলাদা আলাদাভাবে অপসারণ করা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন করা।

এ কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আহবায়ক জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস এবং জনাব তাহসিন আমান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্, মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান, মনোয়ার মেসবাহ মইন, ইঞ্জিনিয়ার কাজী মাহবুবুর রহমান, ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক, মোশাররফ হোসাইন ফারুকী, মোহাম্মদ ইবাদুল করিম, ইনামুল হক পাটোয়ারি এবং ডক্টর ফেরদৌসি বেগম।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এক্সপোর্ট পলিসি, এক্সপোর্ট প্রোমোশন, ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টি লেটার‍্যাল অ্যান্ড বাই লেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি (Including Privatization of SOEs) - ২০১২

এ বছর এ কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে এ কমিটির মাধ্যমে সরকারের নতুন রপ্তানীনীতি ২০১২-১৫ প্রণয়নের ব্যাপারে সুপারিশ ও মতামত প্রদান করা হয় যা আলাদা একটি অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে। এ স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ অন্তর্ভূক্তির জন্য এক প্রস্থ সুপারিশমালা ডিসিসিআই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারকে জিএসপি সনদ প্রদানের অথোরাইজেশন দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

এ কমিটির মাধ্যমে তুরস্কের EXIM Bank এর সাথে বাংলাদেশের ২৫০ মিলিয়ন ডলার Line of Credit (LOC) এর খসড়া Frame Work Agreement এর উপর মতামত প্রণয়ন করা হয় এবং তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ-আলবেনিয়া এফটিএ, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ট্রেড এগ্রিমেন্ট, বাংলাদেশ-জর্দান ট্রেড এগ্রিমেন্ট ও বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের উপর ঢাকা চেম্বারের মতামত প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৩য় D-8 Ministerial Meeting সংক্রান্ত সভায় ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত D-8 Ministrial Meeting এ ঢাকা চেম্বার "SME - a Catalyst of D-8 Economy" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। রপ্তানি নীতি, ট্রেড এগ্রিমেন্ট ও শিল্প নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সভায়ও ডিসিসিআই প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটির আওতায় এ বছর "পুনঃরপ্তানি ঃ বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা" বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় যেখানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এ স্ট্যান্ডিং কমিটি RMG Value Chain Analysis (VCA) এর উপর দুটি Stakeholders Consultation Session Validation Workshop আয়োজন করে যেখানে তৈরী পোষাক শিল্পের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। আইটিসি'র কনসালটেন্ট মিস রুপা গাঙ্গুলি VCA এর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসামা তাসীর সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব আন্দালিব হাসান আহ্বায়ক এবং জনাব এম. এস. সিদ্দিকী সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব নেসার মাকসুদ খান, শামসুল আরেফিন, মোঃ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ মশিউর রহমান মানিক, শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম, এম. শরিফ উল আলম, তোফায়েল কবির খান, মোয়াজ্জেম হক মাসুম, আসাদুজ্জামান, এনামুল হক পাটোয়ারী, ইঞ্জিনিয়ার অবঃ মোহাঃ মোহব্বত উল্যাহ্, মোঃ রাশেদ আলী, মোঃ শফিকুর রহমান, মোঃ নূরুল ইসলাম মজুমদার (সবুজ), তাহরিন আমান, তাপস প্রামানিক এবং মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এফ ডি আই, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড পোর্টফলিও ইনভেষ্টমেন্ট - ২০১২

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং দেশের পুঁজি বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে গঠিত এফডিআই, এফ ডি আই, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড পোর্টফলিও ইনভেষ্টমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশী (এনআরবি)-কে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কমিটির সভায় দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। এ কমিটির সভায় উল্লেখ করা হয় যে পুঁজিবাজারকে স্থিতীশীল করার জন্য বেশ কিছু ইতবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিন্তু এর প্রভাব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বেশ কিছু প্রণোদনা ক্যাপিটাল মার্কেটে ঘোষণা করা হলেও তেমন ইতিবাচক প্রভাব পুঁজি বাজারে পড়েনি বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। পুঁজিবাজারকে স্থিতীশীল করার জন্য বিনিয়োগকারীর আস্থা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাজার নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক এর আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং বিনিয়োগকারী উপস্থিত থেকে তাদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব রিজওয়ান-উর-রহমান আহ্বায়ক এবং জনাব আনোয়ারুল ইসলাম সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব গিয়াস উদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ নূরুল আলম, এফসিএ, খায়ের এম. খান, সোহেল আর কে হোসেন, মোঃ এনায়েত হোসেন, মামুন আকবর এবং সাব্বির আহমেদ সিদ্দিকী।

Standing Committee on Financial Institutions and Services – 2012

The main functions of the Committee are to bring dynamism in the economy, identifying the obstacles to the economic growth by pointing out the hurdles of the financial institutions namely, banks, leasing companies and other financial institutions including Insurance in helping the Small and Medium Enterprise for entrepreneurship development and to suggest pragmatic recommendations and with approval of the DCCI Board meeting to send those recommendations to the concerned Ministries and Divisions.

The issue of the committee meeting was discussion and analysis of different public related issues of the circular made by the IDRA (Insurance Development and Regulatory Authority) of Bangladesh. In total 11 (eleven) circulars were procured from the IDRA and submitted before the committee.

The Committee made the following Recommendations:

1. The DCCI Research cell may submit a report containing problems with solutions of different Insurance circulars made by IDRA.
2. From the report a key note paper may be prepared by a competent person quite knowledgeable about successful insurance management system of the country and about the keynote paper a seminar may be organized by DCCI.
3. “Seminar Title” may be selected by the Financial Institutions and Services - 2012 Standing Committee.
4. From Seminar a letter containing different problems and suggestions about insurance policy system may be sent to IDRA and concerned Ministries/Divisions.
5. Resource personnel from regulatory bodies, financial organizations, different insurance companies, banking sector etc. may remain present in the seminar.
6. Number of members in the Financial Institutions and Services Standing Committee- 2012 may be increased up to 21 from the members of DCCI of different financial instead of the existing 10 members.
7. Henceforth al the meetings of this committee may be held on Saturdays.
8. Latest correct Email addresses, designations, Mobile & Telephone numbers of this standing Committee may be rechecked and rectified accordingly in the memorandum of Financial Institutions and Services Standing Committee – 2012.

Mr. KMN Manjurul Haque, Coordinating Director, Mr. Rizwan-ur Rahman, Convenor and Mr. Sohail R.K. Hussain, Co-Convenor of this committee. The others members of this committee are Mr. Ahmed Hossain Mojumder, Dr. Kazi Saifuddin Munir, Mr. Anwar Hossain, Mr. Tahsin Aman, Mr. Abdur Raquib, Mr. G. M. Salehuddin Ahmed, Kazi Emdadul Hoque.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট-২০১২

ডিসিসিআই'র হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি দেশের এই সেক্টরের ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নসহ তা বাস্তবায়নের দিক্ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

এ বছর উক্ত কমিটির সভা ও উচ্চ পর্যায়ে একাধিক আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের গুরুত্ব যুগের চাহিদা, আরবান ডেভেলপমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় প্রতিভাত হয় যে, বর্তমানে (১) নির্মাণ সামগ্রীর বাজার মূল্যের অস্থিতিশীলতা, (২) রাজউকের অনুমোদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা/বিড়ম্বনা, (৩) জমি/প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং রাজউকের নীতিমালার ক্ষেত্রে বৈষম্য, (৪) গ্যাস-বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ সরবরাহ বন্ধ (৫) ভূমিকম্প সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। বিষয়গুলোর উপর সরকারের নজর দেয়া ও সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়ার প্রতি সকলে গুরুত্বারোপ করেন।

সরকারি-বেসরকারি নির্মাণ জায়গা কেনা-বেচা, Utility Service নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি একটি Regulatory Commission থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন বলে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া পরিকল্পিত নগরী ও আরবান ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট গড়ে তোলার উপরেও কমিটি গুরুত্ব দেন।

এ বছর ডিসিসিআই'র হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে Strengthening Regional Planning & Governance to Support the Land Development and Real Estate Sector of Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে দেশী-বিদেশী সংশ্লিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং PPP, BAP, DAP সহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা ও সুপারিশ এসেছে। কমিটি কর্তৃপক্ষ এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট সংশ্লিষ্ট সমস্যা/প্রতিবন্ধকতাগুলোর উপর পর্যাপ্ত গবেষণা ও তদানুযায়ী সুচিন্তিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃহদাকারে একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন।

এ কমিটিতে জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, আহ্বায়ক এবং জনাব সেলিম এ খান এমবিএ, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব এম সালেম সোলাইমান, সাইফুল ইসলাম, মোঃ মাহবুবুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার এম এ আউয়াল, শাহ কামাল উদ্দীন, মোঃ ইয়াসিন খান, মোহাম্মদ ইউসুফ, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুরুল হুদা, ইঞ্জিনিয়ার সামসুজ্জোহা চৌধুরী, ইঞ্জনিয়ার মোঃ আলামিন, রাসেল মাহমুদ, তরিকুল ইসলাম, নাসিদ ইসলাম, মোঃ নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ এবাদুল করিম, মোঃ মেজবাহুল ইসলাম (নান্নু) এবং মোঃ মুখতার হোসেইন।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট - ২০১২

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০১২ সালের হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি নিম্নরূপ কার্যপরিধি নিয়ে গঠিত হয় ঃ

* হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ;
* ঢাকা চেম্বার কর্তৃপক্ষকে হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট পরিস্থিতি ও এ বিষয়ে সরকারের নীতি সম্পর্কে অবহিতকরণ;

শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে দেশের জনশক্তি। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট জনশক্তি রপ্তানির বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এ সমস্ত সুপারিশসমূহ ডিসিসিআই এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণের বিষয়ে বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব আবুল হোসেন সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এস.এম. জিল্লুর রহমান আহ্বায়ক এবং জনাব রকিব মোহম্মদ ফকরুল এম. এস. সিদ্দিকী সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব মোঃ মোনায়েম খান, মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, মোঃ আমিন হেলালী, মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, মোঃ শহীদুল ইসলাম, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, মোঃ আব্দুল হামিদ, নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, তাফসির মোহাম্মদ আউয়াল, রাশেদুল হাসনাত এবং মোঃ ইব্রাহীম।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইন্ডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন - ২০১২

আমদানি বাণিজ্য, ইন্ডেটিং এবং ট্যারিফ সংক্রান্ত বিষয়ে বেসরকারি খাতের মতামত তুলে ধরার লক্ষ্যে গঠিত ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইন্ডেটিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ২০১২ সালে ২টি সভা আয়োজন করে। এসব সভায় আমদানি বাণিজ্য, ইন্ডেটিং, পিএসআই এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বছর এ স্ট্যান্ডিং কমিটি আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-১৫ এর উপর এক প্রস্থ সুপারিশ প্রণয়ন করে যা ডিসিসিআই বোর্ড এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য সীমার পুণঃবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা তোলে ধরে আমদানি সংক্রান্ত ফিস সমূহকেও পূর্ণবিন্যাসের সুপারিশ করে।

এছাড়া এ স্ট্যান্ডিং কমিটি সভায় নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং মিয়ানমারের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে "বাণিজ্য সম্প্রসারণে আন্তঃ দেশীয় সংযোগ বৃদ্ধি" সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজনের সুপারিশ করে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া এ কমিটি বিভিন্ন ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রতিষ্ঠান যেমন ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, বিএসটিআই, সিসিআইএন্ডইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভায় ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপন করে।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভুঁইয়া, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব শাহজাদা এ হামিদ, আহ্বায়ক এবং জনাব সৈয়দ টি হোসেন জাহাঙ্গীর, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব নাজির হোসেন, কে এম এইচ শহীদুল হক, মোঃ গিয়াস উদ্দিন আকন, মোহাম্মদ মশিউর রহমান মানিক, মোহাম্মদ ইকরাম ঢালী, এসকে. মোঃ ওয়ালিউর ইসলাম, মোঃ শামীম ভূঁইয়া, মোঃ বেলাল উদ্দীন, পারভেজ আহমেদ, এ. কে. এম. ফখরুল আলম, মারুতী মোহন বিশ্বাস, আলহাজ্ব মোহাঃ ইলিয়াস হোসেন, এম শহীদ উল্লাহ, মোশাররফ হোসেন ফারুকী, মূয়াজেম হক মাসুম, আসাদুজ্জামান, আবু রুশ্‌দ্ তারিক, খুরশেদ আলম, ড. খলিলুর রহমান, আরফানুল আলম, রাশেদুল হাসনাত, আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার, মোঃ নূরুল ইসলাম মজুমদার (সবুজ), মোহাম্মদ শাহ জামাল মিয়া এবং মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

Standing Committee on Infrastructure Facilities (Power & Energy) for Private Sector Development-2012

Standing Committee on Infrastructure Facilities (Power & Energy) for Private Sector Development-2012 of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has been constituted to deal with all the matters and issues relating to infrastructure development with a special emphasis on Energy & Power Sector Development. The responsibilities of the Standing Committee also cover facilitating and motivating private sector investment in the power & energy sector and provide recommendations for appropriate Policy formation by the government.

The meeting of this Standing Committee was held on March 10, 2012. In the meeting it was stated that: the old power plants should be re-activated and used to generate power and if extra 15-20% power can be generated, GDP will be increased by approximately 1%; dependence on the existing gas reserve should be reduced by focusing on use of domestic Coal; the Government should finalize the Coal Policy and use domestic Coal urgently because Gas resources of Bangladesh would dry up in next 10 to 15 years; the Committee may give pressure to the government for finalization of Coal Policy for future energy security of the Country; the government should include one representative from DCCI in all the boards related to power & energy sector of the country etc.

Representatives from this Standing Committee/DCCI have participated in the Public Hearings of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) on behalf of DCCI and raised strong voices in favour of the private sector and judicious decisions by BERC in respect of fixation energy and electricity prices and other energy related policy issues. BERC appreciated the presence and interventions of representatives of DCCI.

Mr. A. S. M. Mohiuddin Monem, Coordinating Director, Mr. Humayun Rashid, Convenor and Syed Salman Masud, Co-Convenor of this standing committee. The others Members of the committee are Nessar Maksud Khan, Engr. Mohammal Ali, Engr. Rabiul Alam, Mr. Faisal Khan, Mr. Tabith M. Awal, Engr. Moyeed Roomi, P.Eng. and Kazi Aminur Rahman.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ"- ২০১২

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্য পরিধিতে রয়েছে ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে সুপারিশমালা উপস্থাপন এবং ঢাকা চেম্বার কর্তৃপক্ষকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও এবিষয়ে সরকারের নীতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ইত্যাদি।

চলতি বছর এই কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে যেসকল সুপারিশ গৃহীত হয়েছে সেসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহ হলো ঃ মরদেহ বহনের জন্য হুগলা/চাটাই ব্যবহার না করে ব্যাগ অথবা কাপড় ব্যবহার এবং দূর্ঘটনা এলাকায় পুলিশের অভিযান বা তল্লাশি চালানোর সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার নিশ্চিত করা, ঢাকা শহরের মেয়েদের স্কুল এলাকায় ছুটির সময় পুলিশের টহল বাড়ানোর এবং ডিপ্লোমেটিক জোনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা, রমজান মাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ রমজান মাসে ইফতার, তারাবীহ এবং সেহেরীর সময়কালে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চয়তা, সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, রমজান মাসে শপিংমল, মার্কেট, রেলওয়ে স্টেশন, বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পোশাকধারী পুলিশ ছাড়াও সাদা পোশাকের পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো এবং রমজান মাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে রিজার্ভ পুলিশের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার প্রভৃতি।

এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা এবং আহ্বায়ক আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খান চেম্বারের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রসাশক/ঢাকা জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটি এবং ঢাকা জেলা আঞ্চলিক চোরাচালান নিরোধ সমন্বয় কমিটির বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে যেসকল সুপারিশ উপস্থাপন করেন তা সমাদৃত হয়।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন আহ্বায়ক এবং জনাব মোহাম্মদ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, নাসির হোসেন, আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন, এম সালিম সোলায়মান, মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), খায়ের এম খান, শোয়েব চৌধুরী, হাজী আলতাফ হোসেন, ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ), মোঃ মোনায়েম খান, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সাব্বির আহমেদ সিদ্দিকী, মোঃ ফজলুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম হানিফ এবং আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল হক (আহসান)।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট - ২০১২

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক গতি সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সড়ক, রেল ও নৌপথ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, যানজট নিরসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ গঠন, উন্নত ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিরাজমান সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক এর বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যেহেতু সুষম যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার উপর জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার নির্ভরশীল, তাই ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হল যানজট, অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, ট্রাফিক ব্যবস্থার অনিয়ম ও ট্রাফিক আইন প্রতিপালনে সচেতনতার অভাব। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

সুপারিশসমূহঃ

০১। কমিটির প্রথম সভায় বৎসরের শুরুতেই কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০২। "ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সর্পোটেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট - ২০১২" স্ট্যান্ডিং কমিটির আওতায় এ পর্যন্ত ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০৩। বাংলাদেশ এরিয়া প্লান (Bangladesh Area Plan: BAP) বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করার জন্য নিম্মরূপ গবেষণাকারীর নিকট পত্র দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়ঃ

ক) ড. রোকসানা হাফিজ, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নগরায়ন ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।

খ) ড. সারোয়ার জাহান, অধ্যাপক, নগরায়ন ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।

গ) ড. এম শামীম জেড বসুনিয়া, প্রাক্তন অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট।

ঘ) অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, পরিবেশ ও নগরায়নবিদ এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

০৪। গবেষণাকারীদের নিকট ডিসিসিআই গবেষণা সেল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক ধারণাপত্র প্রেরণ করার প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়। তবে গবেষণাকারীদের নিকট থেকে নিম্নরূপ ৫টি উদ্দেশ্য উল্লেখ করে পত্র দেয়া এবং পৃথক পৃথক ধারণাপত্র সংগ্রহ করার পরামর্শ দেয়া হয়। উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

ক) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত হিসেবে চিহ্নিত করা;

খ) পরিবহন, সড়ক নির্মাণ, গৃহায়ন, বন্দর উন্নয়ন, সড়ক নেটওয়ার্কে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার জন্য দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রণয়ন,

গ) ঢাকা-চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণে সড়ক, রেল ও নৌ পথ উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়ন,

ঘ) পানগাঁও নৌ বন্দর নির্মাণে ঢাকার সাথে ৪ লেন সড়ক নির্মাণে সুপারিশ,

ঙ) রাজধানী ঢাকার জনপরিবহন সমস্যার সমাধানকল্পে সুপারিশ এবং আরো অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

০৫। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় আগামী ৫০ বছরের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ১৫/২০ বছরের মধ্যম মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা উচিত। কারণ এখনই কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এককভাবে শত শত একর জমি ক্রয় বা দখল করে আছে। সরকারের এ বিষয়ে জরুরীভাবে পরিকল্পনা ও আইন প্রণয়ন করা উচিত। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা শহরের সাথে রাজধানী ঢাকার ৪ লেন এর রাস্তা বাস্তবায়ন করা এবং সম্প্রতি পানগাঁও নৌ বন্দরের সাথে ঢাকার ৪ লেন সড়ক নির্মাণ করা আবশ্যক।

এ কমিটিতে জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, সমন্বয়কারী পরিচালক, সৈয়দ ফরহাদ আহমেদ, আহ্বায়ক এবং ক্যাপ্টঃ মুহঃ নূরুল হক, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব এম সালেম সোলায়মান, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এস এম জিল্লুর রহমান, মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, মোহাম্মদ মেজবাহুল ইসলাম নান্নু, মোঃ এ কে ডি দ্বীন মোহাম্মদ খান, শাহ মোঃ ওয়ালিউর রহমান এবং শারাফাত হোসেন খান বাদল।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড-২০১২

পোর্ট, শিপিং, আইসিডি, ইপিজেড এবং এসইজেড সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য গঠিত এ স্ট্যান্ডিং কমিটির এ বছর ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করে উল্লেখ করা হয় যে এটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে শুধুমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনে সময় ক্ষেপণ না করে পানগাঁও এবং চাঁদপুরের কন্টেইনার পোর্ট-কে সিঙ্গাপুর ও কলম্বোর আদলে আরো বড় করা প্রয়োজন বলে কমিটির সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও রেলওয়ের মাধ্যমে কন্টেইনার পরিবহনের জন্য রেলের লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন, এতে মালামাল পরিবহনে ভোগান্তি হ্রাস পাবে।

দেশের আমদানি ও রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ বিষয়েও স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, মংলা সমুদ্র বন্দরের আধুনিকায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং এ বন্দরের নাব্যতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বন্দরে Congestion সমস্যা। মংলা সমুদ্র বন্দরকে আধুনিকায়ন করার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সভায় আরো আলোচনা করা হয় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের অটোমেশন হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম পোর্টে এখনও অনেক সমস্যা বিরাজমান। পোর্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং সরকারি বন্ধের জন্য মালামাল খালাসে বিলম্ব হলে ব্যবসায়ীদের উপর Demurrage Charge আরোপ করা হয়। এতে ব্যবসায় খরচ বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের Demurrage Charge আরোপ যাতে না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরা হয়েছে। এ বছর এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং তার সমাধানের জন্য গঠনমূলক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য "Increasing Efficiency of Sea Ports of Bangladesh" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব হোসেন এ সিকদার সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব আরিফ ইব্রাহীম আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব এম শাহজাহান খান, নেসার মাকসুদ খান, এম এ সোহেল, ফয়সাল সামাদ, মোহাম্মদ মোনায়েম খান, আমিনুর রহমান মারুফ, আলহাজ্ব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, এস. এম. মাহফুজুল হক, সান্তনু দাস, তোফায়েল কবির খান, এ কে ডি দ্বীন মোহাম্মদ খান এবং খায়ের এম. খান।

Standing Committee on "Projects Development, DBI, Research, Library and Knowledge Centre – 2012"

The main Terms of Reference of the Standing Committee on "Projects Development, DBI, Research, Library and Knowledge Centre – 2012" are:

1. To formulate appropriate policy and oversee the preparation of Annual Calendar, to conduct need based training courses and functioning of DCCI Business Institute (DBI).
2. To consider and evaluate new viable projects in consultation with donors such as the European Union, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Royal Netherlands Embassy, CIDA, GTZ, UNCTAD/WTO Asia Investment, SEDF etc.
3. To guide DCCI Research Cell for planning and undertaking Research activities on important trade and economic issues.

In 2012, 3 (three) meetings of the Standing Committee were held on 24th March, 16th June and 4th September. As per recommendations of the Standing Committee and with the approval of DCCI Board of Directors, the following activities were taken in 2012.

1. The Training Calendar 2012-13 was prepared, published and circulated among the target groups.
2. Of 37 (thirty seven) short training courses included in the calendar, 14(fourteen) short courses were held from January to September, 2012, and 426 (four hundred and twenty six) trainees participated in the courses.
3. Of 26 (twenty six) daylong workshops included for Knowledge Centre, 8 (eight) Workshops were held up to September, 2012, and 168 (one hundred and sixty eight) trainees participated.
4. BBA classes with 20 (twenty) students commenced on 16th April, 2012. Five teachers and one Vice Principal were recruited for smooth running of the classes and college management. The Additional Executive Director (AED) DBI, Mr. Ashish Kumar Paul has been working as Acting Principal of the DBI (College) in addition to his own duties.
5. An Orientation of the 1st batch of BBA (Hons) students and Certificate Awarding Ceremony of MLS-SCM (P) was held in DCCI Auditorium on 5th May, 2012. Mr. Nurul Islam Nahid, MP and Honorable Minister of Education was present in the ceremony as Chief Guest and Dr. Syed Anwar Hossain, Inspector of Colleges of the National University was present as Special Guest. Hon'ble Education Minister Mr. Nurul Islam Nahid, MP awarded the certificates among the successful candidates.
6. Steps have been initiated to provide Consultancy Services in respect of MLS-SCM(P) in line with BUET Research Training and Consultancy (BTRC) services to provide in house Consultancy Services to outside organizations. Trainers of MLS-SCM(P) TOT Workshop have been requested to develop the Training Modules for the TOT Workshop which may be received soon. After that, the TOT workshop will be held in DBI.

Kh. Shahidul Islam, Coordinating Director, Mr. Kamrul Islam, Convenor, Mr. Enayet Karim, Co-convenor of the Committee. The other Members are Mr. Masudur Rahman, Mr. Md. Sabur Khan, Mr. Data Magfur, Rafiqul Islam Khan, FCA and Mr. M. Sharif ul Alam.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং - ২০১২

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১২ এর মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এ কমিটি সরকারি মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ

সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতারও (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

গত ১০ জুলাই ২০১২ তারিখ ডিসিসিআই এর অডিটোরিয়ামে পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মজিবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে আজাদ, সভাপতি, এফবিসিসিআই এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা। এ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতায় পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সহনীয় পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন।

সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, যানজটের কারণে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, মধ্যসত্ত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার ও মার্জিন বৃদ্ধি, খাদ্য মজুদ সম্পর্কিত তথ্যের অপর্যাপ্ততা, বিতরণ ও সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং অস্বচ্ছতা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে দায়ী করেন। তিনি এ সমস্যা নিরসনে বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলোকে সঠিকভাবে কার্যকর করা, টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিবহন খাতের চাঁদাবাজি বন্ধ করা, অধিক হারে খোলা বাজারে সরকারি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে তা বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বাজারের পণ্যের মূল্য তালিকা টানানোর নিয়ম চালু করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মজিবুর রহমান ব্যবসায়ীদের প্রতি পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো বলেন পর্যায়ক্রমে সকল ধরণের পণ্য প্যাকেটজাত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা বলেন, খুব শ্রীঘই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হবে এবং জেলা পর্যায়ে এ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা হবে। তিনি ভোক্তা অধিকার আইনের বিবিধ ব্যবহার এবং আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান। তিনি এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের যথাযথ ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। উক্ত মতবিনিময় সভায় মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি হায়দার আহমদ খান, এফসিএ; পরিচালক এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম; প্রাক্তন পরিচালক নিয়াজ রহিম; প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম; প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব নাসির উদ্দিন খান; ডিসিসিআই সদস্য দ্বীন মোহাম্মদ প্রমূখ।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ ডিসিসিআই এর অডিটোরিয়ামে এ কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট ৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে "আয়কর রিটার্ণ জমাদান এবং ভ্যাট প্রদান প্রক্রিয়া" (Income Tax Return Submission and VAT Payment System) বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন এবং জনাব এম এ কাদের সরকার।

কর্মশালায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, জনগণের ভোগান্তি কমানো এবং সাধারণ মানুষ যাতে আরো বেশি পরিমাণে কর প্রদানে উৎসাহিত হয় সে লক্ষ্যে Automated Tax Calculator পদ্ধতি দ্বারা সরকার কর প্রদান প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন ও সহজতর করেছে।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটলে দেশে আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়বে এবং এর ফলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যদ্বয় বলেন, আগামীতে দেশের সকল জেলা শহরে আয়কর মেলা আয়োজনের মাধ্যমে অধিক কর আহরণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। টিন নম্বর থাকা সত্বেও যারা কর প্রদান করছে না তাদেরকে করের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অডিট ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে। কর্মশালায় ডিসিসিআই এর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য জনাব মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন পৃথক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দ কর বান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং - ২০১২ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

০১। কমিটির প্রথম সভায় বৎসরের শুরুতেই কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপুঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০২। প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১২" এ পর্যন্ত ২টি সভা, ২টি যৌথ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ১টি কর্মশালার আয়োজন করে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম আহ্বায়ক এবং জনাব এম এ রাজ্জাক সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব সৈয়দ হাবিবুর রহমান, ওয়ালিউর রহমান, মিসেস সামসুন নাহার, এ কে এম দেলোয়ার হোসেন, মোঃ বেল্লাল হোসেন, আবুল বাসার, কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমেদ, মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ, দ্বীন মোহাম্মদ, হাজী মোঃ শহীদ হোসেন।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন - ২০১২

শিল্প উন্নয়ন তথা জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) এর গুরুত্ব অপরিসীম। এসএমইদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২০১২ সালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এসএসই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার ২০০৯ এর ফলো-আপ কার্যক্রম হিসেবে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করার সুপারিশ করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮-১০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে ৩য় ডি-৮ মিনিষ্টারিয়াল কনফারেন্স আয়োজন উপলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার "SMEs : a Catalyst of D-8 Economy" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ডি-৮ ভুক্ত দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী সমন্বয়কারী পরিচালক, মিসেস সাফিনা রহমান আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন, শোয়েব চৌধুরী, মোঃ আবরার রহমান খান, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মিসেস নাসরীন আনোয়ার, ইঞ্জিনিয়ার মঈন রুমী, আবু বকর মোঃ সিদ্দীক, মামুন আকবর, মিসেস পারভীন হোসেন এবং মিসেস ভিকারুন্নিসা।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার -২০১২

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশী বিদেশী সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়।

দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ৩২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২০১২ সালের ৪-১০ জুনে চীনে অনুষ্ঠিত সপ্তম চায়না সাউথ-এশিয়া বিজনেস ফোরাম এবং "৫ম সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ ট্রেড ফেয়ার" এ অংশগ্রহণ করে। ডিসিসিআই এর পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), খায়রুল মজিদ মাহমুদ, ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, ওসামা তাসীর এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাশুক হোসেন সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। চীনের ইউনান প্রদেশে অনুষ্ঠিত এ মেলায় বাংলাদেশ থেকে ডিসিসিআই কো-অর্গানাইজারের ভূমিকা পালন করে। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ৫ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত "চীন ও দক্ষিন এশিয়ার মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক" বিষয়ক প্যারালাল সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

কুনমিং মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রপ্তানীযোগ্য হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, তৈরী পোশাক, হোম টেক্সটাইল, আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডিসিসিআই'র প্রদর্শকদলের সদস্য হিসেবে মেলায় তাদের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করা হয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ ডিসিসিআই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলটি ইউনান চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষে বৈঠকে মিলিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) সমন্বয়কারী পরিচালক, সৈয়দ হাবিবুর রহমান আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব নাসির হোসেন, মাশুক হোসেন, আলহাজ্ব শরফুদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, মোঃ গিয়াস উদ্দিন আকন, মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, সুমন তালুকদার, মোঃ রাশেদ আলী, মোঃ মোনায়েম খান, ড. খলিলুর রহমান, শেখ আজহার হোসেন, জামিল মাহমুদ, মোঃ আনোয়ার হোসেন, শামসুল আলম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, এ কে এম দেলোয়ার হোসেন, মিসেস পারভীন হোসেন, মিসেস নাসরিন আনওয়ার, মিসেস পপি চৌধুরী, খায়ের এম খান, পারভেজ আহমেদ, মোঃ আজিজুর রহমান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, মোরশেদ রেজা, মোঃ বেলাল উদ্দিন, এম শহীদ উল্ল্যাহ, বেলাল হোসেন, আবু সাঈদ রেজা, মারুতি মোহন বিশ্বাস, মোঃ আবুল বাসার, আবরার রহমান খান, মোঃ শফিকুর রহমান (শফি), মোঃ রাফিজুল ইসলাম, সানাউল হক বাবলু, এম এ মান্নান এবং মোহাঃ মোশাররফ হোসেন।

Standing Committee on Telecom, ICT and Intellectual Property Rights 2012

Standing Committee on Telecom, ICT and Intellectual Property Rights 2012, of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) was created to act as a platform for a comprehensive outlook on important issues relating to IT infrastructure and draw-up realistic and achievable resolutions for encouraging IP which will add value to all stakeholders particularly to the private sector. In order to have a realistic objectives mission statement was approved by the committee in the beginning of the year and accordingly several activities were undertaken throughout the year.

DCCI organized a Conference on Bangladesh 2030: Strategy for Growth in 2010 where DCCI presented a vision for making Bangladesh as one of the 30th largest economies by the year 2030. In order to attain these objectives DCCI identified some Growth Drivers in which IT was one of the prominent Growth Drivers; this S/C worked for development of IT sector through its several activities and projects.

The Committee took several activities to make the Chamber activities as a fully automated like an e-Chamber and worked for enhancing contribution of ICT and Telecom as a Cross-Cutting sector towards meeting the Vision 2021 target. Some of these activities are; upgrading activities of DCCI Accounts through automation and help DCCI to be an IT-Enabled Chamber, installed Touch Screen Kiosk, Electronic Display System (Signage), Structured LAN System.

DCCI implemented some Software for various Applications, such as: HR Management, Payroll, PF, Leave Management, Staff Income Tax, Member Database & Membership Services System, Inventory Management System, Fixed Asset Management System etc. A New Website of DCCI with an objective to go for B2B web portal already been launched. All members or nonmembers can collect any business related information from the website.

In view of its well-articulated mission, the Committee also undertook some other activities throughout the year. Organized seminars and workshops in cooperation with Ministry of Industries, Bangladesh Bank, IFC and similar other organization in different aspects of IT, Telecom and IPR issues. A project namely The Netherlands Trust Fund (NTFII) is being implemented in 2011 starting its journey from 2010.

Several activities were initiated under this project. A training for the Foreign Trade Attaches is one of the important events organized in The Netherlands where ten Attaches posted in several EL) countries from Bangladesh were trained on how to organize and support private sector for preparing Trade Fair for adding additional efforts for creating Bangladesh as one of the important IT outsourcing countries.

Mr. T.I.M. Nurul Kabir, Coordinating Director, Mr. Md. Sabur Khan, Convenor and Syed Mamnun Quader, Co-Convenor of this standing committee. The others Members of the committee are Mr. Salahuddin Abdullah, Mr. Kamrul Islam, FCA, Mr. Khondkar Atique -E- Rabbani, Mr. Asif Mahmood, Mr. Humayun Rashid, Mr. Ashraful H Chowdhury and Ms. Jahrat Adib Chowdhury,Barrister-at-Law.

কনস্টিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটি - ২০১২

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নতুন মেম্বার অন্তর্ভুক্তি, মেম্বারশীপ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি, সার্বিক প্রশাসন, প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে প্রশাসন বিভাগ ও মেম্বারশীপ বিভাগকে দিক-নির্দেশনা দেয়া এই কমিটির মূখ্য দায়িত্ব। এছাড়াও চেম্বার সচিবালয়ের কাজের মানোন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণসহ সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই কমিটি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ বৎসর কনস্টিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেম্বারের কতিপয় শূন্যপদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরও নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও এ বিশেষ কমিটির মাধ্যমে চেম্বারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Annual performance বিবেচনা করে নিয়মানুযায়ী চেম্বারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের পদন্নোতি ও বার্ষিক স্বাভাবিক ইনক্রিমেন্ট অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়েছে যা পর্ষদ অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নতুন বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে যা নভেম্বর ২০১২ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ কমিটির আহ্বায়ক। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, আবসার করিম চৌধুরী, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, হোসেন এ সিকদার, মন্জুর-উর-রহমান (রাসকিন), সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ, নাসির হোসেন, দাতা মাগফুর এবং নেসার মাকসুদ খান।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) has been organizing various training programmes in 2012. It has prepared a Training Calendar-2012-13 (April-March) under the guidance of the DCCI Standing Committee on DBI. After approval of the Standing Committee and Board of Directors of DCCI, the Training Calendar was finalized and training courses are being conducted accordingly. Later, the Training Calendar was published and sent to important business organizations. In accordance with the Calendar, DBI has been implementing thirty seven (37) short training courses and twenty six (26) daylong workshops for the development of forward-looking entrepreneurs and business executives this year. It has also continued to organize Certificate / Diploma courses and to hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM$^{(P)}$)", in cooperation with International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business entrepreneurs and executives and the responses from the business community, as a whole was tremendous. DBI has also successfully started classes of BBA (Hons) Course from this year with twenty (20) students, on being affiliated with the National University. This was a fulfillment of the long cherished goal of DBI . The main activities of the DBI for 2012 are narrated below:

1. **Short-term Training Courses in DBI:** As usual, DCCI Business Institute has continued its short-term training courses of 3 & 5 half days this year. From January to September, 2012, the following 19 short training courses were held in which four hundred twenty six (426) participants participated as compared to 14 short training courses and 284 participants during the previous year.

   (i) Human Resource Development; (ii) Effective Selling Skills & Advertising; (iii) Effective International Business Communication in English; (iv) How to prepare a Bankable Project Proposal for Getting Loan; (v) How to Develop Distribution Network for Marketing of Products; (vi) Managing Accounts – Best Practices, (vii) How to Establish a New Business; (viii) Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC); (ix) Shipping Procedures of Export & Import; (x) Effective Business Communication in English & E-mail Writing; (xi) Development of Leadership Skills for Management; (xii) Import and Indenting Procedures; (xiii) Role of Company Secretary and the Art of Effective Communication; (xiv) Rules & Procedures of VAT & Income Tax; (xv) Store and Inventory Management; (xvi) Management Skill for HR & Administrative Professionals; (xvii) Human Resource Management (HRM); (xviii) Rules & Procedures of VAT & Income Tax; and (xix) Export Marketing Management & Documentation.

The participants of the courses expressed great happiness at the outcome of the courses which enhanced their knowledge, skill and widened their mental horizon. They also requested to continue such courses in the years ahead.

2. **MLS-SCM$^{(P)}$ Certificate/Diploma Course in Cooperation with ITC, Geneva:**

   Under the technical assistance programme of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, DBI has been conducting Certificate/ Diploma courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM$^{(P)}$) and holding examinations since 2004. DCCI is the only Authorised Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised markets both at home and abroad, by effectively managing the supply chain. The course has eighteen (18) modules which cover from purchasing of raw materials upto Customer Relationship Management. The main objectives of the course is to train participants how to obtain quality inputs at the most competitive prices and the slogan of the course is "**Buying into Competitiveness**".

During 2012, 11th batch (January, 2012) & 12th batch (July, 2012) of Certificate Course were successfully started with forty two (42) and fifty (50) participants respectively as compared to 44 and 40 respectively in the previous year. In addition, 22 and 11 participants have been attending Advanced Certificate and Diploma Classes of MLS-SCM(P) respectively. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on the job to attend training courses conveniently to increase their productivity and advance better job opportunities. Regular Certificate/Diploma examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in DBI in March & September, 2012 successfully. Total number of examinees were 107 (with 326 modules) in March and 121 (with 339 modules) in September, 2012 as compared to 121 (321 modules) and 113 (321 modules) respectively in the previous year. The record shows an increasing trend in the enrolement and number of examinees. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva upto its full satisfaction.

DCCI won the "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award 2010" of ITC- UNCTAD/WTO, Geneva.

The latest enrolement of 50 participants in the MLS-SCM(P) certificate course in July , 2012 batch, an all-time high enrolement, exhibits the popularity of DBI, despite the fact that many others competitors have started Supply Chain Management Courses in Bangladesh. This is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market. ITC has developed 18 modules of MLS-SCM(P) to help companies achieve excellence in the supply chain management. These are:

18 Modules of MLS-SCM(P)

1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement ; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain.

The symbol(P) signifies the power of purchasing which is the key element to become competitive. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of (20) twenty experienced trainers through seven ToT Workshops for conducting Certificate/Diploma Course in MLS-SCM(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva.

A number of Trainers of DBI were awarded the Certificate of the Best Success Story Winner from ITC. They demonstrated that they had contributed to significant saving total cost in the cost of purchase (more than 15%) in a year by using the tools and techniques of MLS-SCM(P) in their respective organization. After taking necessary preparation for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering regular courses from 2007. So far, 422 participants participated in Certificate Course, 208 in Advanced Certificate and 136 in Diploma. Out of them 80 have already received International Certificates, 35 received International Advanced Certificates and 22 received International Diplomas in MLS-SCM(P). In 2012, 92 participants (in total) have been admitted for the certificate course. They have been rating the course as very good and the trainers very experienced and effective. These trainers are the champion of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh.

DCCI won the "MLS-SCM (P) Best Network Partner Institution Award 2010" of ITC - UNCTAD/WTO, Geneva

It may be mentioned that DCCI is the recipient of "MLS-SCM (P) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva, among its 120 partner Institutions in 69 countries. The award was given at the "MLS-SCM(P) Global Network Roundtable", held at Kuala Lumpur, Malaysia during 06-08 April, 2011.

3. **DCCI-Knowledge Centre (KC):** DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After the MoU with them expired in June, 2008, DCCI continued the activities of "DCCI-Knowledge Center" as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers.

   Services of KC: The main services of KC are: (i) Trade & Technologies Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. DCCI-Knowledge Center has two main sources of income. These are:

   (1) Sale of Services: it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc. and

   (2) Workshop Registration Fees: it includes the registration fees from the participants of different workshops conducted by KC. Holding of day-long workshops on weekends (Fridays and Saturdays) is a new initiative of KC. From January to September, 2012 following workshops were held :

   (i) Professional Business Management, (ii) Branding for Business Success, (iii) Strategic Procurement Skills, (iv) UCPDC (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit), (v) Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes, (vi) Effective Office Secretary for MD/CEO, (vii) Agribusiness Supply Chain Management-Issues and Challenges and (viii). VAT & Customs Procedures for Import & Export.

The responses were quite satisfactory. Total Number of Participants for these courses were 168 and on average 21 participants per workshop.

4. **DBI Started BBA Course under National University**

   The long-term vision of DBI is to emerge as a Professional Business School with wide-ranging modern knowledge-based education and Centre of Excellence. With a view to achieve this goal, DBI approached the National University (NU) of Bangladesh for affiliation in 2009. After taking necessary preparatory steps and fulfilling the requirements, DBI was granted affiliation for conducting BBA (Hons) course by the National University on 18-01-2011 for the session 2010-2011 with 50 (fifty) seats . But no student could be admitted in the BBA course during the session 2010-2011 for shortage of time. Application was again submitted to the National University for renewal of affiliation for the session 2011-2012. In response, affiliation of DBI for BBA course for the year 2011-2012 was renewed by the National University on 02-01-2012.

   A Governing Body of the DBI (College), headed by President, DCCI, has been formed in consultation with the National University. An Acting Principal, a Vice Principal and necessary staff members were appointed to run the activities of BBA smoothly. Full time and Part time qualified and experienced teachers for all subjects were also appointed. Necessary steps were also taken to admit students in the BBA (Hons) Course (1st Batch). Thus BBA Course with 20 students was started in DBI (College) in 2012 fulfilling the long-cherished dream of DCCI.

Orientation of the 1st Batch of BBA Course held in DBI

DCCI Business Institute organized an "Orientation Programme of the 1st Batch of BBA Course" under National University on 5 May, 2012. Hon'ble Education Minister Nurul Islam Nahid, M.P. was present during the occasion as the chief guest while Inspector of Colleges of National University Dr. Md. Anwar Hussain was present as guest of honour. DCCI Past Presidents and Directors along with BBA students & guardians participated in the orientation ceremony.

In his address of welcome, DCCI President, Asif Ibrahim stated that in order to meet the growing demand for training services of the business community, DCCI Business Institute (DBI) was established initially as a training centre in 1991 under a technical assistance programme of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. Since then DBI has been conducting need-based training courses for development of entrepreneurs and business professionals. He thanked National University for granting affiliation to conduct Professional BBA course in DBI.

Hon'ble Education Minister congratulated and thanked DCCI for taking such a commendable initiative. He added that training is a must for creating skilled manpower. He also stressed on ensuring quality education as it plays a pivotal role in developing socio-economic conditions of a country. Citing the example of DCCI Business Institute, he also called upon other business people in the country to come forward in line with the government for the development of education sector.

Inspector of Colleges of National University, Dr. Md. Anwar Hussain stated that despite its limitations, National University conducts various courses of degree in the rural areas as a commitment to cater to the need of millions of students passing out HSC every year. He called upon the business community to engage themselves in the education sector under PPP model. He also commended the initiative of DCCI and assured full cooperation for the success of BBA Course.

Former President of DCCI and Convenor of Ad hoc Management Committee of DBI College, M.H. Rahman opined that Bangladesh has to compete in the global business arena for which modern knowledge is necessary. He assured that the newly admitted BBA students of DBI College will get quality and standard education. Executive Director of DBI Md. Hossain Ali made a multimedia presentation highlighting different aspects of BBA course in DBI during the orientation programme. DCCI Senior Vice President Haider Ahmed Khan, FCA offered vote of thanks.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

কালের কণ্ঠ

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের ব্র্যান্ডিং করুন : প্রধানমন্ত্রী

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ : বুধবার, ৬ ডিসেম্বর ২০১২

বিশ্ব দরবারে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরুন

বহু পরিশ্রমে অর্জিত পোশাক শিল্পের সুনাম যেন নষ্ট না হয় : প্রধানমন্ত্রী

The Daily Star

DHAKA THURSDAY DECEMBER 6, 2012

Key buyer backs pay hike for RMG workers

Information Minister Hasanul Haq Inu, fourth from left, speaks at a seminar on "testimonials of in-country and ex-country experience sharing", organised by DCCI at Sonargaon Hotel in Dhaka yesterday.

theindependent

DHAKA, WEDNESDAY DECEMBER 21, 2011

DCCI chief re-elected

NEWAGE

MONDAY, JANUARY 9, 2012

DCCI lambastes govt for putting economy in jeopardy

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

ভোরের কাগজ

ডিসিসিআই-ক্যানচেম সেমিনারে বক্তারা

বাংলাদেশ-কানাডা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ছে

সমকাল

ইউএন-এসক্যাপের কাউন্সিলে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান

সম্প্রতি থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইউএন-এসক্যাপের বিজনেস অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলে ঢাকা চেম্বার সভাপতি জাসিফ ইব্রাহীম, জাইসিসি বাংলাদেশ সভাপতি মাহবুবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রেজেকা আফজাল

দৈনিক ইত্তেফাক

সরকারকে মনে রাখতে হবে জনগণের কথা

কালের কণ্ঠ

১ এপ্রিল ২০১২, রবিবার

মালদ্বীপের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ›

মালদ্বীপের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি জাসিফ ইব্রাহীম। শনিবার পানির ব্রাহ্মণবাড়িয়া চেম্বারের চেয়ারম্যান মালদ্বীপের পার্লামেন্ট সদস্য শিহাব ও মালদ্বীপের মন্ত্রী আহমেদ রামিজ আবদুল গফুর ও ডিসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল আজিজের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ আহ্বান জানান তিনি। সার্ক ট্রেড চেম্বার ও ইন্টারপ্রো মার্ট-২০১২ উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় এসেছেন মালদ্বীপ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের এই দুই সদস্য। সাক্ষাৎকালে ডিসিসিআইয়ের সভাপতি জাসিফ ইব্রাহীম মালদ্বীপের মন্ত্রী আহমেদ রামিজ আবদুল গফুর ও প্রতিমন্ত্রী আবদুল আজিজকে বাংলাদেশে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান।

মালদ্বীপের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের সহযোগিতা পাইল খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে জাসিফ ইব্রাহীম বলেন, সার্কভুক্ত এই দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের পক্ষে আরও ১৫-২০ দুবার ঢাকায় আসা প্রয়োজন পড়বে বলে। বাংলাদেশ বিশ্বে মালদ্বীপের প্রবেশদ্বার সাজিয়ে এবং ডিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক টাকা হাবিবুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

হাউজিংয়ের জন্য বিএপি করার প্রস্তাব ডিসিসিআই'র

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা প্রসারের জন্য রিয়েল এস্টেট খাতের জন্য সরা দেশব্যাপী টিকা করার তালিকা নিয়েছেন ঢাকা চেম্বারের (ডিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট জাসিফ ইব্রাহীম। একদা বাংলাদেশ এভিয়েশন বা সিএবি করার প্রস্তাব দিয়েছেন। শনিবার বাণিজ্যসভা ডিসিসিআই বিশ্বসংবাদে এক সেমিনারে এ প্রস্তাব দেন। বাংলাদেশের ভূমি ও রিয়েল এস্টেট খাতের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক বীর উত্তম। প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা কাজী খলীকুজ্জমান চৌধুরী বক্তব্য দেন এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ের সভাপতি বাংলাদেশ এবিসি সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি দেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে বড় শহরগুলোতে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে জানিয়ে এসব সমস্যা সমাধানে আবাসনখাতের জন্য বিশেষ পদ্ধতি সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি সরকার পুরীত আশ প্রকল্পের আওতায় নতুন গৃহায়ণ প্রকল্পের জন্য জমি বরাদ্দ দাবার প্রস্তাব করেন। এবারা খাতের বিকাশের জন্য যথাযথ আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাংক সুদের হার এবং কর্মসংস্থান, ভূমি জটিল পদ্ধতি ডিজিটাইজড করা, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে রিয়েল এস্টেট বিষয়কে সম্পৃক্ত করা, গৃহায়ণ নীতিমালা প্রণয়ন করার দাবি জানান।

আবদুল আজীম খান, এবিসি, আইন ও বিচারমন্ত্রণালয় ব্যবস্থা পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগকারের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে সরকারের সমস্যাগুলো কম তুলে আনাসহ সুবিধা পাবে। তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের চরিত্রগত বিকাশের বিকল্পসহ বা নিজে সব আগে বাংলা পরিচালনার আহ্বান জানান।

জনকণ্ঠ

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত

ইজিবাইক তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার চান ডিসিসিআই নেতৃবৃন্দ

daily sun

DHAKA | FRIDAY | 23 MARCH 2012

Law and order deteriorates immeasurably: DCCI

DCCI advocates police administration reform

Win over maritime row

DCCI hails govt's efforts

Business Desk

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), the largest and prime trade body of the country, has extended its heartiest felicitation and compliments to Prime Minister Sheikh Hasina in winning Bangladesh's maritime boundary claim over Myanmar.

In a statement, the DCCI termed it as an example of diplomatic acumen and far-sightedness of the present government.

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) based in Hamburg, Germany on March 14, 2012 delivered its judgment in favour of Bangladesh in the dispute concerning the delimitation of the maritime boundary of 200 nautical miles as its Exclusive Economic Zone (EEZ) between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

বাংলাদেশ প্রতিদিন

টিআইএনধারীকে বাধ্যতামূলক কর দিতে হবে

আমার দেশ

সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট

বর্তমানে সৎভাবে ব্যবসা করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে

দৈনিক জনতা

বাংলাদেশ-পশ্চিমা বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানোর তাগিদ ঢাকা চেম্বারের

দৈনিক ইত্তেফাক

ডিসিসিআইতে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেক্টরি' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

যুগান্তর

বড় চ্যালেঞ্জ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট

প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

একান্ত সাক্ষাৎকারে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম

The Daily Star

Hartal hurting economy: DCCI

The Financial Express

Mahbubur Rahman, Anwar Hossain honoured

BTCCI AGM puts thrust on bilateral trade growth

নয়া দিগন্ত

ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার সময় এখনো আসেনি

সংবাদ

বৌদ্ধপল্লীতে হামলায় ডিসিসিআইর উদ্বেগ

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

যায়যায়দিন

ডিসিসিআই আলোচনায় বক্তারা

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ৪০ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন সম্ভব

The Financial Express

The News Today
Wednesday, October 17, 2012

Haider Ahmed Khan, Acting President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, and Jilin Province Bie Shengtao, president of Chinese General Chamber of Commerce, exchanging documents after signing an a Friendly Association Agreement on behalf of their respective organizations in the city on Tuesday.

DCCI signs MoU with Chinese Chamber

সকালের খবর

A meeting between DCCI and business delegation of Bhojraj Chamber of Commerce and Industries, Nepal in progress in the city Tuesday.

DCCI, BCCN sign MoU on bilateral trade cooperation

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয় করবে ডিসিসিআই

সকালের খবর

তরুণ উদ্যোক্তা

বাংলাদেশকে বিশ্বের ৩০তম ধনী দেশ করা সম্ভব : আসিফ ইব্রাহীম

আসিফ ইব্রাহীম

The Daily Star
DHAKA SUNDAY SEPTEMBER 23, 2012

theindependent
DHAKA, FRIDAY SEPTEMBER 28, 2012

FBCCI, DCCI condemn attack on Chittagong Chamber office

STAFF REPORTER

DHAKA, SEPT 27: The country's apex trade body FBCCI in a press statement on Thursday expressed its grave concern and denounced vandalising of Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI) office by some local people.

Meanwhile, another trade body, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in a press statement also condemned the incident urgeding this heinous attack.

As an old trade organisation, CCCI has been playing a significant role in the development of national economy, FBCCI said. "Along with the Chittagong businessmen, the country's whole business community were also concerned at such business activities," FBCCI said in a statement.

Such act in the port city of Chittagong may create stalemate in the port activites and may have a negative impact on the country's overall trade, commerce and industries, both the FBCCI and the DCCI said in their statements.

Acting president of DCCI Haider Ahmed Khan said attacking on the CCCI office was like an attack on the country's overall business community.

Both the apex trade bodies urged the government to take exemplary punishment against the culprits responsible for the attack on CCCI.

Meanwhile, Haider Ahmed Khan also called upon the law enforcement agencies to perform their duties with utmost sincerity to stop any occurrence of such activity in future.

Asif Ibrahim, chairman of Business Initiative Leading Development (BILD) and DCCI president, speaks at a discussion to launch BILD at Nagorik Bangla Hotel in Dhaka yesterday. Ferdous Ara Begum, chief executive officer of BILD, was also present.

জাতীয় বাজেট ২০১২-২০১৩ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা

সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা প্রদানের অঙ্গিকারকে সামনে রেখে ঢাকা চেম্বার যে বাজেট প্রস্তাবাবলী প্রণয়ন করেছে তার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১. স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কর হারের যৌক্তিকীকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান যাতে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়;

২. কর নেটওয়ার্ক বাড়ানো, যাতে ব্যক্তি করদাতার উপর করের আপাতন ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং কর রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়;

৩. কর নীতিমালার বিভিন্ন ধারার মধ্যে পারস্পারিক অসামঞ্জস্যতা নিরসন এবং কর নীতিমালার সংস্কার প্রস্তাব ইত্যাদি।

এ সমস্ত সুপারিশসমূহের উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি খাতের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরী যাতে বেসরকারি খাতের উপর যে গুরুদ্বায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী হওয়া সম্ভব হয়। তবে এ সমস্ত সাফল্যই নির্ভর করছে নীতমালার সঠিক বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অর্থ্যাৎ সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর। ঢাকা চেম্বার তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে বিষয়টি Brand করতে চায় তা হলো The Best of Bangladesh is Business এবং সে লক্ষ্যে চেম্বার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে ঃ-

১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনীতিকে অর্থনীতির স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি।

২. Cost of Doing Business কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সর্বাধিক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং জ্বালানী ও বিদ্যুতের নিশ্চয়তা।

৩. ট্রেড ফেসিলিটেশন সংক্রান্ত যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

৪. সুশাসন এবং ই-গভার্নেন্সের বাস্তবায়ন।

এ বছরে ঢাকা চেম্বার আয়কর সংক্রান্ত ২৮টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কিত ২৫টি, মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত ১২টি প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব ঃ

১। **ব্যক্তি শ্রেণীর কর ঃ**

বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার আয়ের করমুক্ত সীমা ১,৮০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃপক্ষে ২,৫০,০০০/- টাকা করা আবশ্যক। মহিলা করদাতা ও বয়স্ক নাগরিক (৬০ বৎসর) এর ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ২,০০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৭৫,০০০/- টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৫০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে।

২। **ব্যক্তি করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত ঃ**

বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে করদাতাগণের ক্ষেত্রে মোট আয়ের ২০% বা এক কোটি টাকা এর মধ্যে যেটি কম তা অনুমোদিত বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে কর রেয়াতের পরিমাণ ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা প্রয়োজন।

৩। **কর রেয়াত হিসেবে মূল বেতনের বাড়ী ভাড়া সিলিং বৃদ্ধি ঃ**

বাড়ী ভাড়ার সিলিং মূল বেতনের ৫০% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% করা যেতে পারে এবং সর্বোচ্চ রেয়াত সীমা ১৫,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৪,০০০/- টাকা করা যেতে পারে। বর্তমানে বাড়ী ভাড়া অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে সমন্বয় রেখে এ সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।

৪। **কর রেয়াতের জন্য চিকিৎসা ভাতার ক্ষেত্রে শর্ত প্রত্যাহার ঃ**

চিকিৎসা ভাতার উপর কর প্রদানের শর্তপূরণ করা হয়রানীমূলক তাই চিকিৎসা ভাতা হিসেবে প্রদত্ত সম্পূর্ণ অংককে করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।

৫। **নগদ যাতায়াত ভাতার সীমা বৃদ্ধি ঃ**

বেতনভুক্ত কর্মচারীগণের অন্য কোন যাতায়াত সুবিধা না থাকায় এবং দেশে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে নগদ যাতায়াত ভাতার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। নগদ যাতায়াত ভাতার সীমা ২৪,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে। এছাড়া চাকুরিদাতা কর্তৃক প্রদেয় বিনা মূল্যে যাতায়াত সুবিধালব্দ প্রচ্ছন্ন আয় মূল বেতনের ৭.৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে।

৬। **স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের চেকের মাধ্যমে বেতন পরিশোধের সীমা বৃদ্ধি ঃ**

অল্প আয়ের কর্মচারীদের ব্যাংকের ঝামেলা হতে পরিত্রাণ দেয়ার লক্ষ্যে কর্মচারীদের বেতন চেকে ১৫,০০০/- হতে বাড়িয়ে ২০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে।

৭। **পারকুইজিট সীমা বৃদ্ধি ঃ**

চাকুরিজীবি করদাতার জীবনযাত্রার মানের সাথে সঙ্গতি রেখে পারকুইজিট সীমা বাড়ানো দরকার। চাকুরীদাতার অনুমোদিত পারকুইজিট সীমা ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে।

৮। **কর্পোরেট কর**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলা এবং দেশে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য কর্পোরেট করের হার নিম্নলিখিতভাবে যৌক্তিকীকরণ করা প্রয়োজন বলে ঢাকা চেম্বার সুপারিশ করে।

(ক) শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর মুনাফার উপর করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ২০%, করা;

(খ) প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর মুনাফার উপর করের হার ৩৭.৫% থেকে কমিয়ে ৩০%, করা;

(গ) তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর কর হারের পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;

(ঘ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর হার ৪২.৫% থেকে হ্রাস করে ৪০%, করা;

(ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটরদের জন্য করপোরেট করের হার ৪৫% থেকে হ্রাস করে ৪২.৫% এবং যে সকল কোম্পানী স্টকমার্কেটে তালিকাভুক্ত হবে তাদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩২.৫% করা যেতে পারে। তবে শর্ত হিসেবে স্টক মার্কেটে শেয়ার অফ লোড এর ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% এর স্থলে ২০% হতে হবে;

৯। **CSR সংক্রান্ত ঃ**

CSR কর্মকান্ডের উপর শুধুমাত্র ১০% কর রেয়াত দিলে করদাতাগণ উৎসাহিত হবে না। তাই CSR কর্মকান্ডে কোম্পানীর বিনিয়োগ হারে ব্যয়কে লাভ-ক্ষতি হিসেবে দেখানোর অনুমতি দিলে তারা কর প্রদানে উৎসাহিত হবে। একই সাথে CSR কর্মকান্ড সংক্রান্ত তালিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত CSR কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে এ তালিকাটি CSR এর সংজ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে স্পষ্ট করা দরকার।

১০। **ধারা ১৬ CCC অনুযায়ী ন্যূনতম করের বিধান ঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৬ CCC অনুযায়ী ০.৫০% হারে ন্যূনতম করারোপের বিধান প্রত্যাহার করা দরকার। এ ধরণের করারোপ আয়করের সংজ্ঞা বহির্ভূত। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের Loss হলে কর প্রদান অযৌক্তিক বলে এ বিধানটি প্রত্যাহার করা দরকার।

১১। **কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয় ঃ**

কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয়ের উপর কর হার ২০% কমিয়ে ১৫% করা প্রয়োজন। এতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।

১২। **ব্যক্তির ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর উৎসে কর্তিত কর ঃ**

পুজিঁবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে লভ্যাংশের (Dividend) উপর ১০% হারে উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন।

১৩। **Savings এবং FDR এর সুদ থেকে আয়ের উপর কর ঃ**

ব্যক্তি এবং কোম্পানী নির্বিশেষে ব্যাংকে স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ থেকে ১০% হারে অগ্রীম কর কর্তনের যে বিধান আছে তা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন। ব্যক্তি এবং কোম্পানী নির্বিশেষে ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে উৎসাহিত হবে। অর্থনীতিতে এ স্থায়ী আমানত Capital base তৈরীতে সহায়তা করবে। বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে Financial Inflow বাড়ানোর জন্য এ প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪। **সঞ্চয় পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর আয়কর কর্তন ঃ**

ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(D) তে সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর বর্তমানে ১০% হারে কর কর্তনের যে বিধান রয়েছে তা ঢাকা চেম্বার প্রত্যাহারের সুপারিশ করছে। সরকারের সঞ্চয় (Savings) বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

১৫। **ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর কর প্রত্যাহার ঃ**

রেমিটেন্স উৎসাহিতকরণের জন্য ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। এছাড়াও বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য করমুক্ত Country Bond সর্ব সাধারণের জন্য চালু করার প্রস্তাব করা হয়।

১৬। **কর অবকাশ (Tax Holiday) ঃ**

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং শিল্পের বিকাশ ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্সহলিডে মেয়াদ বাড়ানো প্রয়োজন -

(ক) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৪৬(B) তে প্রদত্ত Newly established industrial undertaking এর কর অবকাশ (Tax Holiday) সময়সীমা ২০১২ জুন এর পরিবর্তে আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(খ) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সরকারি পর্যায়ে Special Economic Zone (SEZ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে শিল্পায়নের সকল সুবিধা বিদ্যমান। ২০১৫ সালের মধ্যে MDG এর টার্গেট পূরণের লক্ষ্যে এ ধরণের SEZ স্থাপন আমাদের দেশে জরুরী। আমাদের দেশেও জরুরী ভিত্তিতে এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে EPZ এ স্থাপিত শিল্পসমূহকে ১০ বছরের কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু EPZ এর বাইরে স্থাপিত শিল্পকে এ ধরণের সুবিধা দেয়া হয় না। এ ধরণের বৈষম্য দূর করে EPZ এর বাইরে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রেও কর অবকাশ সুবিধা ১০ বছর করা যেতে পারে।

(গ) ট্যাক্স হলিডেপ্রাপ্ত শিল্পে কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমাদানির ক্ষেত্রে AIT রেয়াত প্রাপ্তির জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। ঢাকা চেম্বার মনে করে AIT রেয়াত গ্রহণ যেহেতু Tax Holiday প্রাপ্ত শিল্পসমূহের জন্য প্রাপ্য তাই Tax Holiday অনুমোদনের সময়ই এ বিষয়টি সুরাহা করা যেতে পারে।

(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের Sixth schedule এর Part A এর প্যারাগ্রাফ ৩৪ এ বর্ণিত মৎস্য খামার, গবাদি পশুর খামারসহ কিছু আয়ের উপর বিগত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫% হারে কর আরোপ করা হয়েছে। এর কর প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। ফিসারিজ, পোল্ট্রি, পোল্ট্রি ফিড, ডেইরি ফার্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর অবকাশ (Tax Holiday) সুবিধা ২০১৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

(ঙ) দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য যানবাহন প্রয়োজন যা বিদেশ হতে আমদানি করা হয়। উক্ত সেক্টরে উৎপাদন/সংযোজন খাতকে ট্যাক্স হলিডের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

(চ) আয়কর অধ্যাদেশের Sixth schedule এর Part A এর প্যারাগ্রাফ ৩৫ এ বর্ণিত Handicraft রপ্তানি হতে উদ্ভুত আয়ের ক্ষেত্রে কর রেয়াত (Tax Holiday) সুবিধা ২০১২ এর জুন মাসে শেষ হবে। এ ক্ষেত্রে কর রেয়াত সুবিধা ২০১৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।

১৭। **ধারা ৩২(১০) এবং ৫৩(H) পরস্পর বিরোধী ঃ**

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩২(১০) অনুযায়ী ভূমি, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কারখানা ভবন থেকে উদ্ভুত মূলধনী আয় বিনিয়োজিত ইকুইটি হিসেবে কর রেয়াতের যে বিধান আছে তা আয়কর অধ্যাদেশের ৫৩(H) ধারায় অন্তর্ভূক্ত না থাকায় বিনিয়োগকারীদের বাধ্যতামূলক কর প্রদান করতে হয় যা পরস্পর বিরোধী। ঢাকা চেম্বার মনে করে ৫৩(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক এ সমস্যা দূর করা প্রয়োজন। এ পরস্পর বিরোধী ধারা বলবৎ থাকায় ৩২(১০) ধারা অনুযায়ী কর রেয়াত সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ধারা ৫৩(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন জরুরী।

১৮। **AIT কর্তনের বিষয়টি অন-লাইনে সম্পাদন ঃ**

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৬২তে উল্লেখিত "Credit of Tax Collection at Service" এ বর্ণিত ধারায় আমদানিকারক কর্তৃক মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে AIT কেটে রাখা হয়। এর ফলে কর নির্ধারণের সময়েই কর্তনকৃত করের Credit দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের সময় বিশেষ করে আমদানি পর্যায়ে AIT সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংকে জমা দেয়া সত্বেও উপকর কমিশনারগণ পরবর্তীতে যাচাই সাপেক্ষে Credit নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যা করদাতদের জন্য হয়রানিমূলক। যেহেতু সোনালী ব্যাংকের ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক/ট্রেজারী ব্যাংক এ কর্তিত কর জমা হয়, সুতরাং সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কর প্রত্যর্পন চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এ ধরণের কর্তিত

করের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সোনালী ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস এর মধ্যে অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে কর দাতাদের হয়রানি কমবে এবং কর সমন্বয় ব্যবস্থার সহজীকরণ হবে।

১৯। **Business Process Re-engineering ঃ**

এ বিষয়টি কর প্রদান, আহরণ ব্যবস্থাকে সহজীকরণের একটি অন্যতম উপায়। কর প্রদান এবং কর আদায় সংক্রান্ত সকল বিষয়গুলোতে কর প্রদান প্রত্যয়ন পত্র (TIN) থেকে শুরু করে প্রত্যয়ন সার্টিফিকেট প্রদান সকল ক্ষেত্রে অনলাইন এবং একটি Integrated পদ্ধতিতে হওয়া প্রয়োজন যাতে করদাতা সয়ংক্রিয়ভাবে এ সমস্ত সার্টিফিকেটগুলো পেতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এ ধরণের উদ্যোগ আবশ্যক। Business Process Simplification এর জন্য কর প্রদানে হয়রানী লাঘবের জন্য এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২০। **ধারা ৫৩(BB) তে উল্লেখিত উৎসে কর কর্তন Deemed export ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন ঃ**

বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(BB) তে নিটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টন ও গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির এক্সেসরিজ, জুট গুডস, ফ্রোজেন ফুড, ভেজিটেবল, লেদার গুডস, প্যাকড ফুডসহ অন্যান্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন ০.৬০% হারে হয়ে থাকে যা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু নিটিং, ডায়িং এবং উইভিং ইন্ডাস্ট্রিসমূহ যা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে অঙ্গাঅঙ্গি সম্পৃক্ত এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিসমূহে মালামাল সরবরাহ করে থাকে এবং এ ধরণের ব্যবসাকে Export Business হিসেবে বিবেচনাপূর্বক Deemed Export হিসেবে বিবেচিত করা হয়। ঢাকা চেম্বার মনে করে এ ধরণের ব্যবসার ক্ষেত্রেও উৎসে আয়কর কর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫৩(BB) এর ন্যায় নতুন একটি ধারা সংযোজনপূর্বক ০.৬০% হারে কর কর্তন করে তা চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়। এতে সরকারের কর আদায়ে স্বচ্ছতা, সুসম প্রতিযোগিতা, সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। এতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির প্রসার ঘটবে এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

২১। **সার্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি ঃ**

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২(BB) তে বর্ণিত সর্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি (Universal Self Assessment) সংক্রান্ত ধারায় বর্ণিত অডিটের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হলে অডিট হবে না তার একটি বিস্তারিত তালিকা রিটার্ণ দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে প্রত্যেক বৎসর প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে করদাতাদের সচেতনতার জন্য অবহিত করা প্রয়োজন বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। এর ফলে খুব বেশী অডিটের প্রয়োজন হবে না এবং জনগণ আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে সকল তথ্য সংযোজন করতে পারবে।

২২। **সার্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান ঃ**

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতীতে রিটার্ন দাখিলের পর কর প্রদান প্রত্যয়ন পত্র (TIN) প্রাপ্তির আবেদনের দুই কার্য দিবসের মধ্যে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করার আইনী বিধান করা প্রয়োজন। সার্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর পরিগণন ও কর প্রদানসহ রিটার্ণ দাখিল করা হলে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়।

২৩। **আমদানি পর্যায়ে আয়কর কর্তনের হার হ্রাস ঃ**

আমদানি পর্যায়ে আয়কর কর্তনের হার ৫% থেকে হ্রাস করে ৩% করার প্রস্তাব করা হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৫% হারে লাভ হয় না।

২৪। **কর আপীলাত ট্রাইবুনালে কর হ্রাস ঃ**

কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে ১০% এর পরিবর্তে ৫% কর পরিশোধের শর্ত করার প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে waiver প্রথা থাকা সত্ত্বেও করদাতা তার সুফল পান না।

২৫। **চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর কর প্রত্যাহার ঃ**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিগত জুলাই ৬, ২০১১ তারিখে প্রণীত এস আর ও নং ২৩৪–আইন– আয়কর এর মাধ্যমে এফবিসিসিআইসহ এর সদস্য প্রতিষ্ঠান, চেম্বার ও এসোসিয়েশনগুলোর উপর আরোপিত করের বিধান পরিবর্তন করে বিগত ১৯৬৫ সালে ইস্যুকৃত এসআরও ৮১ (আর)/৬৫ এর ন্যায় করমুক্তভাবে পরিচালিত করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হলো। চেম্বার এবং এসোসিয়েশনগুলো অ-লাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি এ্যাক্ট এর আওতায় নিবন্ধনকৃত। সদস্যদের আয়ে পরিচালিত এ সংগঠনগুলো তাদের আয় থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে না। এ সকল সংগঠনের কর্মকান্ড মূলতঃ বেসরকারি খাতের উন্নয়ন এবং তাদেরকে অধিক প্রতিযোগী করার জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে। উপরোল্লিখিত এসআরওটি প্রত্যাহারপূর্বক চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশনগুলোকে পূর্বের ন্যায় করমুক্তভাবে পরিচালিত করার সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করা হয়।

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব ঃ

১। **শূল্ক কাঠামোর স্তর ঃ**

স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য চার স্তরবিশিষ্ট শূল্ক কাঠামো যেমনঃ উৎপাদনের ধরণ বা উৎপাদকের শ্রেণী নির্বিশেষে দেশে উৎপাদিত হয় না এরূপ সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর আমদানি শুল্ক হার ০%, মৌলিক উপকরণ ও কাঁচামাল এবং দেশে উৎপাদিত হয় এরূপ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর ৩%, মধ্যবর্তী কাঁচামালের উপর ১২%, তৈরী পণ্যের উপর ২৫%। এছাড়া কৃষি কাজে ব্যবহার্য সার ও বীজ এবং আমদানিকৃত প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য, খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ এবং কাঁচা তুলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক হার ০% অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

২। **সম্পূরক শুল্ক ঃ**

দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যসমূহের সুরক্ষার জন্য বৎসর-ভিত্তিক পর্যালোচনাপূর্বক সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৈরী পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্ক হার আরোপের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ/বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

৩। **অর্থ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে শুল্ক কর হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত এস আর ও জারী পরিহার ঃ**

শুল্ক কাঠামোতে ঘন ঘন পরিবর্তন আনয়নের ফলে দেশের শিল্পায়নের সাবলীল উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আমদানিকারক এবং ভোক্তা শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। বাজেট ঘোষণার পর অর্থ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে এসআরও জারীকরণের মাধ্যমে শুল্ক করের হার হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ পরিহার করা প্রয়োজন।

৪। **শুল্ক কর হার যৌক্তিকীকরণে কমিটি ঃ**

ব্যবসায়ী ও উৎপাদক বিশেষতঃ আমদানিকারক ও একই পণ্যের স্থানীয় উৎপাদকগণের স্বার্থ বিপরীতমুখী। এমনকি এক শিল্পের কাঁচামাল অপর শিল্পের উৎপাদিত পণ্য। এদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে করহার নির্ধারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি করার প্রস্তাব করা হলো। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। উদাহরণ হিসেবে লিকুইড গ্লোকোজ, ইউরিয়া রেজিন, কার্বন রড, পোল্ট্রি ব্রিডার মেশিন, পার্টিকেল বোর্ড, ব্রয়লার, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মূল্য সংযোজন কর ঃ

১। **টার্ণ ওভার ট্যাক্স এর সীমা বৃদ্ধি ঃ**

টার্ণ ওভার ট্যাক্স এর জন্য বার্ষিক টার্ণ ওভার ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা নির্ধারণ এবং টার্ণ ওভার ট্যাক্স ৩% থেকে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব রাখছি। বর্তমানে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্ণ ওভার হলে মূসক প্রযোজ্য নয়। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্পায়নে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে এ প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। **কুটির শিল্পের বিনিয়োগ সুবিধা ঃ**

কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূসক অব্যাহতির জন্য প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূসক অব্যাহতির অন্যতম শর্ত প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা। কুটির শিল্পের সুবিধা বাড়ানো হলে এ খাতের প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেশ পুরানো এই মূল্য সিলিং প্রয়োজনের তুলনায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

৩। **মূসক আইনে মূল্য ঘোষণা ঃ**

মূসক আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান বাতিল করে যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তার উপরেই মূসক প্রদান করতে হবে মর্মে বিধানটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

কর কর্তৃপক্ষ যদি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই মূল্য রেশন শপের মত শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করতে হয় তাহলে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে না। একই ব্যবসায়ী একই পণ্য অবস্থা বিবেচনাই ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতা বা ক্রেতা শ্রেণীর জন্য পৃথক মূল্যে বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দরাদরি করা এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় লাভ করাই মূল লক্ষ্য। মূল্য অনুমোদন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীর সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে।

৪। **আমদানি পর্যায়ে এ টি ভি আদায় ঃ**

আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এ টি ভি) আদায় ব্যবস্থা বাতিল করা হোক। বর্তমানে আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এ টি ভি) আদায় ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে কিন্তু সেটি চূড়ান্ত নয়। পণ্য পরবর্তী ক্রেতা বা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয়ের পূর্বে মুল্য ঘোষণা, মূসক সমন্বয় ইত্যকার যাবতীয় পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মূসক পরিশোধযোগ্য হয় পণ্য বিক্রয় ও হস্তান্তর পর্যায়ে। অগ্রিম পরিশোধের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করা হয়েছে কর পরিশোধ সহজতর করার জন্য। কিন্তু আলোচ্য অবস্থায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে এবং ব্যবসায়ীর কাজের পরিমাণ এবং হয়রানি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

৫। **বাণিজ্যিক বাড়ী ভাড়ার উপর মূসক প্রত্যাহার ঃ**

বাণিজ্যিক বাড়ী ভাড়ার উপর বর্তমানে প্রযোজ্য ৯% মূসক বাতিল করা হোক। দীর্ঘ মেয়াদী বাড়ীভাড়া কোন সেবার মধ্যে গণ্য করা যায়না। এটি একটি বিকল্প আয়ের উপায় এবং এই আয়ের উপর উচ্চহারে আয়কর প্রযোজ্য।

৬। **মূসক আইনে দন্ড হ্রাস ঃ**

মূসক আইনে দন্ডসমূহ ন্যূনতম ২৫% এবং সর্বোচ্চ ৫০% অথবা একটি যুক্তিসংগত এবং সহনশীল পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন। মূসক আইনে দণ্ডসমূহ ন্যুনতম সমপরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব দেড়গুন। অসহনীয় দণ্ডের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আরও ফাঁকির আশ্রয় নেওয়ার এবং অসাধুতার সাথে আপোষ করার প্রবনতা দেখা দেয়।

৭। **মূসক আইনে ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের শর্ত শিথিল ঃ**

ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে গেলে মূসকের কমিশনার (আপীল) এর কাছে আপীল করার সময় ০% ও ট্রাইবুনালের জন্য ৫% মূসক/অর্থদন্ড জমা দেওয়ার বিধান করা হোক। এ অর্থ নগদে, ট্রেজারীতে বা চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করার বিধান করা হোক।

এছাড়াও মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট ২০১২-১৩ এর উপর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার বিগত বছরের বাজেটের তুলনায় ১৮% বেশী এবং রাজস্ব বা অনুন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় ২৩.৩৩% বেশী। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বা উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ বিগত বছরের সংশোধিত ADP এর থেকে ৩৫.৮০% বেশী। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৫২,০৬৮ কোটি টাকা যা জিডিপির ৫ শতাংশ। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়া হবে ২৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ২.২%), ব্যাংক বহির্ভুত উৎস থেকে নেয়া হবে ১০,৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপির ১%) এবং বাকী অংশ বৈদেশিক সূত্র হতে মেটানো হবে যা জিডিপির ১.৮%।

১। প্রস্তাবিত এ বাজেটে ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং এখাত থেকে অধিক পরিমাণ করারোপের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যবসায়ের প্রসারের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা নীতিমালা এ বাজেটে দেয়া হলেও স্বল্প মেয়াদে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাজেটে অনুপস্থিত। বিনিয়োগ দীর্ঘ দিন থেকে জিডিপির ২৪% এর মধ্যে স্থির রয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিনিয়োগ ২০১৫ সালের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৩২.৫% এ উন্নীতকরণের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা অর্জনে বাজেটে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই।

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে রাজস্ব প্রাক্কলনের পরিমাণ জিডিপির ১০.৮%, এনবিআর-বহির্ভুত সূত্র থেকে কর রাজস্ব প্রাক্কলন জিডিপির প্রায় ০.৪%, কর বহির্ভুত উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ প্রাক্কলন জিডিপির প্রায় ২.২%। অর্থাৎ বাজেটে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপির ১৩.৪%। এর অর্থ বাজেটের প্রায় ৭৩% রাজস্ব থেকে আয় এবং প্রায় ২৭% বাজেট ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি অভ্যন্তরীণ ব্যাংক থেকে, ব্যাংক বহির্ভুত উৎস ও বৈদেশিক ঋণ থেকে মেটানো হবে। আবার রাজস্ব আয়ের ৭৩% এর মধ্যে ৫৯% জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কর আরোপের মাধ্যমে অর্জিত হবে। বিগত বছরে অর্জিত এনবিআর সূত্রে আয়ের ভিত্তিতে এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ বৎসরে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের শ্লথ গতি এবং অন্যান্য ঝুঁকি যা মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন; সেগুলোর ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে বাজেটে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা দরকার, তা না হলে এত অধিক হারে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ব্যক্তি করদাতা এবং ব্যবসায় উদ্যোক্তার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে যার প্রভাব প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার উপর বর্তাবে।

৩। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ঘোষণায় বলেছেন বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরের রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি বিগত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৮.৪% এবং ৮.৭%। বিগত বছরে রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪১.৫% এবং ৪১.৮%। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে বাজেটের ৫৯% খরচ মেটানো যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা যায়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইউরো জোনে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির অনিশ্চয়তা রয়েছে। এগুলো মোকাবেলা

করে জাতীয় বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৫০% ও আমদানি প্রবৃদ্ধি ৫০% হতে হবে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় বাজেটে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি বরং কিছু কিছু নেতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যেমন রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে কর বাড়ানো, আমদানির ক্ষেত্রে কাঁচামালের উপর করারোপ এবং মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পাবে।

৪। বাজেটে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জন করা এবং মূল্যস্ফীতির হার বর্তমানের প্রায় দুই অংকের কোটা থেকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে তা ৫ শতাংশে কমিয়ে আনার আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি অর্জন করা একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ, কারণ অদূর ভবিষ্যতে জ্বালানী তেল ও বিদ্যুতের মূল্য কিছুটা হ্রাস পেলেও তার প্রভাব অভ্যন্তরীণ বাজারে তেমন ভাবে পড়বে না কারণ অতীতে দেখা গেছে একবার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা নামিয়ে আনতে সরকার কখনই সমর্থ হয়নি। তাছাড়া শুধুমাত্র বোরোর বাম্পার ফলন ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে, তা ভাবার অবকাশ নেই।

৫। সামগ্রিকভাবে বাজেটকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন - সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা খাত। এ খাতগুলোতে বরাদ্দ রয়েছে যথাক্রমে ২৪.২%, ২৭.৮% এবং ১৯.৩%। ভৌত অবকাঠামো খাতের মধ্যে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে প্রায় ১৪.৯%, যোগাযোগ খাতে ৭% এবং বিদ্যুত ও জ্বালানী খাতে ৫% অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে তাদের সক্ষমতা অর্জনে এবং উৎপাদন ইউনিট চালু করার ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহের কথা বার বার বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে যথেষ্ট বড় রকমের আশ্বাসের কথা বলেছেন কিন্তু তা কার্যত বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সঠিকভাবে কর প্রদানের সক্ষমতা অর্জন কতটা বাস্তবসম্মত তা বিবেচনা করা দরকার কেননা এ খাত দুটো রাজস্ব আয়ের উল্লেখযোগ্য খাত।

৬। বাজেটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে উত্তরোত্তর কাজে লাগানো যেতে পারে সে ব্যাপারে দিক্ নির্দেশনা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রায় ৬০% আন্তর্জাতিকভাবে সম্পৃক্ত, কাজেই আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো নজরে এনে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং এজন্য যে দক্ষতা এবং Technology Adoptation Capacity বাড়ানো দরকার সে ব্যাপারে বাজেটে তেমন নির্দেশনা নেই।

৭। কয়েকটি খাতকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে কিন্তু সেগুলোর উন্নয়নে শিল্পনীতি ২০১০ এর মত একইভাবে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা বা দিক্ নির্দেশনার বাস্তবায়ন আশানুরূপ নয়।

৮। জিডিপির প্রবৃদ্ধির একটি বড় অংশ সুশাসনের অভাবে Leakage হয়ে যায়; এ ব্যাপারে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য Welfare Package এর সঠিক বাস্তবায়ন না হলে অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতির ভয়াবহ Impact এ জনগোষ্ঠীর দুর্দশা আরও বৃদ্ধি করতে পারে।

বাজেটের ইতিবাচক দিকসমূহ ঃ

১। স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিক হারে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন, ন্যাশনাল ই-গভার্ণেন্স ইনফ্রাষ্ট্রাকচার তৈরীর পরিকল্পনা, ট্রেজারি চালান ডিজিটাইজেশন, জমি রেজিষ্ট্রেশন, বন্ড ব্যবস্থায় অটোমেশন ইত্যাদি প্রস্তাবিত বাজেটে ঘোষিত হয়েছে যা ভবিষ্যতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং অটোমেশন কার্যক্রম ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাস করবে।

২। ৭.২% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও এ ধরণের লক্ষ্যমাত্রা বেসরকারি খাতের জন্য আশার সঞ্চার করে।

৩। মূল্যস্ফীতি ৭.৫% এ নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা।

৪। পিপিপি আইন প্রণয়নের ঘোষণা।

৫। Railway কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

৬। শিল্প ক্ষেত্রে শিপবিল্ডিং ও ফার্মাসিউটিক্যাল এর উপর গুরুত্বারোপ।

৭। ETP স্থাপনের ক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক সুবিধা প্রদান।

৮। এ সরকারের আমলে বিগত তিন বছরের বাজেটে উল্লেখিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা বাজেটে সংযোজনী হিসেবে প্রকাশ।

৯। VAT মুক্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রচলিত turnover tax কে স্ল্যাব ভিত্তিক করে এ করের হার হ্রাস করার ফলে SME খাত উপকৃত হবে।

১০। Transfer Pricing এর মাধ্যমে কর ফাঁকির সুযোগ রহিতকরণ।

১১। পুঁজি বাজারকে Demutualization করার সিদ্ধান্ত।

১২। কয়লানীতি চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত।

১৩। পরিবেশ-বান্ধব যান এবং চেসিস আমদানিতে মূসক প্রত্যাহার।

১৪। সরকারি ইপিজেড এর পাশাপাশি বেসরকারি ইপিজেডে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান।

১৫। রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পে কারখানার স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর থেকে কর প্রত্যাহার।

১৬। রপ্তানিমুখী শিল্পে টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স, বীমা, কুরিয়ার, ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কর প্রত্যাহার এবং রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণ ও প্রণোদনা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।

১৭। পর্যটন খাতে উৎসাহ প্রদানের জন্য ট্রাভেল এজেন্সি ও ট্যুর অপারেটরদের উপর মূসক প্রত্যাহার।

বাজেটের নেতিবাচক দিক্‌সমূহ ঃ

১। যদি কোন ব্যক্তির TIN না থাকে সে ক্ষেত্রে ব্যাংকে সঞ্চয় আমানতের সুদের উপর বর্ধিত হারে ১৫ শতাংশ কর আরোপ।

২। বর্তমানের মূল্যস্ফীতিকে বিবেচনা না করে কর মুক্ত আয়ের সীমা অপরিবর্তিত রাখা।

৩। ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতা কর্তৃক ৫,০০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ঋণ বা দান যদি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে না হয় তবে উক্ত ঋণ বা দান করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া।

৪। কাঁচামাল ক্রয় ব্যতীত ৫০,০০০ টাকার অধিক অর্থ এককালীন পরিশোধকালে ব্যাংকিং চ্যানেলে করা না হলে তা খরচ হিসেবে বিবেচিত না হওয়া।

৫। সকল রপ্তানি বাণিজ্যকে সমভাবে বিবেচনা করে ১.২ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের সিদ্ধান্ত।

৬। ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়ন কালে প্রদেয় উৎসে আয়করের হার বৃদ্ধি।

৭। মোবাইল ফোন বিলের উপর উৎসে কর কর্তন।

৮। মূসক আরোপের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যবস্থা পরিবর্তন করে খুচরা, পাইকারী, যোগানদার এবং ছোট দোকানদারদের ক্ষেত্রে সমহারে (৪%) মূসক আরোপ।

৯। এলাকা-ভিত্তিক ছোট দোকানদারদের ক্ষেত্রে Fixed মূসক ব্যবস্থা বাতিল।

১০। সড়ক যোগাযোগ ও রিপেয়ার এর ক্ষেত্রে স্বল্প বরাদ্দ।

১১। আয়কর অধ্যাদেশের ৫৩DDD নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করে নগদ সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর আরোপ করা হয়েছে।

১২। বৈদেশিক সাহায্য স্বল্পতা সত্ত্বেও ঘাটতি মোকাবেলায় এ বৎসরে অধিক হারে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা যা বাজেট ঘাটতি নিরসনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে।

১৩। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমিয়ে আনার ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনার অভাব।

১৪। Double Digit মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও করমুক্ত আয়ের সীমা না বাড়িয়ে সর্বনিম্ন করের হার ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি।

১৫। অনূন্য এবং অনুর্ধ ট্যাক্স এবং পেনাল্টি সীমা প্রযোজ্য রাখা যা কর্মকর্তাদের Discretionary ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

১৬। সামগ্রীকভাবে কৃষি খাতে ভর্তুকীর পরিমাণ গত বারের ৫৩.৭ শতাংশ হতে কমিয়ে ২১.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। এমনিতেই কৃষকগণ বোরোর বাম্পার ফলন সত্ত্বেও লোকসান দিয়ে ধান বিক্রয়ে বাধ্য হচ্ছেন। এ ভর্তুকী হ্রাসের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

বাজেটের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে নীতিমালা, আয়কর, মূসক এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত বাজেটের কিছু সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সুপারিশসমূহ ঃ

(ক) নীতিমালা সংক্রান্ত ঃ

১। মূল্যস্ফীতির হার হ্রাসের জন্য করণীয় ঃ

বৈদেশিক মুদ্রার সাথে টাকার বিনিময় হার সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং খাদ্য শস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে মূল্যস্ফীতির হার ৭.৫ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে ৫% এ নামিয়ে আনার প্রস্তাব রয়েছে। মূল্যস্ফীতি সঠিকভাবে Anticipate না করা হলে সম্পদ বিতরণে অদক্ষতা বাড়বে যা Prdoductivity বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

২। বাজেট ঘাটতির অর্থায়নে সরকারের ব্যাংক ঋণের উপর চাপ কমানো ঃ

বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। বিগত বছরের মত এ ঘাটতি মেটাতে স্থানীয় ব্যাংক হতে ঋণ নেয়ার প্রবণতা থাকলে এবং সুদের হার বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হবে। এটি আগামী বাজেটের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিগত বছরের অভিজ্ঞতার পুণরাবৃত্তি ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেটাই বেসরকারি খাত প্রত্যাশা করে।

৩। **পিপিপি আইন দ্রুত প্রণয়ন ঃ**

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে তার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস বাড়ানো সরকারের একটি অন্যতম কৌশল। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, স্থল বন্দরসহ অন্যান্য অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পাইলট ভিত্তিতে ৮টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার জন্য একটি বিশেষ ফান্ডও প্রণীত হয়েছে। এ বছরের বাজেটের মেয়াদকালে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। PPP guidelines এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নীতিমালা যার প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার তার বাস্তবায়ন এবং চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন।

৪। **অটোমেশন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ঃ**

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে Cost of doing business একটি অন্যতম বাধা। যে কারণে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য Level Playing Field তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য অধিক হারে অটোমেশন কার্যক্রম এবং প্রতিশ্রুত Trade Portal স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা এ বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এ সমস্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন এবং সে সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৫। **Economic Zone স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থায়নের সমস্যা নিরসন ঃ**

Economic Zone আইন ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে এবং ৭টি স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফল দেশগুলো যেমন জাপান এবং থাইল্যান্ড এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এমনভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাকে সফলভাবে সহযোগিতা দেয়া যায় এবং সফল অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে Financing সব চাইতে বড় সমস্যা। এ অবস্থা নিরসনে বেসরকারি খাতকে Fund সংগ্রহে নীতিমালার সঠিক কাঠামো এবং প্রয়োজনে সংস্কার জোরদার করা দরকার।

৬। **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ঃ**

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে সরকার বাজেটে বিভিন্ন রকম লক্ষ্যমাত্রার ঘোষণা দিয়েছেন। পরিশেষে কয়লানীতি প্রণয়ন এবং জ্বালানী খাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ হিসেবে পরিণত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মাত্র ৯,৫৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা বাজেটের মাত্র ৫ ভাগ। এ বরাদ্দ সঠিকভাবে কাজে লাগানো এবং একই সাথে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া দরকার। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী রোড ম্যাপ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

৭। **দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে করণীয় ঃ**

দক্ষ মানবসম্পদ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম চাবীকাঠি। প্রতিবারের মত এবারও বাজেটে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বাধিক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি খাতকে প্রতিযোগী করার মত দক্ষ জনশক্তি তৈরী সম্ভব হয়নি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে যা বিশ্বমানের সাথে তুলনীয় নয়। একই সাথে মেধা পাচার রোধেও সরকারের নীতিমালা নেই। এ কারণে প্রযুক্তি উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, Standarization এবং পণ্যের Technical মান সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি এবং বিদেশী Expert ও technology-র উপর নির্ভশীল হয়ে পড়ছি। এ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপোযোগীকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে Industrial Technology Development এবং Research Centre স্থাপন করা দরকার।

৮। **কয়লা নীতি প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন ঃ**

বেসরকারি খাত দীর্ঘদিন থেকে একটি যুক্তিযুক্ত কয়লা নীতি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করে আসছিল। সরকার এবার Coal policy প্রণয়ন করার ঘোষণা দিয়েছে। এ ব্যাপারে অতিসত্ত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা দরকার।

৯। **Patent and Design আইন যুগোপযোগীকরণ ঃ**

২০২১ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে তোলা ও জাতীয় আয়ে এখাতের অবদান ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। নতুন Innovative শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে এবং IP বা মেধা সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন নীতিমালা বাজেটে নেই। বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক বছরের পুরোনো Patents and Designs আইনটিকে Update করা দরকার।

১০। **ঝুঁকি তহবিলে কতিপয় খাত অন্তর্ভুক্তকরণ ঃ**

কিছু বিশেষ শিল্পের জন্য বাজেটে শিল্প কর ও দ্বৈত কর হ্রাসকৃত হারে ও নগদ প্রণোদনার একটি ঝুঁকি তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ সমস্ত শিল্প খাতের মধ্যে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, পোশাক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, চামড়াজাত শিল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আইটি ও আইটিইএস শিল্প, প্লাস্টিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স সংযোজন, হারবাল ইত্যাদি শিল্পও এতে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।

১১। ETP স্থাপনে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিতকরণ ঃ

পরিবেশ-বান্ধব শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেটে Export oriented শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ETP স্থাপনের যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর হার হ্রাস এর কথা বলা হয়েছে। চামড়া শিল্প হাজারিবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরের জন্য দীর্ঘদিন থেকে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ শিল্পগুলোকে স্থানান্তরের পূর্বে অত্র এলাকায় ইউটিলিটি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সকল অবকাঠামোসহ ETP স্থাপনের সুবিধা যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। বিসিক সংক্রান্ত নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ ঃ

বিসিক শিল্প নগরীর ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নে যেভাবে ভূমিকা রাখার কথা ছিল সেভাবে রাখতে পারেনি। বিসিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শিল্প উন্নয়নের পদ্ধতি ও অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ অবস্থার আলোকে বিসিকের কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

১৩। ট্যাক্স প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন ঃ

রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সরকার বিভিন্ন ধরণের সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করছেন এবং বিভিন্ন আইনও প্রণীত হচ্ছে। এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণকে যেমন প্রশিক্ষিত করা দরকার তেমনি কর কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা দরকার। প্রয়োজনে একটি আলাদা ট্যাক্স প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে।

১৪। স্টক এক্সচেঞ্জের ডি-মিউচুয়ালাইজেশন পদ্ধতি দ্রুত বাস্তবায়ন ঃ

স্টক এক্সচেঞ্জের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাকে পৃথক করা অর্থাৎ ডি-মিউচুয়ালাইজেশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের ঘোষণা খুবই ইতিবাচক। তবে এ ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময় নেয়া হয়েছে। এটা দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

১৫। গত বাজেটসমূহের মধ্যে অবাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে কতিপয় প্রকল্পকে আরো অগ্রাধিকার প্রদান ঃ

গত তিন বছরের বাজেটে যে প্রকল্পগুলোর কাজ শুরু হয়নি সেগুলোর মধ্যে ১৭টি প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অগ্রাধিকার ভুক্ত তালিকার মধ্যেও অগ্রাধিকার ভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চূড়ান্ত করে তা বাস্তবায়নের কাজ অচিরেই শুরু করা দরকার। এর মধ্যে ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণ এবং ঢাকার চার পাশে বৃত্তাকার রেলপথ স্থাপনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে এর বাস্তবায়ন জরুরী বলে ডিসিসিআই মনে করে।

১৬। রপ্তানি-কাম-আমদানি প্রক্রিয়া সহজতর করা ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানিকারকগণ যাতে তাদের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি সহজে ও দ্রুততার সাথে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ পায় সেজন্য রপ্তানি-কাম-আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করা দরকার। বর্তমানে এজন্য আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংক সহ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়।

(খ) আয়কর সংক্রান্ত ঃ

১। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা বৃদ্ধি ঃ

বর্তমানে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ভোক্তা ও শিল্প পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ব্যক্তি করদাতাগণ অসহনীয় সমস্যায় রয়েছেন; যার ফলে সঞ্চয়ের উপরও ইতোমধ্যে প্রভাব পড়েছে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৮০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে অন্ততঃ ২,৫০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য সরকার ইতোমধ্যে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। করমুক্ত আয়ের সীমা না বাড়িয়ে এ ধরণের সর্বনিম্ন প্রদেয় কর বৃদ্ধিতে জন দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

২। রপ্তানি আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন হ্রাস ঃ

প্রস্তাবিত বাজেটে সব ধরণের রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত করের হার ০.৬০% এবং ০.৭০% থেকে বাড়িয়ে ১.২% অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে সংকুচিত রপ্তানি আয়ের উপর বিশেষভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে রপ্তানির উপর এ হারে করারোপ রপ্তানি খাতকে বিশেষভাবে সংকটাপন্ন করবে। এ কর হার পরিবর্তন করে পূর্বের ন্যায় করারোপের জন্য অনুরোধ করা গেল।

৩। Voluntary disclosure income এর ক্ষেত্রে Penalty প্রত্যাহার ঃ

Income Tax Ordinance ১৯৮৪ এর ১৯(D) ধারার পরে ১৯ (E) সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী Voluntary disclosure income শিরোনামে (উপ-ধারা (২) এর clause (ii) অনুযায়ী) ১০ শতাংশ হারে Penalty Tax আরোপের বিধান বিলোপ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে করদাতাকে তার অপারগতার বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ প্রকাশের সুযোগ দেয়া দরকার।

৪। **TIN Holder নয় এমন ব্যক্তির ব্যাংক সুদের উপর অতিরিক্ত করারোপ না করা ঃ**

Income Tax Ordinance ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩F এ সংশোধন পূর্বক TIN Holder নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের উপর ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ হারে কর ধার্য করার বিধান অর্থ আইন ২০১২ অনুযায়ী প্রবর্তন করা হয়েছে যা অন্যায়। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ লোক TIN ধারী। এ বিধান প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণ TIN ধারী না হয়ে বরং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যা ভবিষ্যতে TIN ধারীর সংখ্যা বাড়ানোর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তাই TIN সংগ্রহের ক্ষেত্রে নীতিমালা ও পদ্ধতি যতটা সম্ভব সহজ করে জনগণকে এ ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

৫। **মোবাইল ফোনের বিলের উপর উৎসে কর প্রত্যাহার ঃ**

আয় করের মৌলিক দর্শন অনুসারে আয়ের উপর কর আরোপ হয়। মোবাইল ফোনে কথা বলা এটি ব্যক্তি খাতের ব্যয়। এ ধরণের ব্যয়ের উপর আলাদাভাবে উৎসে কর কর্তণ করা এবং ০.১৫ শতাংশ থেকে ০.২০ শতাংশ হারে সারচার্জ (যা বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয়নি) ব্যক্তি খাতের খরচ বৃদ্ধি করবে। মোবাইল বর্তমানে একটি অপরিহার্য পণ্য যা এসএমই উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অধিক হারে ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছেন। দেশে মাত্র ৩০ লাখ টিআইএন-ধারী অথচ প্রায় ৯ কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। উৎসে করের Refund এর জন্য টিআইএন থাকতে হবে এবং এদের সকলকে আয়কর বিবরণী জমা দিতে হবে। এ ধরণের খরচের উপর ইতোমধ্যে ভ্যাটও আরোপিত রয়েছে। তাই এ ধরণের উৎসে কর আরোপ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

(গ) **মূসক সংক্রান্ত ঃ**

১। **করমুক্ত টার্ণওভারের সীমা বৃদ্ধি ঃ**

সরকার প্রস্তাবিত বাজেটের বার্ষিক টার্ণওভার পরিমাণের উপর কর রেয়াতের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনয়ণ করেছেন। ৭ (সাত) লক্ষ টাকার অধিক নয় এমন শিল্পের ক্ষেত্রে টার্ণওভার কর প্রদান করতে হবে না এমন বিধান প্রবর্তন করেছে। এর পরিমাণ ৭ (সাত) লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা করা উচিত। এছাড়া কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূসক অব্যাহতির জন্য প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ ও ইক্যুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হলো এবং এ সুযোগটা যাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র শিল্পরা পেতে পারে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সহজ করতে হবে।

২। **মুসক আইনে দন্ড আরোপের ক্ষেত্রে Discretionary পাওয়ার হ্রাস ঃ**

মূসক আইনের ১৯৯১ সনের ২২নং আইনের ধারা ৩৭ সংশোধন পূর্বক (ক) উপ-ধারা (১) ও (২) পরিবর্তন করে নতুন ধারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত ধারাগুলোতে উল্লেখিত দণ্ড আরোপের যে বিধান রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হলো ঃ-

(ক) অনেক করদাতা না জেনে এ সমস্ত ভুল করতে পারে। তার জন্য দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করা যেতে পারে।

(খ) প্রতিটি দন্ডের মধ্যে নূন্যতম এবং অনুর্ধ Slab আরোপিত করে দণ্ডের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যা কর আদায়কারীর ক্ষেত্রে তাদের Discretionary পাওয়ার ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করবে এবং সরকার ক্রমাগত কর আদায় থেকে বঞ্চিত হবে। এ অবস্থা রোধে স্বল্প মাত্রায় Fixed হারে এ Penalty আরোপ করা যেতে পারে। তবে উল্লেখ থাকতে হবে যে যদি করদাতা সঠিকভাবে তার দন্ডের ব্যাপারে বিশ্লেষণ দিতে সক্ষম হয় তবে সেক্ষেত্রে দণ্ড মাফ করা যেতে পারে।

৩। **মুসক হার হ্রাস ঃ**

মূল্য সংযোজন কর আইনের (প্রজ্ঞাপণ তারিখ ৭ ই জুন, ২০১২ SRO নং ১৮৫ঃ/২০১২/৬৬৪ঃ) ধারা(৪) অনুযায়ী বাণিজ্যিক আমদানিকারক, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ী, যোগানদার ব্যবসায়ী এবং ছোট দোকানদার এর ক্ষেত্রে মূসক প্রদান আইনের পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত অগ্রিম মূসক আদায় পদ্ধতি বহাল রেখে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় সকল পর্যায় একই হারে তথা ৪ শতাংশ হারে মূসক আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে প্রস্তাবিত ৪ শতাংশের পরিবর্তে ৩ শতাংশে মূসক আরোপ করা যেতে পারে। একইভাবে ছোট দোকানদারদের ক্ষেত্রে এলাকা-ভিত্তিক নির্ধারিত হারে বার্ষিক আঠারশত (১৮০০) টাকা থেকে ছয় হাজার (৬০০০) টাকা হারে মূসক আরোপের যে বিধান ছিল তা বলবৎ রাখা যেতে পারে।

(ঘ) **আমদানি সংক্রান্ত ঃ**

১। **আমদানি শুল্ক করের স্তর পূনর্বিন্যাস ঃ**

আমদানি শুল্ক কর ৪ (চার) স্তর বিশিষ্ট কাঠামো যথাক্রমে ০ শতাংশ, ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ২৫ শতাংশে বহাল রাখা হয়েছে এগুলো যথাক্রমে ০ শতাংশ, ৩ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ২৫ শতাংশে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২। **অটোমোবাইল খাত সংক্রান্ত প্রস্তাব ঃ**

২.১ বাংলাদেশে বিগত ৪০ বছরে স্থানীয় অটোমোটিভ শিল্পের উন্নয়নে তেমন গুরুত্বারোপ করা হয়নি। দূরদর্শিতা ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অভাবে বাংলাদেশ এখাতে উৎপাদনকারী দেশ না হয়ে আমদানি-নির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে। অটোমোটিভ শিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আগামীতে অটোমোটিভ খাতে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী অটোমোটিভ শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি রপ্তানিমুখী স্বয়ংসম্পূর্ণ অটোমোটিভ শিল্প খাত হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং তৈরী পোষাকের ন্যায় একটি রপ্তানিখাত হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

২.২ পুরাতন গাড়ীর মূল্য সব সময় কম। কাজেই ৫ বছরের পুরাতন গাড়ী আমদানির সুযোগ নিম্নমানের গাড়ী আমদানিকে উৎসাহীত করবে এবং এক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস পাবে। তাই পুরাতন গাড়ী আমদানির অবচয় সংক্রান্ত মেয়াদ পূর্বের ন্যায় ৩ বছরই বহাল রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো।

২.৩ ১০০০ সিসি পর্যন্ত নতুন গাড়ী সাধারণতঃ এসএমই উদ্যোক্তা এবং মধ্যবিত্ত জনগণ ব্যবহার করে যারা পুরাতন গাড়ী ব্যবহারে আগ্রহী নয়। তাই এসএমই এবং মধ্যবিত্তের জন্য উপযোগী ১০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক ৪৫% আরোপের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় ৩০% বহাল রাখার প্রস্তাব করা হলো।

২.৪ ২৫০০ সিসি পর্যন্ত ডাবল কেবিন পিক-আপ সাধারণতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো বিলাসবহুল যান নয়। ২৫০০ সিসি ডাবল কেবিন পিক-আপ এর উপর প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক ৪৫% হতে হ্রাস করে ২০% করার প্রস্তাব করা হলো।

২.৫ প্রস্তাবিত বাজেটে ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রো বাসের উপর ৩০% এবং ১৮০১ থেকে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রো বাসের উপর ৬০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশে গণপরিবহনের অপ্রতুলতার কথা বিবেচনা করে উভয় ক্ষেত্রে ৪৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হলো।

সর্বোপরি বাজেটে যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়েছে তার বাস্তবায়ন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ব্যবসায় উদ্যোক্তা তার বিনিয়োগের নিশ্চয়তা, নীতিমালার Continuity ও Consistency এবং এ ব্যাপারে সরকারের Commitment আশা করে।

ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি (২০১২-১৫) তে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা ঃ

(ক) সাধারণ সুপারিশমালা ঃ

১. রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ আমদানি নীতি আদেশের মত গেজেট আকারে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। এতে করে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এর বাস্তবায়ন সহজ হবে।

২. রপ্তানি সংক্রান্ত Full Data-base সমৃদ্ধ একটি Data Bank থাকতে পারে যাতে total demand, demand gap, export এবং import সহ যাবতীয় তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। এতে করে বিদেশী আমদানিকারকগণ এবং দেশীয় রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হতে পারবেন।

৩. বেসরকারি খাতের জন্য Back to Back L/C-র ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রপ্তানি নীতিতে থাকা উচিত। যে সব খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে বিশেষ করে সে সব খাতে আগে এ ধরণের সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। এতে করে রপ্তানি বহুমুখীকরণ সম্ভব হবে।

৪. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এক সাথে অনেক দায়িত্ব পালন করে। GSP Certificatel ইপিবি ইস্যু করে থাকে। বর্তমানে EU এবং Japan GSP সুবিধা প্রাপ্তির শর্ত শিথিল করায় GSP Certificate নেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ইপিবিতে দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ডিসিসিআইকে এই GSP Certificate issue করার Authorization দেয়া যেতে পারে। GSP সেবা যত দ্রুত সম্ভব অটোমেটেড হওয়া প্রয়োজন।

৫. রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ এর সাথে একটি রপ্তানি কৌশলও তৈরী করা দরকার। রপ্তানি নীতিতে সেবা খাতকে আরো অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাই সেবা খাতের জন্য একটি Plan of Action তৈরী করাও প্রয়োজন।

৬. বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ যদি কোন কারণে রপ্তানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে ক্ষতিপূরণের জন্য Export Credit Guarantee Scheme (ECGS) এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে Export Credit Guarantee Scheme (ECGS) এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

৭. সিলেট বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিমান বন্দরে রূপান্তর করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিমান বন্দরের পাশে একটি কার্গো স্টেশন ও Warehouse সুবিধা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এতে করে সিলেট থেকে বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৮. ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে ভারতে পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত অশুল্ক বাধাসমূহ দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি Compliance Guidelines প্রণয়ন এবং বিতরণ করা দরকার।

৯. বিএসটিআই এর EU Accreditation Authority এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের Accreditation Board এর সদস্যপদ অর্জন করা প্রয়োজন। এতে করে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

১০. বাংলাদেশে ২০১০-১১ অর্থবছরে Trade-GDP ratio ৫০% ছাড়িয়ে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রমাগত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে Integrated হচ্ছে। এমতাবস্থায় WTO related বিষয়গুলো সম্পর্কে রপ্তানিকারকদের অবহিত করা এবং এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

১১. বিগত ১৫-১৭ই ডিসেম্বর, ২০১১ এ জেনেভাতে অনুষ্ঠিত WTO Ministrial Conference এ বেশ কিছু LDC specific সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে services waiver অন্যতম। এ সুযোগ বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন থেকে প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। এখন এ সুযোগকে operationalize করার জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থাৎ যেসব দেশে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি এবং অন্যান্য সেবা খাত রপ্তানির সুযোগ আছে সেখাতে প্রচুর পরিমাণে Lobby করা প্রয়োজন।

১২. বর্তমানে Sanitory & Phytosanitory Certificate গ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিএসটিআইতে অবস্থিত Focal Points গুলোকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করা দরকার।

১৩. MC8 G TRIPS এর Article ৬৬.২ এর আওতায় LDC দেশগুলোকে একটি viable এবং sound technology base তৈরি করার উদ্দেশ্যে LDC দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য Exemption এর Transition Time ৩০ জুন, ২০১৩ থেকে বাড়ানোর জন্য TRIPS Council কে অনুরোধ করা হয়েছে এবং এলক্ষ্যে LDC দেশগুলোকে Priority needs assessment for technology and financial cooperation report submit করতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে যে কটি দেশ এ report submit করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এখন এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য LDC দেশগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। LDC Coordinator হিসেবে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৪. ইতোমধ্যে Pharmaceutical খাতের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত Transition Time এর সময়সীমা ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হয়ে যাবে। এ Transition Time বাড়ানো এবং Pharmaceutical খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। এ Transition Time বাড়ানো গেলে Pharmaceutical খাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে এবং এ খাতের রপ্তানি আরো বাড়বে।

১৫. রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বিদেশে অবস্থিত Trade Mission গুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের দক্ষতা বাড়ানো, প্রশিক্ষণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং বেসরকারি খাতের প্রতি তাদের সহযোগিতা বাড়ানো বিশেষভাবে প্রয়োজন।

১৬. রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং utility service সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংযোগ দেয়া প্রয়োজন।

১৭. বর্তমানে বাংলাদেশকে Branding এর ক্ষেত্রে Piece Meal Basis এ প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। আমরা মনে করি বাংলাদেশকে Branding এর জন্য আমাদের সফলতার ক্ষেত্রে যে সমস্ত শক্তিশালী বিষয় আছে সেগুলোকে সামনে নিয়ে একটি National Brand Strategy তৈরী করা দরকার। ডিসিসিআই এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

১৮. রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত এবং এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন নতুন রপ্তানিকারী দেশ খুঁজে বের করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ITC, WTO, WITS & UN এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ Data-base রয়েছে। এগুলোর সুযোগ ব্যবহারের জন্য রপ্তানি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান EPB, BFTI & Chamber গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে রপ্তানিকারকদের পণ্য ও গন্ত্য সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া সম্ভব হয় এবং সম্ভাবনাময় পণ্যের গতি প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা যায়।

১৯. ঢাকা চেম্বার Public Private Partnership ভিত্তিতে কাজ করার জন্য BUILD নামক একটি প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে Policy Advocacy and Policy Reform এর জন্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে। এ প্ল্যাটফর্মটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের অন্তর্ভূক্ত PSD Co-ordination Committee কে সহায়তা করবে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে যে কোন ধরণের সুপারিশ এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

২০. রপ্তানি বহুমুখীকরণে পণ্যের sample প্রেরণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের ক্ষেত্রে sample পাঠানোর উপরে আরোপিত limit বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় comprehensive trade policy প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে কাস্টমস এ্যাক্ট এ একটি ধারায় যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তা অন্য ধারার মাধ্যমে খর্ব করা হয়। এ ধরণের overlapping and multiple jurisdiction, একই আইনে বিভিন্ন clause এর মধ্যে inconsistency নিরসনের বিষয়গুলো comprehensive trade policy চূড়ান্তকরণের সময় বিবেচনায় রাখা দরকার।

২২. কৃষি, বন, পরিবহন, বিদ্যুৎ-জ্বালানী ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম (CDM) প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব। CDM প্রকল্পকে উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানি নীতিতে বিশেষ প্রণোদনা থাকতে পারে।

(খ) খাত-ভিত্তিক সুপারিশমালা ঃ

১. রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২- তে সিল্ক খাত সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই। তাই রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ তে সিল্ককে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।

২. হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির Invoice price এর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে যা বাড়ানো প্রয়োজন। তাছাড়া এ খাতে উৎসে কর কর্তন বর্তমানে ০.৬% যা আগে ছিল ০.২৫%। এটি কমানো প্রয়োজন। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ৭% হার সুদেই ঋণ দেয়। কিন্তু আলাদাভাবে আবার ২% সার্ভিস চার্জ কেটে রাখে। এটিও বন্ধ করা দরকার।

৩. পাট খাতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ৯০% পর্যন্ত ঋণ দেয়ার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে তা ব্যাংকগুলো অনুসরণ করছে না। রপ্তানির টাকা আসতে ২১ দিন অতিবাহিত হলে ব্যাংকগুলো Overdue interest নেয়। এ ব্যাপারে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ তে সুস্পষ্ট বিধান থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে রপ্তানি উদ্যোক্তাগণ উচ্চ ঋণ সুদ হারের কারণে বিশেষভাবে সমস্যায় জর্জরিত। এর সাথে যোগ হয় বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস চার্জ। এই সার্ভিস চার্জসমূহ বিশেষ করে রপ্তানি পণ্যের জন্য যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাই এ ক্ষেত্রেও রপ্তানি নীতিতে একটি Specific বিধান থাকা উচিত। পাট খাতের ঋণের উপর ব্যাংকগুলো যাতে ৭% এর বেশি সুদ ধার্য করতে না পারে তা বাস্তবায়ন করা দরকার।

৪. পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে উদ্ভুত রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য একটি পরিপূর্ণ sectoral plan গ্রহণ করা দরকার যাতে দেশীয় চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত পাট দিয়ে অধিকতর Value Added পণ্য রপ্তানি করা যায় সে ব্যাপারে এ যাবত প্রণীত

গবেষণাসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। উল্লেখ্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় কাগজ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উৎপাদিত Green Pulp ব্যবহারের প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

৫. Shipbuilding sector কে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে আরো অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) Clause ভিত্তিক সুপারিশমালা ঃ

১. রপ্তানি নীতির পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.২.১২ তে Origin of fish সংযোজন করা যায়। মৎস্য অধিদপ্তরকে Testing এর দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

২. রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকার ৮.১২ তে উল্লেখিত হরিণ/ হরিণা ও চাকাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির PUD, Cooked চিংড়ি ছাড়া ৭১/৯০ count বা তার চেয়ে ছোট আকারে সামুদ্রিক চিংড়ি। এটি এ তালিকা থেকে পুরোপুরি বাদ দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া ৮.১০ এর শেষে উল্লেখিত চিংড়ি মাছের পরিবর্তে শুধু চিংড়ি লিখতে হবে।

আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা ঃ

১. আমদানি সংক্রান্ত ফিস ঃ

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার পুণর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানিকারকগণ বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত ৬টি শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং তাদের নিবন্ধন (আইআরসি) ও নবায়ন ফিস নিম্নলিখিত ভাবে পূণবিণ্যাসের সুপারিশ করা হল। উল্লেখ্য নিবন্ধন ফিস কিছুটা বাড়িয়ে হলেও নবায়ন ফিস হ্রাস এবং সহজীকরণ করা দরকার।

শ্রেণী নং	বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা	প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস	বার্ষিক নবায়ন ফিস
প্রথম	টাঃ ৫,০০,০০০.০০	টাঃ ২,০০০.০০	টাঃ ১,০০০.০০
দ্বিতীয়	টাঃ ২০,০০,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ২,০০০.০০
তৃতীয়	টাঃ ৫০,০০,০০০.০০	টাঃ ১০,০০০.০০	টাঃ ৪,০০০.০০
চতুর্থ	টাঃ ১,০০,০০,০০০.০০	টাঃ ১৮,০০০.০০	টাঃ ৬,০০০.০০
পঞ্চম	টাঃ ৫,০০,০০,০০০.০০	টাঃ ২৫,০০০.০০	টাঃ ১২,০০০.০০
ষষ্ঠ	টাঃ ৫,০০,০০,০০০.০০ এর উর্দ্ধে	টাঃ ৩০,০০০.০০	টাঃ ১৮,০০০.০০

২. পুনঃরপ্তানি ঃ

আমদানি-রপ্তানি নীতিতে পুনঃরপ্তানি নীতি থাকলেও তার সুফল আমদানি-রপ্তানিকারকেরা ভোগ করতে পারছে না, দেশে বিভিন্ন সময় Trade Fair এর আয়োজন করা হয় কিন্তু Trade Fair এর জন্য আমদানিকৃত মালামাল যেমন মেশিনারী ইত্যাদি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের বিশেষভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সঠিক নীতিমালা না থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে নানা রকম অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে নীতিমালা যতটা সম্ভব সহজীকরণ করা দরকার তা না হলে এর সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

ATA carnet পদ্ধতি চালুকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতা অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে NBR যত দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে ICC-B এ মাধ্যমে এ সুবিধা উদ্যোক্তা ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চেম্বারগুলোই এ সেবা দিয়ে থাকে।

৩. আমদানি নীতি আদেশে অনুচ্ছেদ ২৫(১) চূড়ান্ত পণ্য হিসেবে সালফার (আইচ এস কোড ২৮.০২) আমদানি করে শিল্পের কাঁচামাল (এইচ এস কোড ২৫.০৩) হিসেবে শুল্কায়িত হচ্ছে। এই দুটি শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য সালফারের কোড নম্বরে কোনটি চূড়ান্ত পণ্য এবং কোনটি কাঁচামাল তা আমদানি নীতি আদেশে স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন এবং সালফার যেহেতু একটি বিস্ফোরক পণ্য, সেহেতু এই পণ্য শুধু মাত্র সরকারি ভাবে আমদানি করে তা প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন কোম্পানিকে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা যেতে পারে। এতে মিথ্যা ঘোষণা করে আমদানি বন্ধ হবে।

৪. ২০১২-১৫ আমদানি নীতি আদেশে আগর ও পেকটিন এর পাশাপাশি গোয়ার গাম কে সংযোজন করা যেতে পারে। কাজেই ১৩.০২ হেডিং এ নিম্ন লিখিত ভাবে সংযোজন আনা যেতে পারে ঃ "১৩.০২-আফিম আমদানি নিষিদ্ধ। আগরআগর, পেকটিন ও গোয়ার গাম ব্যতীত সকল পণ্য ড্রাগ প্রশাসনের/ পরিচালকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।"

৫. **Pre-Shipment Inspection (PSI) :**

৫.১ PSI Company গুলো কর্তৃক প্রণীত Test Report, Evaluation Report and Test Procedure সংক্রান্ত কাগজ পত্র Clean Report of Findings (CRF) প্রদানের সময় একই সাথে আমদানিকারকদের সরবরাহ করতে হবে।

৫.২ PSI Company দের TOR সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে আমদানিকারকদের অবহিত করা দরকার।

৫.৩ Shipment হওয়ার আগে যে সব Analysis হয় Bangladesh Standard (BDS) নম্বরসহ তা আমদানিকারকগণদের হাতে দেওয়া উচিত।

৫.৪ PSI এর ভোগান্তির কারণে আমদানিকারকদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে PSI ১% করে চার্জ আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখে থাকে। তাই PSI পদ্ধতি যতদ্রুত সম্ভব Withdraw করে Custom Valuation - এ রূপান্তর হওয়া দরকার। এ লক্ষে NBR official দের Training এর মাধ্যমে Capacity Building যতদ্রুত সম্ভব অর্জন করা যায় ততই মঙ্গল।

৬. **T.T. এর মাধ্যমে আমদানি**

আমাদের দেশে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সহায়ক দেশসমূহ এল.সি তে উৎসাহী না হয়ে T.T. এর মাধ্যমে পণ্য আমদানিতে আগ্রহী। কিছু কিছু বিষয় যেমন Sample, Spare Parts আমদানির ক্ষেত্রে T.T. পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে নমুনা আমদানি সহজ করা দরকার। উল্লেখ্য T.T. এর মাধ্যমে আমদানিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Permission গ্রহণ একটি বিশেষ সমস্যা এবং কালক্ষেপের ব্যাপার। এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ম যতটা সম্ভব সহজ করা দরকার।

৭. ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট (সি এন্ড এফ) বা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার (এফ এফ) বা এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা C & F এজেন্ট বা এফ এফ হিসেবে কাজ করছে তাদের কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব আগামী দুই বৎসরের মধ্য অটোমেশনের আওতায় আনা দরকার।

৮. অনেক সময়ে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক বিদেশে অবস্থানের কারণে ব্যবসা পরিবর্তন বা অন্যান্য অনেক কারণে তিন বৎসরের অধিক সময় নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হন। বিষয়টি CCI&E এর Discretion এ ছেড়ে দেয়া হলে, উদ্যোক্তাদের হয়রানীর কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কাগজ পত্র উপস্থাপিত হলে সারচার্জ ছাড়া নবায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারসমূহের সুপারিশমালা

01. Seminar on "Development of Tourism Sector: Problems and Prospects";

A seminar on "Development of Tourism Sector: Problems and Prospects" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 08th October 2011 at DCCI Auditorium. At the seminar Mr. Ghulam Mohammed Quader M.P, Hon'ble Minister for Civil Aviation and Tourism, GoB was present as Chief Guest. Mr. Hasan Mansur, President of TOAB, presented the keynote paper at the seminar and Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

1. Tourism sector needs to be given more priority along with the other sector.
2. Private sector needs to come forward, create the demand and do the marketing and the investments can be done under PPP at this sector.
3. We have data about how many visitors are coming at Bangladesh but we don't have any data about the exact nationality of tourists visiting at Bangladesh. To find out the nationality data we also should start keeping this data.
4. Need to build nature based eco and community based tourism sector.
5. Sign MOU on Sundarban with India for Developing a long term strategy for creating ecotourism opportunities for both countries, which will create synergy and generate greater revenue.
6. The newly formed Bangladesh Tourism Board (BTB) requires immediate reorganization to make it more functional. Representation of the trade bodies should be made mandatory to include in BTB with immediate effect.
7. The visa processing system must be reviewed to make tourist friendly as far as possible.
8. Opening hours and days of all museums should be tourist friendly.
9. We should seek the help of Chinese and Indian Government to help us in getting tourists from their countries.
10. Provide soft loan for the entrepreneurs at tourism sector.
11. Allow income tax free business to the tourism entrepreneurs in country side.
12. The infrastructure specially the road connectivity must be made of international standard.
13. Increase the promotional and marketing activities. Require more promotional and marketing effort to bring quick positive impact.
14. Lack of skilled manpower is an acute problem prevailing in this sector for long time. Need to find out ways to attract educated people to join the tourism industry and also produce more mid level educated and skilled people to work mostly as guides.
15. Need to concentrate more on the language guides (particularly Chinese language) considering the prospect of having more tourists from that direction.
16. Need a competent authority to act as advisor and regulator of tourism industry for maintaining the quality of the services and also protect the interest of the tourists.
17. Need commitment from the Government as well as all the political parties. Without their support it will be very difficult even for the Government alone to bring the changes in tourism sector.
18. Need to improve the security of the tourists and quality of the Government personnel coming in contact with them.
19. The tourist police need to become more active and also cover more areas.
20. Government personnel (security people at the borders both land and air and the immigration people) those who represent Bangladesh and interacts with a visitor/tourist when they arrive are trained properly to leave a good impression of our country.
21. The government should map out a master plan for the overall development of the country's tourism sector.

02. Public-Private dialogue on "Effective Interaction between Scientists and Entrepreneurs"

A Public-private dialogue on "Effective Interaction between Scientists and Entrepreneurs" was jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) on 20th November, 2011, at DCCI Auditorium. At the dialouge Architect Yeafesh Osman, Hon'ble State Minister, Minister of Science and Infomration & Communication Technology (ICT), Government of Bangladesh was present as Chief Guest; Mr. Abdur Rab Howlader, Division Secretary (ICT) was present as Special Guest and Professor Dr. Ahmed Ismail Mustafa, Chairman, BCSIR was present as Guest of Honor. Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

1. Need an effective interaction between scientists and entrepreneurs towards maximizing the benefits of Research & Development (R&D).
2. Creating awareness about the innovative products developed by the scientists of BCSIR.
3. Increase the cooperation between industry and scientists in order to transfer of technology, assistance to industry through providing technological solution.
4. Need to interaction between science and technology to play an imperative role towards the economic and social development of a country.
5. Need more research so that, there could be more cross link between government policies and researchs.
6. Need to develop and identify areas of research under joint collaboration of private sector so that from the very beginning of the research, private sector can be involved and contribute to design the research consistent with the need of the private sector.
7. Need echo-friendly technologies to reduce bad effect of climate changes.
8. Proper use of technologies in doing businesses.
9. The young entrepreneur of the country needs to come forward with enthusiasm.
10. Need to invest in new technology and search for commercially viable alternatives or renewable energy.
11. Need an effective involvement of entrepreneurs in the higher education process and to consider what both entrepreneurs and scientists could do more and better in order to make the cooperation easier.
12. Business should have a possibility to suggest the subjects of master's thesis to the students – most of the student's researches are impractical and useless for business.
13. Entrepreneurs should have an impact on the higher education programs in universities

03. Consultation workshop on "Draft VAT Act 2011";

A consultation workshop on "Draft VAT Act 2011" was jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry, International Finance Corporation (IFC), Policy Research Institute (PRI) on 10th December 2011 at DCCI Auditorium. At the workshop Dr. Nasiruddin Ahmed, secretary, IRD, Ministry of Finance and Chairman, National Board of Revenue was present as Chief Guest. Barrister Jahangir Hossain, commissioner, LTU, NBR and Professor Ben JM Terra, a consultant of International Monetary Fund (IMF) presented the keynote paper at the seminar and Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

১. অনেক ধারায় ক্রস-রেফারেন্স বা সূত্র হিসেবে অন্য ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য কিন্তু নতুন খসড়া আইনে সহজে পরিহারযোগ্য ক্ষেত্রগুলোতেও তা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এগুলো সংশোধন করে সংজ্ঞায় বা ধারা উপ-ধারায় ব্যবহৃত ও বিন্যস্ত বাক্যগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সেলফ-কন্টেন্ট করা হলে তা আরো সহজবোধ্য হবে।

২. নতুন খসড়া আইনের ৬৪ ধারার (৩) উপ-ধারায় বলা হয়েছে ৫০,০০০ টাকার বেশি মূল্যের উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। যদি এটি রাখতেই হয় তবে তবে এই সিলিংটি ৫০,০০০ টাকার পরিবর্তে ২,০০,০০০ টাকা করা হোক।

৩. বর্তমানে টার্ণওভার করের ক্ষেত্রে ৬০ লাখ টাকার নিচে তিন শতাংশ হারে টার্ণওভার কর দিতে হয়। নতুন খসড়া আইন অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভার ২৪ লাখ টাকা বা তার অধিক কিন্তু ৬০ লাখ টাকার নিচে হলে তিন শতাংশ হারে টার্ণওভার কর দিতে হবে। পণ্য-সেবা নির্বিশেষে ২৪ লাখ টাকা টার্ণওভারের নিচের প্রতিষ্ঠানকে মূসক পরিশোধ থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়ার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। কুটির শিল্পের মূসক অব্যাহতি সুযোগ ব্যবহারের জন্য ডিভিশনাল কমিশনার এর কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সংশ্লিষ্ট সার্কেল কমিশনারের নিকট থেকে এ সুযোগের অনুমোদন নেয়ার বিধান করা যেতে পারে।

৪. বর্তমানে এটিভি বা অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট নামে আমদানি পর্যায়ে অতিরিক্ত মূসক আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা মূল আইনের Deviation, কিন্তু খসড়া আইনের ধারা ২ এর ক্লজ (৫) এবং ধারা ২৮ এ তা স্থায়ীভাবে আগাম মূল্য কর সংযোজন হিসেবে প্রযোজ্য হয়েছে। অগ্রিম কর আদায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতা। এটি আরো আলোচনার প্রয়োজন যাতে এ বিধানটি নুতন আইনে প্রযোজ্য করার ব্যাপারে সরকারের যৌক্তিকতা জনসাধারণের কাছে পরিস্কার হয়।

৫. নতুন খসড়া মূসক আইনে আদিম দেওয়ানি এখতিয়ারে হাইকোর্টসহ অন্য কোন আদালতে, এই আইন বা বিধিসমূহের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ, কর নিরূপণ, কর আরোপণ, অর্থ দন্ড আরোপণ, সুদ আরোপণ, কর আদায় বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য বা এই আইনের অধীনে পরিচালিত কোন নিরীক্ষা, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা এইরূপ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যাবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে যা নতুন করে করদাতাদের জন্য হয়রনিমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। ব্যবসায় বান্ধব মূসক আইন প্রণয়নে এমন কোন ধারা বলবৎ রাখা উচিত নয় যা ব্যবসায়ীদের যন্ত্রণা এবং হয়রানির কারণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

৬. কর ফাঁকি দেয়ার কিছু কৌশল আছে যেমন ঃ ট্রান্সফার প্রাইসিং, অফসোর, ই-কমার্স, ফেক এ্যাকাউন্ট ইত্যাদি। এদের মধ্যে ট্রান্সফার প্রাইসিংটি বেশি ব্যবহৃত হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে করযোগ্য আয় অন্য অধিক্ষেত্রে স্থানান্তর করে। কিছু কিছু দেশীয় কোম্পানিও করযোগ্য আয় আয়কর-অবকাশ প্রাপ্ত বা করমুক্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করে। এতে সরকার প্রচুর রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এ ব্যাপারে এ নতুন আইনে স্পষ্ট বিধান থাকা প্রয়োজন।

7. NBR should expand the tax net for increasing government's revenue collection.
8. Revenue collection should not be the only objective of the tax law; rather it should also focus on facilitating industrial growth of the country.
9. There are 3-4 lakh retailers whose transaction will be huge at a whole. NBR should focus on them.
10. Work together for operationalising the draft VAT Act 2011.
11. The tax authority will continue discussion with stakeholders to clear ambiguity and fears of businesses to make a taxpayer friendly VAT law.
12. The ADR will be formed in January next year taking a list of persons in the panel nominated by the private sector.
13. The Chittagong Customs Office might remain open for more hours after 5pm along with banks to facilitate overseas trade.
14. The new VAT Act should focus on smooth tax payment system.
15. Withdraw the provision of charging Advanced Trade VAT in the draft law and suggested plugging the loopholes of tax evasion.
16. Setting the rate of penalty for various offences based on a rule instead of allowing tax officials to determine the rate of penalty.
17. Also proposed to reduce the rate of VAT from present 15 percent to enhance the rate of compliance.

04. Seminar on "Revival of Railway's Potential Role for Business Expansion"

A seminar on "Revival of Railway's Potential Role for Business Expansion" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 26 January, 2012 at DCCI Auditorium. At the seminar Hon'ble Minister, Minister for Railways, Mr. Suranjit Sen Gupta, M.P. was present as Chief Guest. Mr. Fazle Kabir, Secretary, Ministry of Railways and Mr. Kazi Akramuddin Ahamed, Chairman, Standard Bank Ltd. was present as Special Guest. Dr. M Rahmatullah, Transport Policy and Planning specialist and former director of UN-ESCAP (Transport), Bangkok presented the keynote paper at the seminar and Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশসমূহ ঃ

১. সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং স্থানের ট্রেনগুলোকে সময় মত ছেড়ে যাওয়া ও পৌঁছানোর এবং এ ক্ষেত্রে টাইমটেবিলে ঘোষিত সময় Strictly মেনে চলতে হবে যাতে রেল যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষের Confidence ফিরে আসে। এতে দৈনিক যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তা ক্রমাগত ঢাকার উপর বাড়তি চাপ হ্রাসে সহায়ক হতে পারে;

২. রেলওয়ের টিকেট বিক্রি এবং অন্যান্য সেবা যতটা সম্ভব আধুনিক এবং Electronic পদ্ধতিতে হতে হবে যাতে কারচুপি এবং কালোবাজারী বন্ধ করা যায়।

৩. কালোবাজারে টিকিট বিক্রি বন্ধের লক্ষ্যে মোবাইল এর পাশাপাশি অনলাইন এর মাধ্যমে টিকিট বুকিং এর কার্যকর ভূমিকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে সরকার কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। এ বিষয় সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে কালোবাজারে টিকিট বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব হবে।

৪. আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে চোরাকারবারী/ইঞ্জিন থেকে তেল চুরিবন্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে এগুলো দূরীভূত হয়। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের আইন দেখে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫. মূল টিকিট থেকে টিকিটের মূল্য কিছুটা কম রেখে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক টিকিট পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে; এতে রেল ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং টিকিট ক্রয়ে তারা উৎসাহিত হবে। অনেক সময় তাড়াহুরা থাকায় জনগণ টিকিট না কেটেই ট্রেনে উঠে পড়ে; এতে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।

৬. নিরাপত্তার জন্য এমনভাবে CCTV ব্যবহার করা যাতে এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণের সুযোগ তৈরি হয়।

৭. যেহেতু রেলওয়ে একটি Public Property তাই এর যত্রতত্র ব্যবহার রোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। রেলওয়ের বগির ভিতর বিজ্ঞাপন প্রচার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এতে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৮. রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের জন্য জাতীয় বাজেটের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া দরকার এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, লাইনের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুতগতির ট্রেন চালানো, পরিচালনা ব্যয় ও সময় হ্রাসে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন চালু করা যেতে পারে।

মধ্য মেয়াদী সুপারিশসমূহ ঃ

১. মালবাহী ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রেও সময় মেনে চলার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে মালবাহী ট্রেনের ধারণক্ষমতা এবং গতি বৃদ্ধি করা দরকার। অধিকাংশ মালগাড়ীর ভ্যাকুয়াম ব্রেক কাজ করে না বলে সীমিত গতিতে চালাতে হয়; এদিকে সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে মালগাড়ী ভ্যাকুয়াম ব্রেকসহ চলাচল করে। ব্রেক দামী ইস্পাতের তৈরি বলে ইয়ার্ডে চুরি হয়; এটা ঠেকাতে হবে।

২. রেল ব্যবস্থায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে এমনভাবে ব্যবস্থা নেয়া দরকার যাতে কিছু নুতন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। রেলওয়ের মত একটি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনবল থাকা প্রয়োজন এবং তার জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। দেশের নিজস্ব কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতীয় রেলপথ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, লাভজনক এবং সাধারণ জনগণের সবচেয়ে প্রিয় বাহন। ভারতীয় রেলপথ এখনো অব্যাহত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে, যাত্রীসেবার মান বাড়াচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, রেলওয়ের শত বছরের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য, প্রতিবেশী দেশ এবং আধুনিক বিশ্বের নিত্যনতুন পরিবর্তন বিবেচনা করে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. PPP এর মাধ্যমে রেলখাতে আরো বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন যা Transport Master Plan এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। এতে সেবা ও মান দুটোই বৃদ্ধি পাবে।

৪. রেল ক্রসিং এর ব্যাপারে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ঢাকার মধ্যে যে কটি রেল ক্রসিং আছে সেখানে ব্রিজ এর মাধ্যমে রেল ক্রস করার পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে ক্রমাগত দূর্ঘটনা এড়ানো এবং এ সম্পর্কে মানুষের ভীতি দূরীভূত করা সম্ভব হয়। এ বিষয়টিও পিপিপি এর আওতায় দেখা যেতে পারে।

৫. সম্প্রতি ভারত সরকারের সাথে রেলওয়ে কোচ এবং ইঞ্জিন সংগ্রহের ব্যাপারে যে চুক্তি হয়েছে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা দ্রুততার সাথে করা দরকার।

৬. রেলওয়ের অবকাঠামো "ফ্রি গিফ্‌ট অব নেচার" হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে; এ ধারণা থেকে শীঘ্রই উত্তরণ দরকার। ঢাকা এবং চিটাগং এর সাথে দেশের সব জেলার Threshold Railway Connection থাকা দরকার।

৭. রেল ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নের জন্য যতটা সম্ভব এ সেবার Computerization করা দরকার এবং শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা নির্বিশেষে পেশাগত ন্যায়ভিত্তিক স্বীকৃত অধিকার, পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করে একটি টিম স্পিরিটের মাধ্যমে রেল পরিচালনায় গতিবেগ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. যোগ্যতা ও দক্ষতার মূল্যায়ন করে জব কার্ড চালুর মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজের জন্য উৎসাহ ভাতা চালু করা যেতে পারে। সর্বপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বিশেষে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা একান্ত দরকার।

৯. রেলের সব কারখানা, শেড, ডিজেল কারখানা, সিগন্যাল কারখানা সমন্বিত পরিকল্পনায় এনে উৎপাদনমুখী করা দরকার।

১০. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ট্রেন রুটকে অবিলম্বে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা একান্ত প্রয়োজন। এতে করে আধ ঘন্টা পর পর ট্রেন চলাচল করতে পারবে। ট্রেন যোগাযোগে যানজটের ভয় না থাকায় এবং সাশ্রয়ী বিধায় লোকজন ট্রেনকেই বেছে নিবে। এর ফলে একদিকে জনগণের সময় ও খরচ দুটোই বাঁচবে অপরদিকে রেলওয়ে এখান থেকে অনেক আয় করতে পারবে। এটি করা গেলে নারায়নগঞ্জ থেকে প্রতিদিন লোকজন ঢাকায় কর্মস্থলে এসে আবার সন্ধ্যায় নারায়নগঞ্জ ফিরে যেতে পারবে। এতে ঢাকার উপর বাড়তি চাপ কমবে।

দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশসমূহ ঃ

১. বিভিন্ন তথ্যে জানা যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মাত্র ২৮০ টি ট্রেন রয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠির এ দেশে এ সংখ্যা একান্ত অপ্রতুল বলে এর সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া দরকার।

২. বেশির ভাগ Single line কে Double line এ রুপান্তর করা প্রয়োজন। ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনের ক্ষেত্রে Double track পদ্ধতি চালু করা বিশেষভাবে দরকার।

৩. পুরোনো লাইনগুলোর ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন এবং ভারত, চীন ও মিয়ানমারের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে যাতে বাংলাদেশ ক্রমাগত আন্তর্জাতিক রোড ও রেল-নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হতে পারে।

৪. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সংস্কারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করা দরকার। সর্বোপরি একটি Situation Analysis করা এবং সম্পর্ক যুক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী Effective Action Plan (EAP) প্রণয়ন করা যা Vision ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবে।

৫. সরকারের ভিশন-২০২১ এর অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান বাড়িয়ে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নুতন উদ্যোক্তা সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা। তাছাড়া এসব SMEs রেলওয়ের খুচরা যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বৃহত্তম পরিবহন নেটওয়ার্ক হিসেবে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

৬. ইতোমধ্যে যানবাহন ব্যবস্থা বহুমুখী করার লক্ষ্যে বিকল্প হিসেবে Waterways and Elevated Roadways এর উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সে সাথে রেলওয়ের উন্নয়ন অন্যতম বিকল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল লাইন এবং ইলেক্ট্রিক ট্রেন চালুকরণ; লাকসাম-ঢাকা কর্ড লাইন এবং মেট্রো রেল চালুকরণের মধ্যেই ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের উপায় নিহিত রয়েছে।

৭. বাংলাদেশে Light Engineering শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে রেলওয়ে ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপক সংযোগ রয়েছে। রেলওয়ের সেবার পাশাপাশি এ ধরণের আরও অনেক এসএমই খাত Light Engineering, Foundry খাত গড়ে উঠতে পারে যা অর্থনীতিতে এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এতে নিজস্ব দেশীয় কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এর সরঞ্জাম তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ তৈরি হবে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পলিসি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৮. বাংলাদেশে প্রস্তাবিত ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর (DCEC) এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এর সাথে রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কযুক্ত। রেল খাতে ওয়াগন এবং লোকোমটিভ এর স্বল্পতা, অপারেশনাল দক্ষতা এবং অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা দ্রুততার সাথে সমাধান করতে হবে।

৯. সমন্বিত বহুমাধ্যম পরিবহন নীতি (আইএমটিপি) কাঠামোর আওতায় ২০০৯ সালে রেল খাতের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যার অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইনকে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হলে এবং ধীরাশ্রমে একটি নতুন আইসিডি করা গেলে রেলওয়ে Dhaka bound container traffic এর অন্ততঃ ২৫ শতাংশ বহন করতে পারবে। এতে করে প্রায় ৫০০ পণ্য পরিবহনকারী ট্রাক রাস্তা থেকে অপসারণ করা সম্ভব হবে।

১০. বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনারসমূহ সঠিক সময়ে দক্ষতার সাথে পণ্য বহন করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সেবা প্রদানেও বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে সক্ষম নয়। তাই বাংলাদেশে রেলওয়ের কন্টেইনার বৃদ্ধি এবং রেল ট্র্যাকগুলোকে দক্ষতার সাথে বহন, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পোর্টের সাথে সহজ সংযোগ করা একান্ত প্রয়োজন।

১১. টেলিকমিউনিকেশন সুবিধা ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এবং রেল খাতের দক্ষতা বাড়িয়ে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের অধিকতর প্রয়াস নেয়ার এখনই সময়।

১২. ঢাকা-চিটাগং, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এবং ঢাকা-জয়দেবপুর রেল যোগাযোগ আধুনিক ও উন্নত করা দরকার। তাছাড়া GRP Police এর দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। ঢাকার সায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিম দিকে করাতিটোলা পয়েন্টে রেল লাইনের দুই পাশে রেলওয়ের প্রচুর জায়গা আছে যেখানে নারায়ণগঞ্জের পাগলা স্টেশনের মত সায়দাবাদে একটি নতুন ট্রেন স্টেশন স্থাপন করা যায়। এটি বাস্তবায়িত হলে জনগণের সময় ও খরচ দুটোই কমবে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

১৩. একটি সঠিক রেলওয়ে নীতি বাংলাদেশের জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ইতোমধ্যে Integrated Multimode Transport Policy (IMTP) প্রণীত হয়েছে। IMTP এর মাধ্যমে একটি রেলওয়ে মাষ্টার প্ল্যান তৈরি করে অবিলম্বে এগুলোর বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে জরুরী।

১৪. রেলওয়ে ও অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলো কার্যকর করা গেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রতিদিন অন্ততঃ ৫০০ পণ্যবাহী ট্রাক কম চলবে যা যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে সড়কের উপর চাপ কমবে, ব্যবসায়ের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। এজন্য প্রয়োজন রেলওয়ের সংস্কার ও উন্নয়ন, প্রয়োজন পরিকল্পিত বিনিয়োগ।

১৫. রেলওয়েকে ঢেলে সাজাতে একটি মহাপরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে একটি রেলওয়ে বোর্ড গঠন করা যায়।

১৬. ঢাকার সুযোগ সুবিধাকে বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে। যোগাযোগের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হিসেবে রেলওয়েকে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। Elevated Expressway এর পরিবর্তে Underway Rail সেবা চালু করা দরকার।

১৭. সব প্রতিষ্ঠানের সাফল্যই নির্ভর করে একটি পরিকল্পনার উপর। ভারতের রেলের Basic Structure অনুসরণ করা উচিত। রেলে বেশি পরিমাণে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করা গেলে আয় Automatically বৃদ্ধি পাবে।

১৮. Railway Engineering এর উপর চীনের যোগাযোগ বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আমাদের দেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Diploma Course/Bachelor Degree চালু করার ব্যবস্থা করে এর Status বাড়ানো যায়। দেশের সব স্টেশনের পাশে IT Centre স্থাপন করা যায়। এতে সরকারের রাজস্ব বাড়বে।

১৯. দুই ট্র্যাক এর রেল লাইন না করে তিন ট্র্যাকের করে একটি লাইন দিয়ে শুধু পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করা গেলে ব্যবসায়ীদের জন্য রেল ব্যবহার করে পণ্য পরিবহন অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী হবে।

২০. ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ এশিয়া অঞ্চলে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি 'সিগনিফিক্যান্ট হাব' (Significant Hub) হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে যদি রেলের উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যায়।

২১. রেলওয়ের সুনাম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে যা সম্পদ আছে তার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সৈয়দপুর Dock Yard ঠিক মত চালু করতে পারলে উত্তরবঙ্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্য পরিবহন ত্বরান্বিত হবে। রেল খাতকে অগ্রাধিকার দিলে জ্বালানী তেল আমদানিও কিছুটা কমবে।

05. Seminar on "Role of Publication Industry in Developing Knowledge-based Society and Business Perspective".

A seminar on "Role of Publication Sector in Developing Knowledge-based Society and Business Perspective" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 18th February 2012 at DCCI Auditorium. At the seminar Hon'ble Education Minister Mr Nurul Islam Nahid, was present as Chief Guest. Dr Kamal Abdul Naser Chowdhury, Education Secretary and Bhuiyan Shafiqul Islam, Planning Secretary (Planning Division) was present as Special Guest. Prof. Dr Syed Anwar Hossain, Editor, The Daily Sun was present as Guest of Honor. Mr Mohiuddin Ahmed, Managing director of the University Press Limited presented the keynote paper at the seminar and Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

১. সরকারকে স্থানীয় এ্যাকাডেমিক বই (দেশী ও বিদেশী) প্রকাশকদের আর্থিক ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে যাতে তারা বইয়ের মূল্য পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পারে।

২. কপিরাইট আইনের ধারাসমূহ যাতে অপব্যবহৃত না হয় সেজন্য সরকারের তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

৩. বিদেশী বইয়ের দাম ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে হওয়ায় একদল অসাধু ব্যক্তি এ সুযোগে পাইরেটেড বই প্রকাশ করছে। বিদেশী প্রকাশকদের বই তাদের সম্মতিতে লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে যাতে দেশীয় প্রকাশকেরা কম খরচে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য সরকারের উচিত বৈদেশিক মুদ্রায় "রয়্যালটি" প্রদানের উপর বিধিনিষেধ তুলে দেয়া।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে আগ্রহী করে তুলতে হবে কারণ এ খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

৫. স্থানীয় প্রকাশকদের কপিরাইট আইন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তাঁদের ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে হবে। এজন্য সরকারের উচিত ট্রেডমার্ক ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে প্রকাশকদের সচেতন করা।

৬. আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ত্ব অধিকারের যাতে অপব্যবহার না হয় সেজন্য আইনসহ সরকারি কাজের প্রক্রিয়া আরো সহজতর করা প্রয়োজন।

৭. সরকারের নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদেরকেও কপিরাইট আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

৮. সরকার ইতোমধ্যে "এ্যান্টি পাইরেসি টাস্ক ফোর্স" গঠন করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এর পাশাপাশি সরকারকে যৌক্তিকতা বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণ করে তার শক্তিশালী প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং সরকার, প্রকাশক ও লেখকগণ যাতে উপকৃত হয়।

৯. সরকারিভাবে বিতরণের জন্য পাইরেটেড বই যাতে কোনভাবেই ব্যবহৃত না হয় সে ব্যাপারেও সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

১০. কপিরাইট আইনে "Collective Management Organization (CMO)" এর ব্যাপরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এর মাধ্যমে লেখক ও প্রকাশকের স্বার্থ সংরক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে এখনও এর যথার্থ ব্যবহার হয়নি লেখক ও প্রকাশকদের এ ব্যাপারে সচেতনতার অভাবে। বই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে পারলে এর মাধ্যমে এ সুযোগগুলো ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে।

১১. বাংলাদেশে আটটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকাশনা, প্যাকেজিং এবং পাবলিশিং এর জন্য একটি আলাদা শিল্পাঞ্চল যেন সরকার দেয়।

১২. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরীর জন্য গবেষণা কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা দরকার।

১৩. জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞান চর্চা সচেতনতা ও নৈতিক আদর্শ সৃষ্ঠিতে সহায়তা করে। সনদপত্র ব্যবহারের চেয়ে লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের দিকে আমাদের আরও বেশি মনযোগী হতে হবে।

১৪. বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতীত সাফল্যগাঁথা, উল্লেখযোগ্য উদাহরণসমূহ সংরক্ষণ প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে প্রকাশকরা প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৫. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচিত পাঠ্যাভ্যাস তৈরীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুলগুলোতে ভাল মানের বই সরবরাহ করা। পাশাপাশি গবেষণার কাজেও প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়তা করতে পারে।

১৬. পাইরেসি রোধে ও কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের ব্যপারে সরকারকে আরও সচেতন ও কঠোর হতে হবে।

১৭. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সর্বোপরি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সরকারকে গবেষণা খাতে আরও বেশি মনযোগ দিতে হবে।

১৮. শুধু নামসর্বস্ব বই প্রকাশ না করে প্রকাশনা খাতের সকলকে মানসম্মত ও জ্ঞানগর্ভ বই প্রকাশ করতে হবে।

১৯. একটি উন্নত গ্রন্থ নীতি প্রনয়ণের জন্য সরকারকে আরও গতিশীল হতে হবে।

২০. বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প এখন বৃহৎ পরিসরে কাজ করছে। ইপিবি এর হিসাব মতে গত ছয় মাসে বাংলাদেশ থেকে ১.৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের সরাসরি প্রকাশনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে। তাই সম্ভাবনাময় এ প্রকাশনা খাতকে একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে।

২১ বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্প এখন অনেক উন্নত। বিগত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৩ কোটি বই ছাত্র/ছাত্রীদের সরবরাহ করেছে যার মধ্যে ২০ কোটি বই বাংলাদেশ ও ৩ কোটি বই ভারত মুদ্রণ করেছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে এ দেশেই শতভাগ পাঠ্যবই মুদ্রণ সম্ভব।

২২. আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে ইউরোপ থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রিন্ট অর্ডার দক্ষিণ-এশিয়াতে চলে আসবে। আমাদের এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এ জন্য আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে। আন্তরিকভাবে দেখলে তৈরী পোষাক খাতের পর মুদ্রণ শিল্পও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত হতে পারবে।

২৩. শুধু সুপারিশমালা প্রণয়ন করলে চলবেনা। এগুলোকে কার্যকর করতে হবে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরও সক্রিয় করতে হবে।

২৪. সরকারি উদ্যোগে বই ক্রয়ের আগের কর্মসূচীকে আবার চালু করা দরকার কারণ সরকার যদি ভাল বই ক্রয় করে তাহলে প্রকাশকরা ভাল বই প্রকাশ করতে অনুপ্রানিত হরে। সবার আগে দরকার ভাল বই এর সংগা নির্ধারণ ও এ ব্যাপারে সরকারের কমিটির একমত হওয়া।

২৬. জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে আবার সক্রিয় ও উদ্দ্যেগী করতে হবে।

২৭. গ্রন্থ নীতির সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা জরুরী। কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার ও সকল বিভাগীয় গণ গ্রন্থাগারের মান উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এসব গণ গ্রন্থাগারগুলোতে প্রতি তিন মাস অন্তর বই ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা না হলে মানুষ আর পাবলিক লাইব্রেরীতে আসবেনা। শুধু বই নয়, মানসম্মত দেশী বিদেশী দৈনিক, ম্যাগজিন, সাপ্তাহিকও রাখা যেতে পারে।

২৮. জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র প্রতিটি বিভাগীয় শহরে বই মেলার আয়োজন করতে পারে।

২৯. প্রতিটি স্কুলে লাইব্রেরী রুম রাখা, সাপ্তাহিক লাইব্রেরী ক্লাস রাখা, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের বয়স উপযোগী বই এর সংগ্রহ রাখা, প্রতি বছর নির্বাচিত বই ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা কারণ স্কুলই পারে ছেলে মেয়েদের পাঠাভ্যাস বাড়াতে।

৩০. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া প্রতিযোগীতার আদলে প্রতিটি স্কুলে বই পড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা যেতে পারে।

৩১. ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশী বই রপ্তানির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার।

৩২. আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজি বই এর বাংলা অনুবাদ করার উদ্দ্যোগ নিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে দক্ষ অনুবাদকের অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

৩৩. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ উন্নয়নে সর্বপ্রথম পাঠ্যাভ্যাস তৈরী করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে।

৩৪. বিজি প্রেসের আধুনিকায়ন দরকার। ঢাকা চেম্বার পরিচালিত ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ডিবিআই এখন অনেক সমৃদ্ধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ঢাকা চেম্বারকে শিক্ষা কার্যক্রমের উপর কোন প্রকল্প সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

৩৫. আমাদের প্রকাশনার মান উন্নয়নের পাশাপাশি লেখার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

৩৬. ভাল আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরী স্থাপন করা যেতে পারে।

৩৭. বিগত বছর সরকার প্রায় ২৩ কোটি বই মুদ্রণ করে ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের টেক্সট বুক বোর্ড এত বড় প্রকাশনা করে অথচ এর কোন প্রচার নেই। বহিঃবিশ্বে এর প্রচার দরকার তাহলে বাংলাদেশে এর বড় বাজার সৃষ্ঠি হবে।

৩৮. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আমাদের অনেক বড় বাজার সৃষ্ঠি হবে।

৩৯. বাঁধাই শিল্পে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। সেই সাথে সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউটকে আরও আধুনিকায়ন করতে হবে। ফলে তারা দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ভূমিকা রাখবে।

৪০. আমাদের বাজার সৃষ্ঠি করাই মূল প্রতিবন্ধকতা, আমাদের বাজার অনেক ক্ষুদ্র, কলকাতায় আরও বেশি বাংলাদেশী বই মেলা আয়োজন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগীতা দরকার।

৪১. কাগজ আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে অথবা কাগজের উপর ভ্যাট কমালে বা প্রত্যাহার করলে বই এর দাম কমবে।

৪২. বই রপ্তানির পাশাপাশি স্থানীয় বাজারও ধরে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক দরপত্র ছাড়া স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান দিয়েই ২৩ কোটি অথবা তারও অধিক বই ছাপানো সম্ভব।

৪৩. জ্ঞান মনীষার উৎকর্ষ সাধনে ভারত বাংলাদেশের জন্য একটি উদাহরণ হতে পারে। ভারতে কাগজের উপর কোন ভ্যাট নেই। তারা বিদেশী ভাল মানের বই অনুবাদ করে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমাদের জ্ঞান চর্চার জন্য সহায়ক ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্ঠি করতে হবে তাহলেই জ্ঞানের সৃজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন অধিকহারে গবেষণা করছেন না। আমাদের মেধাকে আকর্ষণ করতে হবে। পরিবার থেকেই জ্ঞান মনীষার শুরু করতে হবে।

৪৪. অনেক বিষয় আছে যেগুলো শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে এককভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

৪৫. যে সমস্ত আইন আছে তার সঠিক বাস্তবায়ন দরকার ও প্রয়োজনে নতুন আইন করা যেতে পারে।

৪৬. আমাদের দেশের প্রায় ৭০ লক্ষ লোক দেশের বাইরে থাকে। তাদের কাছে দেশীয় বই পাঠাতে হবে তাহলে তারাও পড়বে। আমাদের দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে। নতুন প্রজন্মকে এভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

06. Seminar on "Strengthening Regional Planning & Governance to Support the Land Development and Real Estate Sector of Bangladesh"

A seminar on Seminar on "Strengthening Regional Planning & Governance to Support the Land Development and Real Estate Sector of Bangladesh" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 6th March, 2012 at DCCI Auditorium. At the seminar Hon'ble State Minister for Housing & Public Works Advocate Abdul Mannan Khan, M.P. Government of Bangladesh was present as Chief Guest and Engr. Md. Nurul Huda, Chairman, RAJUK was present as Special Guest. Emeritus Professor Brian Roberts, International Expert on City Competitiveness and Mr. Khairul Majid Mahmud Director, DCCI and Managing Director of Caldwell Development Ltd presented the keynote paper at the seminar and Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

1. The government needs to make a 'Bangladesh Area Plan' (BAP) for a planned development of the real estate sector of the country.
2. Public Private Partnership (PPP) projects could be encouraged for ensuring sustainable development of the Real Estate sector. Well developed plans showing priority investment infrastructure programme for public, public/private and joint venture projects.
3. Effective implementation of National Land Policy, making necessary reforms and engaging skilled manpower is an urgent need. Government needs to ensure transparency in this respect so that anomalies in property market can be addressed. Properly registration and taxation system also be ensured
4. The government needs to take steps to allocate specific lands for housing projects.
5. New housing projects under the Detailed Area Plan (DAP) need to be taken care of, so that existing establishment are not be disturbed. Necessary actions to be taken to protect the ponds/wetlands already in place in the DAP area.
6. The developers should follow the National Building Codes strictly while constructing buildings.
7. Local colleges and universities could offer real estate certification course that will provide students a practical knowledge of all aspects of the real state business.
8. The government needs to formalize a comprehensive National Housing Policy.
9. Government needs to take initiatives as soon as possible to make Dhaka as one of the best liveable cities in the world.
10. The government should extend more logistic support to RAJUK in order to make it more functional. Decentralization process at RAJUK should be expedited.
11. The rules of the Real Estate Development and Management Act, 2010 needs to be formulated to bring discipline in the sector.
12. We can bring experts from developed countries for helping RAJUK to plan Dhaka City development. We need a planning agency that prepares reliable economic forecasts on the economy, population, socio demographics, demand for land, housing and infrastructure.
13. Stake holders need to coordinate to each others to get a better result from the government policies. Coordination with the work of RAJUK and the government is also required.
14. The money deposited for land needs to be refunded on time and necessary rules may be formed to address this problem.
15. Well-coordinated infrastructure delivery and funding governance arrangements between infrastructure service delivery agencies are required for an efficient Real Estate Sector.
16. Value capture by government of rising land price to cover infrastructure costs, including a schedule of infrastructure developer charges. The drainage systems need to develop properly. Increasing the commercial plan, KPI plan at Dhanmondi area are also requested.

07. Consultation programme "Geographical Indications Act-2011";

A consultation programme on "Geographical Indications Act-2011" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 21st March 2012 at DCCI Auditorium. At the Consultation programme Hon'ble Minister Mr. Dilip Barua, Minister of Industries, Government of Bangladesh was present as Chief Guest. Mr. A.B.M. Hamidul Mishbah, Advocate of Supreme Court of Bangladesh presented the keynote paper at the seminar and Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendation:

১. ভৌগলিক নির্দেশক আইনটি ইংরেজী খসড়া এবং বাংলায় অনুবাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল থাকা দরকার। শব্দগত ও সংখ্যা সম্পর্কিত মিলেরও প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু যে কোন অসঙ্গতি দেখা গেলে বাংলা ভাষাই প্রাধান্য পাবে (ধারা ৮৯) তাই বাংলায় প্রণীত আইনটি বিশেষভাবে যত্নের সাথে প্রণীত হতে হবে।

২. বাংলায় প্রণীত আইনটিতে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে, জি আই অধিকার একটি নির্দিষ্ট লোক গোষ্ঠির জন্য তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দরকার (ধারা ২ এর (১),(২), (৩))।

৩. উল্লেখ্য, মেধাসত্ত্ব অধিকারের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন violation হলে, কপি রাইট আইনে Raid এবং Seizure এর ব্যাপারে যে সুবিধা রয়েছে তা ভৌগলিক নির্দেশক এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন। ভৌগলিক নির্দেশক এর ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা রয়েছে কোন Raid বা Seizure এর তবে তা জি আই রেজিষ্টারারের অনুমোদন সাপেক্ষে তা হতে হবে। এক্ষেত্রে ২টি আইনের মধ্যে সাদৃশ্য রক্ষা করা যেতে পারে।

৪. G.I. আইনে বলা হয়েছে যে DPDT একটি আলাদা Wing (ধারা ৩) স্থাপনের মাধ্যমে ভৌগলিক নির্দেশক issue কে handle করবে বলা হয়েছে কিন্তু DPDT এর উপরে বর্তমানে যে দায়িত্ব নিয়োজিত রয়েছে তা সম্পন্ন করার মত লোকবল DPDT এর নাই। তাই নতুন ভাবে তাদের উপর আরো অধিক দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তা তাদের জন্য প্রতিপালন কঠিন হতে পারে। তাই G.I. এরজন্য আইনে আলাদা Department করার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫. Unregistered G.I. কে Enforce করার জন্য Passing-off এর Defination এই আইনে থাকা দরকার। যদি unregister G.I. infringed হয় তাহলে তা Collectively Face করা যায় কিনা তা আমাদের দেখা দরকার। আইনে সেভাবে বিধান রাখা যেতে পারে।

৬. ডিজিটাল G.I. Registration এর বিষয়টি আইনে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

৭. ধারা ৯ অনুযায়ী কোন অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধন তার আবেদনের তারিখ হতে ধার্য্য করা হবে। অন্যদিকে আইনের ধারা ২১(১) অনুযায়ী এ আইনের অধীনে বাতিল বা অন্যভাবে বৈধ না হওয়া পর্যন্ত ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বৈধ থাকবে বলা হয়েছে। আবার ধারা ২১(২) এ বলা হয়েছে, অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ১০ (দশ) বছর অথবা অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধনের মেয়াদ যে তারিখে উত্তীর্ণ হবে। এ চুক্তির মধ্য যাহা আগে ঘটবে। সে অনুযায়ী হবে। এ ব্যাপারে ভারতীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এছাড়াও এখানে এসোসিয়েশন যারা জাতীয়ভাবে রেজিষ্টীকৃত G.I. ব্যবহার করে উপকৃত হবে তাদের বিষয়েও পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।

৮. TRIPS চুক্তির অধীনে G.I. আইনের ধারা ২৩ ধারা অনুযায়ী Wines এবং স্পীরিটের ক্ষেত্রে এবং এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ধরণের প্রটেকশন এর সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে TRIPS Council এর আওতায় multilateral system of notification স্থাপনের ক্ষেত্রে নেগোশিয়েশনের সুযোগ গ্রহণ করে সদস্য দেশ উপকৃত হতে পারে। একই ভাবে Article-24 G International negotiation exception এর সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়গুলো দোহা আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। Article-23.4 এবং একই আর্টিকেল অনুযায়ী Wine এবং Spirit ছাড়াও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ সুযোগ দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ এসব বিষয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুবিধা আদায়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে।

৯. SAARC এবং অন্যান্য Regional Treaty এর মাধ্যমে "Distinctive Sign" সমূহ এর G.I. করা যায় কিনা তা আইনের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। কারণ SAARC দেশসমূহের অনেক পণ্য রয়েছে যা একই ধরণের গুণাবলী সম্পন্ন।

১০. আইনটির নিয়ন্ত্রণকারীর অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং শহরের বাইরে কোন G.I. কোর্ট নেই। এ বিষয়গুলো আইনে সঠিকভাবে আসা দরকার।

১১. আইনকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে তৈরী করে পরে Rule প্রণয়নের ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

১২. এ পর্যন্ত যে সমস্ত পণ্যকে প্রাথমিকভাবে G.I. হিসেবে নির্ণয় করা যায় সেগুলোর ব্যাপারে Feasibility Study (economic, social and technical internet) করা দরকার।

১৩. অবিলম্বে একটি G.I. Data-base প্রণয়ন করা দরকার।

১৪. বাংলাদেশে কোন বিশেষ সেবা খাতকে G.I. এর আনার সুযোগ রাখার ব্যাপারে আইনে বিধান থাকতে পারে।

০৮. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে যোগাযোগ, অবকাঠামো এবং কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিগত ৩১ মে, ২০১২ তারিখে "ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে যোগাযোগ, অবকাঠামো এবং কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থার ভূমিকা" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ ও রেলপথমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি. সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা)'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. টাকাও টোডা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এম শামিম জেড বসুনিয়া সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ট্রাফিক) এর যুগ্ম কমিশনার ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান এবং ডিসিসিআই এর ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

Recommendation:

১. সরকার দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় বেসরকারি খাতকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসহ একটি সুপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশল প্রনয়ণ করা একান্ত প্রয়োজন;

২. ট্রাফিক পুলিশ অধিদপ্তর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি একে আরো শক্তিশালী করতে হবে। ঢাকা শহরে বসবাসকারী মানুষ ও যানবাহন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে;

৩. দেশের সকল সড়কের সময়মত মেরামত, সম্প্রসারণ এবং মহাসড়কগুলোতে ডিভাইডার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন বিপজ্জনক স্থানে সতর্কমূলক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু এবং সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে হবে। ট্রাফিক আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান কার্যকর করতে হবে;

৪. ঢাকা শহরের স্কুল ও অফিসের সময়সূচীর মধ্যে অন্ততঃ এক ঘন্টার ব্যবধান করে সমন্বয় করা দরকার। ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময় ভেদে গাড়ি ভাড়ার পরিমান হ্রাস-বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রাস্তার যানজট কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য ফুটপাত থেকে হকারদের অন্যত্র সড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা নেয়া দরকার;

৫. শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ উড়াল সেতু নির্মাণ ও পাতাল রেল সেবা চালু করতে পারলে দেশের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে; তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থানে আন্ডারপাস ও ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা যেতে পারে;

৬. শহর উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল সরকারি এজেন্সির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার; এতে কাজের গতি ও শৃঙ্খলা দুটোই বৃদ্ধি পাবে;

৭. একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত বহু মাধ্যম পরিবহন নীতি (আইএমটিপি) যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে পারলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হবে;

৮. এলিভেটেড ন্যাশনাল হাইওয়ের কনসেপ্টটি বিবেচনা করা যেতে পারে; কারণ, এ পদ্ধতিতে জমি থেকে ২০ ফুট উঁচুতে মহাসড়ক নির্মাণ করা হবে। এতে করে সম্পূর্ণ জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। এতে জমির প্রায় ৮০ ভাগই কৃষি কাজ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার করা যাবে; বাকী ২০ ভাগ জায়গায় কলাম বসবে যার জন্য বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইনের মত বাৎসরিক ভাড়া প্রদান করলেই চলবে। তাছাড়া যানবাহনের একমুখী চলাচল নিশ্চিত হবার ফলে মুখোমুখী সংঘর্ষেরও কোন সুযোগ থাকবে না;

৯. দ্বিস্তর বিশিষ্ট মহাসড়কের এই পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন সারা দেশে একযোগে শুরু না করে প্রথমে ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা, দেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এই রুট নিয়ে প্রথমে অগ্রসর হতে হবে। এরপর ভবিষ্যতে চাহিদা অনুযায়ী দেশের অন্যান্য বিভাগীয় এবং জেলা শহরগুলির সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর প্রসার ঘটানো যেতে পারে;

১০. ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইস্যু করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমানো যায়;

১১. সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সংযোগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে দেশকে বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয়;

১২. দেশের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার "ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড"-কে বিবেচনা করতে পারে; এতে করে সরকারের Cost of Borrowing কমবে এবং বিদেশী সহায়তার উপর নির্ভরতাও অনেকাংশে হ্রাস পাবে;

১৩. বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সবাই উদ্বিগ্ন। তাই পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। রেল পরিবহন পরিবেশের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ; তাই সরকার রেল যোগাযোগকে আরো অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নত করতে পারে;

১৪. প্রায়ই দেখা যায় ঢাকার প্রবেশমুখে দূরপাল্লার যানবাহনগুলি ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। তাছাড়া যে সকল যানবহনের ঢাকার অভ্যন্তরে ঢোকার কোন প্রয়োজন নেই তাদেরকে ঢুকতে দিয়ে ঢাকার অভ্যন্তরেও অহেতুক যানজট সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই ঢাকার চতুর্পাশে একটি কার্যকরী রিং রোডের উপস্থিতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে ঐসব যানবাহনগুলি এসব রিং রোড ব্যবহার করে ঢাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।

১৫. প্রকৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ এখন পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক পরামর্শক এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা না নিয়ে দেশীয় পরামর্শক, দেশীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সবকিছু করতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে আরও লাভবান হওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং অর্থনীতিকে আরো বেগবান করতে গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে অভিনব অথচ বাস্তব সম্মত, সুদূরপ্রসারী এবং কার্যকরী কিছু সময়োপযোগী পরিকল্পনা এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে;

১৬. ঢাকা শহরের যানজট কমানোর জন্য শুধু রাস্তাঘাট করলেই হবে না, ঢাকাকে বিকেন্দ্রীভুত করতে হবে। সরকার satellite township এর ব্যাপারে চিন্তা করছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে ফেনী, কুমিল্লা ইত্যাদি হচ্ছে দেশের natural satellite town; তাই নতুন satellite town এ বিনিয়োগ করার চেয়ে এগুলোর উন্নয়নে সরকারের নজর দেয়া উচিত;

১৭. ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর বাংলাদেশের প্রায় ৬০ ভাগ জিডিপির যোগান দেয় যাকে অর্থনীতির জীবনী শক্তিও বলা যায়। তাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে আরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া ঢাকা শহরের যানজট কমাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ব্যবহারের উপর করারোপ করা যেতে পারে;

১৮. বিনিয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধিতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের আর কোন বিকল্প নেই;

১৯. ফ্লাইওভারগুলোকে তৈরি করা হয়েছে যানবাহন চলাচলের জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফ্লাই ওভারের উপর যত্রতত্র যাত্রী উঠা নামা করায় যানবাহন প্রকৃত গতিতে চলতে পারে না। যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন যানবাহন upload অবস্থায় দাড়িয়ে থাকে। এতে ফ্লাইওভারের আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া দরকার;

২০. জ্বালানী তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করায় যানবাহনে পণ্য পরিবহন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এ পরিবহন খরচ পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যোগ হয় বিধায় পণ্যের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে ব্যবসায়ের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারের আরো ভেবে দেখা দরকার;

২১. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারকে পুরাতন ঢাকা থেকে সাভারে স্থানান্তর করা হলে যানজটের হাত থেকে জনগন যেমন রক্ষা পাবে তেমনি ঐ বিশাল জায়গা ব্যবসায়ের উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে। অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার মাঝে বিদ্যুতের খুটি এমনভাবে থাকে যার কারণে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং এটি জনগণের জন্য বিপজ্জনকও বটে। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে;

২২. যানজট এড়াতে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থানের স্কুলকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। কারণ স্কুলে যাওয়ার সময় এবং স্কুল ছুটির সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অবর্ণনীয় যানজট হয়। তাছাড়া ঢাকায় one way সড়কের সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন;

২৩. রেল ক্রসিং এর ব্যাপারে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ঢাকার মধ্যে যে ক'টি রেল ক্রসিং আছে সেখানে ব্রিজের মাধ্যমে রেল ক্রস করার পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে ক্রমাগত দূর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং এ সম্পর্কে মানুষের ভীতি দূরীভূত হয়। এ বিষয়টিও পিপিপি এর আওতায় দেখা যেতে পারে;

২৪. ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এখনই এমন পরিকল্পনা নেয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তা কাজে লাগে। এগুলো করার জন্যই মূলতঃ এলিভেটেড হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা এবং ফুটপাতকে হকারমুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের ভালো দিকগুলো অনুসরণ করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে;

২৫. যে প্রকল্পই বাস্তবায়ন করা হোক না কেন তার Quality নিশ্চিত করা না গেলে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। তাই অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি তৈরির সময় Quality কে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে; এতে করে ঐ সব রাস্তা পরবর্তীতে মেরামতের জন্য সরকারকে কম খরচ করতে হবে;

২৬. জনগণকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং আইনের প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে। তাই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে Motivated করতে হবে। ঢাকার চার পাশে নদীপথ তৈরির পরিকল্পনা অতিসত্ত্বর বাস্তবায়ন করা দরকার;

২৭. বিজিবি গেট থেকে সাইন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত যে রাস্তা সেখানে প্রায় সব সময় যানজট লেগে থাকে। তাই বিজিবি'র ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটি আছে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিলে এ যানজট ৯০ শতাংশই কমে যাবে;

২৮. গুলিস্তানের রাস্তার হকারদের অন্যত্র সড়িয়ে নেয়া হলে যানজট অনেক কমবে। তাছাড়া শাহবাগ থানার উল্টো দিকে হকাররা রাস্তা দখল করে বসে থাকে। ঐ জায়গাও হকারমুক্ত করতে পারলে রাস্তার পরিমান বাড়বে এবং যাটজট কমবে;

২৯. ঢাকা শহরে Entry এবং Exit Point খুব কম, এটা বাড়ানো হলে এসব Point এর যানজট অনেকটাই কমবে। চালকদের জন্য একটা Institution হতে পারে যেখান থেকে প্রত্যয়ন পত্র না পেলে তাদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দেয়া হবে না। ঢাকায় entry ও exit point গুলোতে Close Circuit Camera লাগানো যেতে পারে।

৩০. যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সড়ক ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া Mass Rapid Transit (MRT) বা Metro Rail এর পরিকল্পনাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার;

09. World Accreditation Day-2012- 'Accreditation: Supporting Safe Food and Clean Drinking Water'.

A Seminar on "World Accreditation Day-2012." was jointly organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Accreditation Board (BAB) at DCCI Auditorium held on 9th June 2012. The slogan for this year's observation was 'Accreditation: Supporting Safe Food and Clean Drinking Water'. Hon'ble Industries Minister Mr. Dilip Barua was present as Chef Guest and Mr. Asif Ibrahim President, DCCI was Special Guest on the occasion. Additional Secretary, Ministry of Industries Mr. A.B.M Khorshed Alam and FBCCI Director M.A Haque also present in the seminar.

Recommendation:

1. BAB should play a role of regulators to eradicate constraints in exporting products.
2. BAB should have a role of lead auditor for accreditation.
3. The trade bodies in the country may enhance vigilance to maintain the quality of products.
4. Establish an industry of safe food to take the advantage of big halal meet market at Europe.
5. The government would provide all sorts of cooperation to control the quality of products and installed some machinery to identify the quality of products in BSTI.

6. Accreditation of testing laboratories should achieve international standard not only for internal consumption of local food but it is equally important for export.
7. Need to upgrade the quality infrastructure of Bangladesh and inviting applications from the clients to provide accreditation.
8. Industry stakeholders must leverage competent partners to increase the food safety.
9. Advanced measures to safeguard food need to be taken.
10. Lack of access to safe drinking water and adequate sanitation facilities are a significant barrier to improving the health and wellbeing and reducing poverty in Bangladesh.
11. Water testing must be drastically expanded in Bangladesh and proper monitoring is essential to ensure that everybody has access to safe drinking water.
12. Effective and harmonized food safety systems manage and ensure the safety and suitability of food in each link of the supply chain.
13. In the absence of strict controls over preparation, storage, distribution, and display practices, foods have the potential to become a major source of food borne disease.
14. A common food safety management system should be implemented aiming to attain consumers' confidence.
15. Private sector should have accreditation laboratory.
16. Users of accredited organization will enjoy greater access for their products/services, in both domestic and international markets.
17. Reduction or elimination of duplicate test saves a lot in terms of time and money.
18. From the BAB Directory of Accredited organizations, customers can search and identify the organization accredited by BAB for their specific requirements.
19. Increase the facilitates information sharing within the organizations and exchanging with other organizations
20. Accreditation gives consumers confidence in an ever increasingly complex, dynamic and global market place by ensuring consistently high standards in the quality of products or services purchased

10. Seminar on Re-Export: New Opportunity for Bangladesh

A seminar on “Re-Export: New Opportunity for Bangladesh” was jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Business Initiative Leading Development (BUILD) on 23rd June, 2012 at DCCI Auditorium. Honorable Commerce Minister Mr. Ghulam Muhammed Quader, M.P. was present as the Chief Guest while Dr. Md. Mozibur Rahman, Chairman, Bangladesh Tariff Commission was present as Special Guest. DCCI President Mr. Asif Ibrahim presided over the seminar. Co-convenor of the Standing Committee on Export of DCCI Mr. MS Siddiqui presented the keynote paper. Mr. Shubhashish Bose, Vice Chairman of EPB and Dr. Khondaker Golam Moazzem, Senior Research Fellow, CPD were present as Designated Discussants. Coordinating Director Mr. Osama Taseer moderated the open session.

Recommendations:

1. The concept of Re-export should be made clear to all the related stakeholders i.e. businessmen, importer, exporter, government officials, policy makers etc. for the proper implementation of the Re-export in Bangladesh.
2. Future potentials and barriers as well as responsibilities of policy makers related to Re-export should be identified as soon as possible.
3. A number of developed and developing countries have been benefited by the implementation of re-export. It is a trade of imported good exported by the importing country. So, Bangladesh should implement the process for gaining from this type of business.

4. Re-export is an important phenomenon for building a hub economy. The position of Bangladesh within the global map makes it a natural candidate to become a regional hub economy. However, the business wouldn't come to it unless it aligns itself to become a hub.

.5. Government of Bangladesh should take initiative for enacting policies to build several Economic Zones to facilitate re-export which will in future engage in different business where companies or traders will be provided facilities to assemble, minor value add and brand products before they are exported.

6. It should be acknowledged that re-export zones need shorter time to ramp-up compared to the EPZs. So, government can go for REZ.

7. Government may invite other experts of Hong Kong or Singapore to come here and take advantage of the natural settings and implementation of government policies.

8. Different government agencies like NBR, CCI&E, customs house etc. would need to be made aware of re-export and proper cooperation and coordination should be ensured among these agencies for truly exploiting the opportunities of re-export in Bangladesh.

9. There is usually a great need of capital investment for this kind of businesses to flourish. Government can mobilize NRB money to raise capital through securities and funds to create re-export zones in Sylhet, Dinajpur, Chittagong and Khulna etc.

10. The capacity of ports, infrastructural, customs and transport facilities need to be increased more to get the benefits of Re-export in Bangladesh. A deep sea port should be established.

11. Consolidation of Investment Agencies under one umbrella, e.g., Bangladesh Industrial Development Agency (BIDA) as proposed by JICA report 1995 –like Malaysia/MIDA which would lead to BOI/BEPZA/SEZ authority merger-to make it a real one stop service for attracting FDI.

12. Regional integration as well as global integration is very crucial nowadays. So, Bangladesh should enhance cooperation with the member states of this region. Re-export can be one of the most important tools in this respect.

13. The readiness to accommodate the huge business that re-exports will generate should also be taken into consideration.

14. A National Executive Council at a policy level under the Ministry of Commerce may be established for more trade facilitation and better coordination.

15. Re-export could be a big opportunity for exporters free from regulation and condition to make it a cost effective and lucrative business.

16. Re-export has a big promise for the economic development of Bangladesh. It also has the potential to facilitate trades for land locked Nepal, Bhutan or other land-locked Indian provinces in the North-East.

11. Launching Ceremony of World Trade Directory: Bangladesh, Connecting the World.

The Launching Ceremony of “World Trade Directory: Bangladesh, Connecting the World.” was jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Bangladesh Tariff Commission (BTC) and Business Initiative Development (BUILD) on 18th July 2012 at 10:30 a.m. at DCCI Auditorium. At the lunching ceremony Mr. Ghulam Muhammed Quader, M.P., Hon’ble Minister, Minister of Commerce, GoB was present as the Chief Guest. Mr. Md. Ghulam Hussain, Secretary, Ministry of Commerce, GoB was present as Special Guest. Dr. Md. Mozibur Rahman, Chairman, Bangladesh Tariff Commission and Dr. Mostafa Abid Khan, Member, Bangladesh Tariff Commission were also present at the lunching ceremony.

Recommendations:

1. Some designated officers should be employed to continuously upgrade the information of the Directory, so that the best quality of services and information may be provided to the businessmen.
2. A hard copy of the Book and CD of the directory should be provided to the businessmen in exchange of a taken amount of fees..
3. As the task that has been done by Bangladesh Tariff Commission is very important, it needs unique recognition, the "World Trade Directory" of Bangladesh should be registered under Copy Right Law.
4. The directory needs to provide full information so that the businessmen can be connected with both customers and suppliers globally and help tracking the right business partners, explore new markets and evaluate price trends.
5. It can be made more users friendly so that both the local businessmen and foreign businessmen can get many trade-related queries instantly and more accurately.
6. The directory could not cover all the required Information which is very crucial for the true development of Bangladeshi trade and commerce in the global arena. So other information like-Cost of Fund, Non Tariff Barrier (NTB), etc. should be included in the directory in different phases.
7. Other important and related websites should have cross-link for more clarification.
8. A feedback options need to be given at the directory's website so that the feedback which will come from both local and foreign businessmen may help to update the directory in future and take related actions instantly.
9. Bangladesh Tariff Commission worked hard to provide all information downloadable individually at MS Word. There should also be an option just to view all necessary information individually at HTML page, which will be more useful and easy too. So the person who does not need to download the information can view the information easily, instantly and also accurately.
10. A hit counter may be given at the directory website to know how many users already viewed the directory.
11. To generate extra income some advertisements may be given at the directory's website. For promoting the directory to all over the world the Directory's website link may be given at different media and social networking websites.

12. Discussion Meeting on Bangladesh-USA Bilateral Trade: the way forward

A Discussion Meeting on "Bangladesh-USA Bilateral Trade: the way forward" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 28th July, 2012 at 11:30 am at DCCI Auditorium. Ambassador of United States of America (USA) to Bangladesh H.E. Mr. Dan W. Mozena was present as guest of honour and Mr. Aftab-ul Islam, President of American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham) was present as Designated Discussant on the occasion. Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. The recommendations taken at the seminar are given below:

Recommendations:

1. In order to increase export of Bangladeshi readymade garments and textile products in USA market RMG should be included in the US GSP scheme.
2. Grant Duty Free Quota Free (DFQF) market access for all Bangladeshi products to USA.
3. TICFA should be conducted in such a way so that both the countries are mutually benefited. The issue may be discussed with the private sector in order to have it more transparent.
4. To get the beneficiary under the GSP, Bangladesh need to take steps to implement internationally recognized worker rights, including acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work and occupational health and safety.

5. As compliance has improved and it is improving further in Bangladesh. USA should not tag the labour related issues with market access.
6. Bangladesh may encourage American investor to investment in infrastructure, such as highways and power plants, under public–private partnership policy.
7. To facilitate the involvement of U.S companies in large infrastructure projects in Bangladesh; Bangladesh may involve U.S financial institutions such as U.S. Export-Import Bank (EXIM), the Overseas Private Investment Corporation (OPIC), and the U.S Trade and Development Agency (USTDA) and others.
8. To give an abundant coal resources and increasing power demand, the government need to formulate coal policy to expedite the development of the country's coal resources.
9. To becoming a global manufacturing center, a deep-sea port in the Bay of Bengal would open up numerous investment opportunities in Bangladesh. The deep-sea port could act as a transit port, with vessels offloading containers for other ships to pick up.
10. In order to attract more FDI Bangladesh has to improve port facilities, communication and transportation system including rail, infrastructure, energy and power generation, transparency and eradicate corruption.
11. Simplification of US visa for Bangladeshi people is ess reduce the 'waiting time' of the US visa to one working day from the existing two working days for Bangladeshi businessmen.

13. Seminar on Utilization of Zakat for Sustainable Poverty Alleviation

DCCI Foundation and Center for Zakat Management (CZM) jointly organized a seminar on "Utilization of Zakat for Sustainable Poverty Alleviation" on Thursday August 02, 2012 at 02:00 p.m at DCCI auditorium. Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI presided over the seminar. Dr. Muhammad Mujahidul Islam, Professor of Banking and Insurance Department of University of Dhaka and former Chairman of National Board of Revenue Mr. Muhammad Abdul Majid were present as designated discussants. Dr. Mohammad Ayub Miah, CEO of Center for Zakat Management (CZM) made the keynote presentation in the seminar.

Recommendations

1. As Bangladesh is a resource constraint country, everybody needs to concentrate and integrate their efforts for creating a level playing field for all to achieve the targeted goal. A well organized institutional Zakat management system can be an effective economic tool for poverty alleviation and economic development for a country like Bangladesh.
2. At least Tk. 200 billion can be realized from Zakat if it can be managed properly through efficient Zakat institutions; CZM can play a very active role in this respect.
3. Some motivation programs are needed to create awareness that Zakat fund should be managed efficiently for poverty alleviation and sustainable economic development. From a research it is found that 80 percent of urban poverty can be reduced by utilizing the urban Zakat.
4. There is a wide disparity of income between the rich and the poor in this world including Bangladesh and it is being increased day by day. But Islam as a way of life has regulated a certain rule in such a way in order to make society to be favorable. So, in all the Muslim majority countries, institutional Zakat system can play a significant and effective role in reducing this ever increasing income inequality.
5. Bangladesh Government has adopted various Poverty Reduction Strategies for the overall development and reduction of poverty. Zakat should be incorporated into such development strategies.
6. There is a need to operate Zakat with the help of various institutions using contemporary organizational structures and instruments to reinforce poverty alleviation endeavors.
7. Poverty is one of the main obstacles of Bangladesh which impedes all development activities of the country. Reducing poverty is very important for the true development of Bangladesh and institutional Zakat system can be a helping tool to reduce it.

8. There is little institutional recognition of Islamic principles in the poverty alleviation strategies in Bangladesh. So, institutionalization of Zakat collection and management system is a must to properly utilize them to eradicate poverty from the country.
9. The Masjid based integrated community development approach should be taken and encouraged.
10. The potential of zakat collection in Bangladesh is about Tk.16000 crore (40% of ADP budget) each year. So, if collected and utilized the zakat efficiently and effectively, it could be the major tool for poverty alleviation.
11. The collaboration with Faith-Based Partner Organizations should be strengthened and emphasized.
12. Some integrated capacity building programs should be taken to effectively reduce poverty and develop the capacity of human resource.
13. The organization like Center for Zakat Management (CZM) should be encouraged for mobilization of zakat from the interested Muslims and assisting them in zakat calculation.
14. There is a need to conduct research on different aspects of zakat for its best utilization for poverty eradication.
15. Accountability and Transparency of the zakat management organizations should be ensured to create confidence in the mind of zakat payers that their payment is properly utilized.

Report on the activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Introduction:

Business Initiative Leading Development (BUILD)- a platform of Public Private Dialogue is a joint initiative of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and the SME Foundation to assist in the development of Bangladesh's private sector and thus to unlock Bangladesh's true development potential. A Private Sector Development Policy Co-ordination Committee (PSDPCC) has already been set up in the PMO comprising important relevant members from different ministries along with private sector. A Policy Coordination Unit (PCU) has been formed in the PMO for providing secretarial support to the committee. BUILD is a vehicle to convey inputs and policy suggestions from private sector for acceptance by the government through PCU and PSDPCC.

2.0 BUILD's Activities:

BUILD provides target oriented and measurable research and advocacy service through an effective partnership of the private sectors in the following way:

- BUILD aims as the premier private sector development thought leader, with access to the most recent and relevant data, information and analysis on the private sector.
- BUILD features strong and effective partnerships with other think-tanks, academics, chambers and experts. By working together, BUILD will provide a united voice on business reforms.
- BUILD is equipped with a strong secretariat, which can be an one-stop-shop for data, information, research and analysis on the private sector of Bangladesh.
- BUILD aspires to participate in making concrete and positive changes, which can be quantified through BUILD's extensive focus on monitoring and evaluating the impact of the work.
- BUILD considers itself a platform to sustain coordination and continuity between public and private sector understanding for better policy reforms.

UILD activities are divided into four specific areas, Research, Advocacy, Dialogue and Administration to accomplish the organization's goals.

2.1 BUILD's Action Plan and Working Committees:

BUILD has developed an extensive Action Plan by using Gantt chart, with IFC at IFC Office along with the members of 'Institute of Policy, Advocacy and Governance (I-PAG) on April 11, 2012. This useful tool for analyzing and planning complex projects is essential for BUILD, to coordinate the different activities of BUILD's four thematic working committees (WC). These WCs has a mix of Public-Private Representation.

3.0 BUILD Research Activities:

The private sector drives the economic growth that is needed to alleviate poverty in a developing country like Bangladesh and therefore, more can be done through research by finding out the appropriate policy tools to achieve the visions of the nation. BUILD as a research organization, has an efficient research team to go and get on research activities for different reforms.

3.1 Areas of Research Identified by the Working Committees

The working committees of BUILD have come with different ideas on policy reforms and some of these are summarized as follows:

3.1.1 Trade and investment Working Committee:

This working committee has worked on Prioritization of Sectors Strength and Constraints research and Re-engineering Export and Import Process so far. In this regards the team has followed a specific guideline such as:

- Sector mapping exercise ranking the 32 thrust sectors as per Industrial Policy 2010;
- Criterion such as impact on job creation, balance of trade, global demand and supply for the products, investment outlook and Bangladesh's own natural resource endowments;
- Methodology used by some African and Central Asian countries;
- To help in suggesting policies, diversify exports, support upcoming industrial policy, and to identify sectoral strengths and possible barriers;
- PSDPCC approved 12 priority sectors and suggested to bring more proposals from the working group for development of these sectors;
- Ministry of Industries will include these sectors in the next industrial policy.

VERY HIGH POTENTIAL
Agri-Business
Plastic
RMG
Shipbuilding
Tourism
Frozen Fish
Furniture
Home Textiles
ICT/Software
Jute & Jute Products
Leather
Pharmaceauticals

These identified sectors are already included in the draft export policy by the Ministry of Commerce.

- BUILD is now working to identity the measures suggested by SFYP;
- BUILD is also working for regulatory simplification of these priority sectors;
- BUILD would also be working for sector-wise simplification of licensing procedures.

Re-engineering Export and Import Process:

- The recommendations of the working committee on IRC-ERC renewal and issuance have been sent to Ministry of Commerce for approval and implementation.

Some scheduled works of this working committee are:

- To ensure all the stakeholders' consensus on Draft Companies Act BUILD was requested by
- MOC for preparing a schedule of meetings/seminars/ discussion throughout the country.
- Presently, study is being conducted on Factories and Establishment and Factory Plan approval and Certification Process Reengineering.

3.1.2 Taxation Working Committee:

This working committee's National budget related activity summary is given below:

National Budget Proposals:

BUILD submitted 193 Budget Proposals based on DCCI , MCCI and SMEF proposals for National Budget FY 2013

- A seminar on National Budget FY13 was organized in cooperation with BOI
- About 26 Budget proposals of BUILD have been accepted:
  - Income Tax related proposals are (8)
  - VAT related proposals are (8)
  - Customs Duty related proposals (6)
  - Supplementary Duty (4)

Other activities:

An FGD has been conducted in pursuance of publishing a book on hundred licenses. First draft of the book is already done and validation of the information is now going on.

3.1.3 Financial Sector Development Working Committee:

- BUILD has Identified some criteria, such as 'Registering Property, Trading Across Borders and Paying Taxes' which are being used to rate the cost of business for each country. Thereafter, BUILD has commenced the survey to recommend simplification of these processes as high restrictions of these criteria are deterring potential investors and are treated as hindrance for progressive economic climate.
- Proposal came from the committee that existing mortgage law would need some reforms, as it was claimed that borrower cost and banking cost increase due to the amendment of The Transfer of Property Act 1882 in 2004. BUILD has accomplished the survey with some interesting outcomes and a final draft is under review by IFC.
- Electronic licensing system like Business Licensing Electronic Support System (BLESS) in Malaysia needs to be developed in Bangladesh. BUILD has already completed a survey on business licenses and now is going to start to draw the process maps for these licenses and analyze the existing the automation system. These systems should give access to information relating to licensing, credit history and other information to Bangladesh Bank, Board of Investment, and other relevant institutions.
- Eventually BUILD will propose for necessary automation to replace the existing cumbersome manual process in different licensing process. By issuing registration codes for individuals and organizations.
- BUILD completed a study on Bond Market License Re-Engineering which has been accepted by PSD PCC and implemented through circular issued in September 12, 2012 by Customs & Bond Commissionerate. Outcomes of the study is given below:

Activity	Current No. of Days	Proposed No. of Days	Saving	Proposed Change
First processing and file creation	- 5 days	2 days	0-3 days	File creation in the beginning
Time required to communicate document gap	5 days	0 days	5 days	No letter to be issued Document gap communicated during application receipt
Inspection initiation (coordination with applicant to fix date)	5 days	0 days	5 days	Token notifying inspection date given during application receipt
Inspection	3 Days	3 days	0 days	
Post-inspection processing and licence issuance	5 days	2-5 days	0 days	
Total	21 days or more	7-10 days		

3.1.4 SME working committee:

- BUILD has conducted a study to prepare a comprehensive list of business licenses and documentation requirements necessary to start/run a business in Bangladesh. It has identified more than 100 different licenses and is now in the stage of compiling the start-to-finish process of those licenses along with their requirements. BUILD will also publish the outcome soon to facilitate the entrepreneurs in doing business.

- Currently, BUILD is preparing a database of different bodies working for and with SMEs.
- BUILD is working to suggest a 'Single Window' for new investors to get all information about licenses and other requirements.
- BUILD is currently conducting a research on dual licensing under BSTI Ordinance and Pure Food Act.
- Recently BUILD has initiated a research on regulatory simplification of plastics sector.

3.2 BUILD activity list of the last one year:

3.2.1 Focus Group Discussions (FGD):

BUILD arranged several Focus Group Discussions (FGD) to feature strong and effective partnerships with other think-tanks, academics, chambers and experts, and to share their ideas for formulating effective reforms tools. A list of such activities is given below:

Table 02: BUILD's FGDs

Sl. No.	Date	FGD name	Participants
1.	April 10 2012	FGD on SME Budget	Muhammad Shahabuddin, Consultant of SMEF and Former member of NBR, Mr. Akhil Ranjan Tarafder, and BUILD officials were present in the meeting.
2.	May 20 2012	FGD on Business Licensing and Registrations	DCCI President Mr. Asif Ibrahim, BICF Consultants and representatives of Leather, Publication, Industrial Machinery, Media, Agro Chemical, Light Engineering, Software, Frozen Foods, Plastic, Personal Care Products, and Boiler sectors were present beside BUILD Members. Representatives of Jute Mills Association, Bicycle Manufacturers, and Light Engineering have passed their valuable information through tele-communication before the FGD. Research Associate Mr. Maruf Ahmed made a presentation on the current business licensing and registration in Bangladesh.
3.	May 23 2012	FGD on Mortgage Law	Mr. Mohammad Akhter Hossain, Eastern Bank ltd; Mr. Jagadish Chandra Debnat, NCC Bank Ltd; Mr. Mohesh Proshad Sarkar, NCC Bank Ltd; Mr. Affan Ahmed Siddiqi, BAT; Manik Lal Biswas, Dhaka Bank; Mr. M.A. Basar, Hassan Associates And Mr. Md. Mozaharul Islam, Hassan Associates were present raised their pertinent points in the FGD. Research Associate Mr. Nasib-Ul-Amin made a presentation on the Amendment of The transfer of property Act 1882 in 2004.
4.	May 24 2012	FGD on (Agri-Business Certification)	BUILD Team had attended an FGD, arranged by BICF, on 'Key Issues and Constraints in establishing effective Standards and Certification set up in Bangladesh'.
5.	May 26 2012	FGD on 'Cold Storage Operations'	BUILD Team had attended an FGD, arranged by BICF, on 'Key Issues and Constraints in cold storage operations in Bangladesh.'

3.5 Interview for Research:

Depending on research demand BUILD arranges several interviews with concern people from public and public sector. A list of such interviews are given below:

Table 03: BUILD's Interview

Sl. No.	Date	Interveiw	Remarks
1.	September 26, 2012	Interview for Regulatory Simplification of Plastics Sectors	7 interviews have been conducted so far. The interviewees were small, medium, and large entrepreneurs.
2.	September 27, 2012	Digitalization of Land Registration	2 interviews were held with Senior Assistant Secretary Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.

Table 04: BUILD's Seminars

BUILD organized several seminars. However some of these are solely organized by BUILD and some are in partnership with other public and private organizations. A list of the Seminars is given below:

04. BUILD's Dialogue

Dialogue alters the psychology of a group of people or organization and brings out the reality. The process is open, tough, focused and informal and hence uncovers the pros and cons of the business climate. This is a synergy that stimulates new questions, new ideas, and new insights rather than wasting energy defending the old order. Therefore, BUILD has arranged and participated in the following dialogues to unleash the potentials of the targeted sector in Bangladesh.

Sl. No.	Date	Seminar name	Participants
1.	February 22, 2012	Seminar on Benefits of Companies Act Reform in Bangladesh	Minister of Commerce Mr. Ghulam Muhammed Quader, M.P. was present as chief guest while Commerce Secretary Md. Ghulam Hussain was present as special guest. Mr Richard Gerald Shaw, International Expert in Companies Law, Research Director of Economic Research Group Dr. Sajjad Zahir, Barrister Tanjibul Alam (Lead National Consultant) presented multimedia presentations on different aspects of Companies Act. In the seminar.
2.	April 5, 2012	Tax rebate on Corporate Social Responsibility arranged by Management and Resources and Development Initiative (MRDI).	BUILD Representative was present in the seminar. A draft report on the study on the policy support was present in the meeting. The objective of the study was to rationalize the Tax incentives for CSR activities. BUILD included recommendations on CSR in the Budget proposal.
3.	May, 14 2012	Seminar on National Budget FY 2012-2013 from Investors Perspective	The Seminar was jointly organized by the Board of investment (BOI) and BUILD. Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc, Secretary, Government of Bangladesh, Executive Chairman, Bangladesh Economic Zones Authority was present as the Chief guest of the Seminar.
4.	May, 29 2012	Seminar on 'Companies Act Reform and Informal Economy' at Ruposhi Bangla Hotel, Dhaka	Mr. Asif Ibrahim, Chairman of BUILD and Mrs. Ferdaus Ara Begum, CEO BUILD attended the meeting and participated in the discussion session.
5.	June, 13 2012	Seminar on "Unlocking the investment Potential of the Shipbuilding Industry" at Winter Garden, Ruposhi Bangla Hotel	Dr. Md. Mozibur Rahman, Chairman, Bangladesh Tariff Commission was the Chief Guest of the seminar. Mr. Shubhashish Bose, Vice-Chairman, Export Promotion Bureau (EPB) was present as the Special Guest of the occasion. The objectives of this Consultation Session was to discuss the potential for investment in Bangladesh's shipbuilding industry, identify key constraints, and discuss a framework for eradication of those constraints.

Sl. No.	Date	Seminar name	Participants
	June, 23 2012	Seminar held on Re-export: New opportunity for Bangladesh	Mr. Ghulam Mohammed Quader, M.P., Honourable Minister, Ministry of Commerce was the Chief Guest of the Seminar on Re-Export. The seminar was jointly organized by BUILD and DCCI.
	September 13, 2012	18th Biennial Conference-2012 organized by, Bangladesh Economic Association (BEA) at Engineers Institute of Bangladesh, Ramna, Dhaka.	Hon'ble Prime Minister Her Excellency Sheikh Hasina inaugurates the event. Total of Eighty Five (85) Papers were presented in this session. Professor Dr. Mohammad Akhlakur Rahman (Posthumous), Professor Dr. Muzaffer Ahmed (Posthumous), Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmed and Professor Dr. Muinul Islam were awarded with Bangladesh Economic Association Gold Medal-2012.
	October, 8 2012	SMEs-a Catalyst of D-8 Economy	Mr. Dilip Barua, Hon'ble Minister, Ministry of Industries, Government of the people's republic of Bangladesh.
	December 5-6, 2012	Mega Event (Positioning Bangladesh: Branding for Business) will be held at Ruposhi Bangla Hotel	Hon'ble Prime Minister Her Excellence Sheikh Hasina will inaugurate the event (expected)

Table 05: BUILD's Dialogue

Sl. No.	Date	Dialogue Name	Remarks
	February 22, 2012	Benefits of Companies Act Reform in Bangladesh	Mr. Ghulam Muhammed Quader, M.P. was the chief guest
	May, 29 2012	Companies Act Reform and Informal Economy	Mr. Asif Ibrahim, Chairman of BUILD and Mrs. Ferdaus Ara Begum, CEO BUILD attended and Participated.
	June, 13 2012	Unlocking the investment Potential of the Shipbuilding Industry	Dr. Mr. Mozibur Rahman, Chiarman, Bangladesh Tariff Commission was the chief guest. Mr. Shubhashish Bose, Vice-Chairman, Export Promotion Bureau (EPB) was present as the special guest.

Concept Note of DCCI Conference on Positioning Bangladesh: Branding for Business

Jointly organized by DCCI, BUILD, BASIS and Katalyst supported by ITC & CBI

Branding Bangladesh for Investment Thrust

As once-solid economies turn fundamentally brittle, smart investors are wisely choosing new avenues of growth. Following a considerable period of tumultuous, yet stable, democracy, the confidence of investors seems to be slowly seeping in, into Bangladesh. The country, now Asia's most-closely watched emerging growth story, is brimming with opportunities for high-grade investments, in sectors as diverse as power, telecommunications, healthcare, higher and professional studies, BPO, and pharmaceuticals. Take, for example, the power sector. A meagre 35 per cent of the total population in Bangladesh is covered under the country's electricity net. Even then, the average demand for power in the country, at 5,600 megawatts, far outstrips the average supply of 3,800 megawatts, almost a 30 per cent shortfall.

If the target to generate 8,000 megawatts of electricity, by 2015, is to be met, investments worth USD 10 billion need to be made. Small coal-fired power plants, requiring nearly USD 2 billion as investments or debt financing, should also be considered. Coal-fired plants are especially important, if the country wants to reduce its dependence on gas, for power generation, as Bangladesh's gas reserves are likely to deplete significantly by 2015. The government has taken steps towards preparing a draft public-private partnership (PPP) policy, to replace the Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (BPSIG). The “Bangladesh Public-Private Partnership Policy and Guidelines” will likely incorporate provisions for fiscal incentives, and be more open towards investments.

Telecom is one of the fastest growing sectors, with around 54 million subscribers (30 per cent of the population), and six operators (mostly foreign-owned). Large investments, by NTT DoCoMo, and Bharti Telecom, have elevated the FDI inflow, by 50 per cent. As the government is unlikely to issue more mobile licences, future investments will grow in data-based, and value added services. Implementation of 3G (third generation) licences will also need significant investment. Airtel Bangladesh Ltd has been enjoying rapid growth in Bangladesh, since its inception in December, 2010. It is providing services to more than six million customers. Manufacturing of handsets, by utilising relatively cheap domestic labour, is also a viable option. In fact, Bangladesh-India joint ventures can actually rule the inexpensive handset market.

The demand for healthcare services is also growing at a significant pace, and it has the potential of becoming a key contributor to the economy. A continual increase in life expectancy, as well as declining mortality rate, can be attributed to the increasing income of the growing middle-classes. Private, as well as premium-priced hospitals, with international standard facilities, such as Apollo, United and Square, among others, have become popular. Since 2005, registration of 2,00,000 patients in Apollo Hospital, Dhaka, is a testament to such popularity. Foreign investors can play a bigger role to improve the healthcare standards, by setting up training institutes for world-class nurses, and technicians.

The education sector has witnessed a significant expansion over the years. Notwithstanding high charges, local private universities have grown rapidly, in response to the rising demand. Given the recent boom in the number of graduates and undergraduates, renowned business schools, and famous foreign universities, can explore the sector. Private players can always set up reasonably priced secondary and higher-secondary institutions, to give a fillip to the situation.

Outsourcing of services has become a popular concept all over the globe, as the process allows organisations to focus on core expertise, and capitalise on specialist knowledge in respective areas. Although Bangladesh is yet to fully utilise its resources in this regard, it is high time for the country to start pitching for Business Processing Outsourcing (BPO) deals, as well as primarily offshore outsourcing.

In recent years, the pharmaceutical market has undergone a sea change, with its gradual transformation from an import-based industry, to a self-manufacturing one. It now exports products to 70 countries, and add more than USD 750 million to the country's coffers. Foreign investments, either in the form of joint

ventures with Bangladeshi companies, or other type of partnerships, can give further boost to the market. Foreign companies, such as Sun Pharmaceuticals of India, can utilise the competitively priced labour in Bangladesh, and use cost advantages, to capture the export market. Also, Bangladesh's exemption from Trade Related Intellectual Property Rights till 2016, and its manufacturers' ability to produce pharmaceuticals products till the expiry of the exemption period, increases the incentives greatly.

Given the progressive rise in the purchasing capacity of the people in Bangladesh, the FMCG (fast moving consumer goods) industry is, indeed, one of the favoured sectors. In this context, Laurent Therond, Managing Director of Nestle Bangladesh Ltd, said that Bangladesh is the source of relatively cheaper labour. He also said that a number of companies are considering investment in the Bangladeshi market. "At Nestle, we believe that the shift from the unbranded market to brands will be triggered by consumers, as they would try to provide safe and nutritious food to their families. This will give a competitive edge to all companies belonging to the category of international standards, even if their products are comparatively high-priced," he added. He said Nestle wants to be a part of this journey, by producing world class products in Bangladesh.

"Back in 1994, we had invested in a production facility here. It has expanded considerably, to support increasing demand from the domestic market. We've even been able to secure some exports to neighbouring countries," he said. He asserted that Nestle is eyeing a long-term future in Bangladesh.

The Bangladesh government has identified the PPP as one of the key focus areas, and is committed to attracting foreign investors to thrust sectors. It is constantly upgrading the investment regulations, to attract new investments. The country, at present, enjoys popular support for market economy reforms, and offers one of the most investment-friendly regulations in South Asia. The Goldman Sachs Group has identified the country as N-11, or one of the 11 countries with the potential of becoming the next economic hub.

Bangladesh owns an enthusiastic, hardworking and low-cost (even by regional standards) workforce, ready to be absorbed into any labour-intensive industry. Bangladeshi products enjoy complete duty and quota free access to EU, Japan, Canada, Australia, Norway and other developed countries. Bangladesh's trade volume is increasing for apparel export to USA and Canada.

Andrew Tilke, CEO of HSBC, Bangladesh, said, global economy is entering a renewed period of growth in international trade. "We expect to see significant increase in trade flows in future, and also the continuation of the current trend for the balance of economic activity to shift eastwards. Within Asia, we expect trade volumes to almost double by 2025," he noted. He said the process would be significantly aided by the domestic consumption of developing Asian markets. He also said that Bangladesh enjoys a unique location between the two biggest Asian players, China and India. He further said that Bangladesh has already demonstrated an ability to produce competitively priced, high-quality goods, and that there is a strong entrepreneurial spirit in the country that leaps ahead to break into new markets and opportunities. The winners of HSBC Export Excellence Awards are living examples of that spirit, he added. He expressed optimism that HSBC would continue to support businesses in Bangladesh through its extensive global network.

On the other hand, Jim McCabe, CEO of Standard Chartered Bank, Bangladesh, said that the Standard Chartered was the first bank to set up its operations in Bangladesh, way back in 1905. "That we've never closed our doors, even during the most difficult periods, is a testimony to our confidence in the growth and development of this market. We're proud to have been an integral part of the development of the country's financial sector. I believe that Bangladesh presents a unique story of growth and resilience. I've seen the resolve of the people of Bangladesh during tough times, and also witnessed their success in turning the scene around," he said.

He also said that the textile and RMG sector has become successful, and that it still growing strongly. He further cited the growth of other sectors, including pharmaceuticals and ceramics. He pointed out the immense potential of jute and its by-products in the international market. Apart from cheap labour, the large untapped domestic market of about 160 million people is also very lucrative for multinationals for marketing their products and services, he noted.

"Bangladesh offers a multitude of opportunities. Attainment of its debut sovereign rating from Standard & Poor's, where Standard Chartered Bank was a mandated advisor, is another milestone in the development of this country, as it opens up the possibility of financing from international investors. We're committed to the development of Bangladesh," he added.

Choon Soo Moon, Managing Director of Samsung Electronics, Bangladesh, said that with a steady GDP growth, Bangladesh is poised to be the next economic hub of the world. "It's quite unfair to judge the country on the basis of natural calamities and other problems," he added. He pointed out that Bangladesh has a population of about 160 million. "A market this big is very hard to ignore. An average GDP growth of 6 per cent for the last several years ensures more demand for services of all sectors, especially in the information technology and telecommunication sectors. This is quite evident from the fact that Samsung, itself, is witnessing a steady growth here. We've experienced a 10 percent growth in the first quarter of 2012," he noted. He said that given the current economic situation, an aggressive marketing approach can bring in fruitful results in future. The growing number of educated people reflects that a big chunk of the population is getting more inclined to different sophisticated solutions, he added.

Rashed Maqsood, Managing Director and Citi country officer of Citibank, Bangladesh, said that the Citi has identified Bangladesh as one of 11 countries termed as Global Growth Generators (or 3G countries), having the most promising growth prospects over the next few decades. "We believe Bangladesh is likely to thrive in a globally integrated economy, with high growth rates and high returns from investments in the coming decades. Bangladesh's high predicted growth rate of real per capita GDP (6.3 per cent per annum during 2010-2050) incorporates some key features to sustainable rapid growth. Bangladesh also has a very young population, to its benefit," he added. He praised the Bangladesh government's efforts to alleviate poverty through micro-finance and other initiatives, as well as solid performance from various social indicators. "With a greater emphasis on education and open trade, a gradual improvement in the quality of its institutions, corporate governance structure and prudent macroeconomic management, we believe Bangladesh will be able to realise its true potentials," he added.

Bernd Hagen, Managing Director of TÜV Rheinland Bangladesh Pvt. Ltd, said that his company has decided to invest in a new textile and garments testing laboratory in Bangladesh, citing the huge potential of this sector. "We expect Bangladesh to take part in globalisation. We also want the country to express interest in various investments. We've recognised a lot of activities in the solar energy sector, battery technology and the services sector. This shows that the people in Bangladesh are in a great demand, because of their experiences in textile business, excellent education, occupational qualification and soft skills. This is the opportunity for Bangladesh to become independent from the textile and garments sector, and open the country for a big range of industries and services sectors," he added.

A spurt in the FDI inflow, which reached USD 1 billion for the first time in 2008, along with increasing market capitalisation, and a commendable GDP growth, has helped Bangladesh to gain a foothold among the top three South Asian countries.

Recently, Bangladesh has received Standard & Poor's “BB-” long-term and “B” short-term sovereign credit ratings, for both foreign and local currency. The country has come a long way, from its earlier “unknown risk” phase, to a “stable outlook” that reflects “expectations that a prudent macroeconomic policy-setting will prevail, and microeconomic reforms would gradually address growth constraints”. Also, Bangladesh's regulatory regime vehemently supports private sector investment, with incentives of 100 per cent foreign ownership, repatriation of dividend and the foreign investment protection Act.

In order to bring huge potentials of Bangladesh to the surface before the world leaders in industry and investment, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, in association with Business Initiative Leading Development (BUILD), BASIS, KATALYST will hold a Conference along with some exposition and some other related events on Bangladesh for sensitizing the country’s policy and decision-makers and world leaders in trade and commerce on huge unexplored potentials of the country.

Outcome Statement of the Conference on Positioning Bangladesh : Branding for Business

Jointly organized by DCCI, BUILD, BASIS and Katalyst supported by ITC & CBI

Bangladesh as a nation of 160 m people has proved its resilience to achieve 6% growth since about several decades. In the mean time potentials of Bangladesh have been acknowledged by several national and international organizations. Bangladesh wants to graduate to a MIC by 2021 and for this several policy objectives have been enforced. Both Government and Private sector needs adequate coordinated efforts for a favorable business environment for the private sector to flourish as private sector has been identified as the main engine of growth. The Government has also identified its challenges and framed out policies to address these obstacles. One of the prime advantages of the country is that both Public and private sector have been working in parallel to chalk out its policies towards higher growth.

Bangladesh needs to highlight its potentials to the international community while a number of research organizations have projected the huge potentials of the country.

In view of the above, it is a great need for all of us to position Bangladesh appropriately both and national and international level so that the perception gap about Bangladesh can be addressed that the country has come up a long way and is willing to be a as a new and modern country by the next few years.

The main objectives of the conference were to encourage the country's policy and decision-makers to frame their policies in such a way so as to exploit the tremendous potential of the country, stimulate the private sector to invest more, kick-start Bangladesh positioning itself in the world through initiating appropriate market branding strategy and to make aware of the leaders in trade and commerce both home and abroad on huge unexplored potential of the country.

In order to bring Bangladesh's huge potentials to the surface and present it before world leaders in industry and investment, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) along with Business Initiative Leading Development (BUILD), Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) and Katalyst has organized an International Conference on "Positioning Bangladesh: Branding for Business" on 5 – 6 December 2012 at Pan Pacific Sonargaon, Dhaka. The conference was inaugurated by the Prime Minister of the Govt of Bangladesh.

In the inaugural session Hon'ble Ministers from different Ministries were present. In the inaugural session, Hon'ble Minister for Civil Aviation and Tourism, Minister for Commerce, Industries Minister and Minister, Ministry of Foreign Minister were present to highlight several aspects of the achievements as well challenges of the country to graduate to the next stage of the development as per the Government Sixth Five Year Plan and Vision 2021.

There were in total six Working session excluding the Inaugural session, the Sessions were : 1) Where is Bangladesh Today? How Branding can be Helpful for Bangladesh, 2) Macro and Micro Linkages for Policy benefits, 3) Testimonials of In-Country and Ex-country Experience Sharing; 4) Private Sector-Engine for Sustainable Development- under this broad head the 4th Session was The Concept of Market for the Poor and Inclusive Business Approach; 5) Experience Sharing Session by Private Companies; 6) Bangladesh Out sourcing-Positioning Bangladesh in Global IT Arena. We are presently at the Concluding session of the 2-Day Conference.

Outcome of the Conference

1. The very objectives of the Conference is to Position Bangladesh and for this Branding for Business is one of the strategies as the Business of the country have already acknowledged, Bangladesh is the twenty first fastest growing economy, second largest RMG exporters, 69th largest exporting country. The economy of BD has moved from agrarian to service-based to manufacturing economy. It has its ever-growing consumer market in a proper manner. BD is at the crossroads towards higher trajectory.

2. The concept of nation branding refers to developing an identity for a nation that encompasses several components of national accounts including foreign direct investments, exports, culture, sports, migrants, international relations and many other aspects. It is about letting others know about the talents and the opportunities that a country is endowed with. Country branding policy should be now integrated instead of peace-meal basis. To brand BD to the world, BD should mitigate the consequences and try to adapt with the changing scenario due to climate change. Brand is not just a logo. Hence, there must be a concerted effort from public and private sector to articulate a proper country branding strategy.

3. Bangladesh is a country that can be branded as competitive, professional, and determined. The country should fully exploit the young, dynamic, hard-working, entrepreneurial, enduring, dedicated labor force, which is seen as the biggest resource of BD, to take the economy to the desired destination.

4. Bangladesh's brand as a nation is most importantly reflected by the way its people interact and behave individually and collectively. Each Bangladeshis behavior and values is a representation of the nation's brand as a whole.

5. Investment in branding the nation must be long-term and the effect must be lasting throughout numerous channels. Bangladesh is already gaining credibility as an economically vibrant, growing nation. The brand must be built on this premise, engaging the government, businesses, and individuals to gain further credibility for the country.

6. Branding Bangladesh should go beyond tourism, as people are considered the nation's most valuable asset. Branding should focus less on the place and more on the people.

7. Investment in country branding must be long-term and the effect must be lasting throughout numerous channels. FD is very important as it brings technology alongside investment. To encourage more FDI flow to BD, interest rate must be kept within a certain limit that helps keep the cost of fund lower.

8. To brand BD to its potential investors, BD can showcase the experience its existing happy foreign investors gathered in BD.

9. BD should identify its potential investors and should address their queries in order to understand their tone and intent. Policy-makers should look deep into it. Existing foreign investors should be encouraged and emphasized to sustain and enhance their investments so that they themselves become a tool for branding BD.

10. BD should review the wages annually, take proper safety measures, generate efficient mid-level management, become more dependent on domestic management experts, improve the infrastructure to attract a good level of investment.

11. There is a dire need to implement the multimodal transport policy to improve the transport facilities and reduce the cost as well as time-spent of business to stimulate private sector to investment with confidence. Cost of energy should be kept lower to sustain competitiveness to stimulate the private sector initiatives from within the country and from outside country.

12. Silk industry is leaving Eastern Asia. Bangladesh could take this opportunity to bring this industry inside its border.

13. BD needs to enforce the Geographical Indication (GI) Law, which is underway to be formulated by the Govt, in shortest possible time.

14. Policy-makers should give special attention to counter-productive policies. The mismatch between macro and micro policies exists all over the world. However, the mismatch should be within an acceptable limit/range. In order to get the desired benefits of Macro and Micro policies, Coherent and consistent policies should be devised and enacted in orderly fashion. Policies should guide policy-makers, private sector, and development partners in a certain way.

15. The issue of micro and micro linkages is a critical and often overlooked dimension of continuous economic development. These linkages can be broadly defined as micro failures influencing macro efforts, and micro successes influencing macro efforts and vice versa. The Bangladesh government, for example, has come up with numerous policies in the past designed to support a specific industry, but that industry failed to enjoy the intended benefits, as at micro-level the manner in which government organizations operate failed to generate the expected benefits. While this was the routine scenario in practice, the picture is changing: Government's micro-level policies are being translated into micro-level benefits.

16. There must be some consistency between these two policies. Macro policy should not be prepared in isolation. Policy should direct every sector every one in the same direction. Like all other country we do have some mismatches. There are mismatches within the macro policy indeed. For instance one ministry identifies the thrust sectors and another ministry allocates the incentives. Therefore this two never matches. Many of the thrust sectors do not get the incentives while sectors from out side the thrust sector enjoying the incentives. It is high time to concentrate on where we actually want to go! Our fiscal policy is expansionary while we have concretionary monetary policy! These two will definitely raise the interest rate and will increase the cost of doing business eventually. The targets will remain unreachable with such contradictory policies. So we should have cooperation and coherence among the policy makers.

17. The growth of the ICT sector is likely to induce technological advancements, which can benefit organizations, businesses, and governments, and stimulate long-term job creation and economic growth. Bangladeshi ICT firms are yet to position themselves on the global outsourcing market, currently a trillion dollar market, boasting enormous potential for FDI inflows for the country. The ICT sector can only be boosted if the government enables an environment that is conducive for growth, providing a suitable legal framework and prioritizing education in ICT.

18. Bangladesh should focus on IT and ITES and can lead its effort to make the betterment of this sector. Policy should be auspicious to encourage this competitive sector. Investments in tangible and intangible assets are required. Connection with international market is very important. It needs to be identified that this sector is working with government and international market as well. Bangladesh has done some good things so far. People are investing and investigating the potentials and some organizations are working on this as well. Bangladesh has a vision "Digital Bangladesh". Government and industry should work to bring the momentum. Management and marketing capability is the area Bangladesh should work on.

19. E-commerce in Bangladesh has got a lot of potentials. Supply chain management if maintained appropriately can support both E-marketing and e-commerce.

20. Tariff policies of BD should gradually be liberalized in order to give the private sector led economic growth of the country a reality. There should be exclusive interaction and coordination between Bangladesh Tariff Commission and National Board of Revenue (NBR) prior to finalizing the annual national budget.

21. BD IT community is growing in a synergetic manner. The booming IT sector in BD would attract the foreign investors to bring FDI to Bangladesh. The development of a fully integrated branding strategy can also help position Bangladesh as a destination for ICT investment and outsourcing, and generate FDI inflows.

22. Current fiscal and monetary policies are contradictory and this contradiction eventually increases the interest rate. The ICT sector can be considered a thrust sector for the Bangladesh economy, due to its rapid expansion and growing contribution to the economy.

23. By increasing the number of interactions with new clients, both large and small companies, to do better business. More than 80 million people living below USD 2.5 per day should be recognized as consumers, producers, and potential employees. Higher economic growth from both sides may lead to poverty alleviation. In this way, more investors will be attracted and can contribute to better branding of BD.

24. BD is an example of how the private sector can flourish an economy and a shining example in reducing poverty. BD has been able to include its poorer segment of the population in its development. Private sector should be more responsible to the society and environment so that the slogan "Best of BD is Business" is reflected in reality.

25. BD is enjoying the benefit of zero-tariff rate from almost all the developed countries. The fruit of this zero-tariff facility should be shared with the working-class/poor. Inclusive Business is one of the answers objectives of which is not only the Fair trade but also a Fair Price.

26. Policy coherence is another important segment to be addressed which is a major issues to get policy benefit. Bangladesh Bank is framing policies for Contract Farming which in practice very difficult for implementation. In India there are involvement of Multi-level stake holders for Contact Farming, they have brought all sectoral players like Insurance, Banking, Farmers, Entrepreneurs all together to implement the policy.

27. Crop Insurance should be introduced to save Farmers in Grey Days. The Farmers should be provided with support in kind on the basis of inputs not in cash. The Farmers could get support from the large Companies to support them to provide collaterals so that they can be qualified to get Credit from the Banks.

28. Marginal Farmers should be provided with supports so that drop-out can be reduced. Supporting institutions could play a great role through supporting Inclusive Business approach for development and growth of the regional economies.

29. When quality of product is good, it speaks for the Branding by itself. Economies of scale helps to sustain in the marketplace.

30. Telecom operators requested for freedom of their CSR practice on their own way rather than following the process outlined by the government. Presently Telecom Companies have to invest their CSR amount to the BTRC, they would like to invest this amount to the agriculture directly. For agro-credit there could be a separate policy so that they get their Credits directly through mobile technology.

31. We have resource and compatibility but we are not ready yet, we need to do homework to gain confidence, do re-search, formulate strategies, specialize and at the same time we need to take care of quality control.

32. IT will have tremendous expansion in future so there will be no office, work will be on demand.

33. IT isn't enough to be focused, we need to be aware of the situation and innovative ideas or formula that can improve and develop IT sectors and all other concerned sectors that can Position Bangladesh in the global context.

A. Qasem & Co.
★ Since 1953 ★
Chartered Accountants

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level-7
Plot # 15, Road # 103, Gulshan Avenue
Dhaka : 1212, Bangladesh.
Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of the **Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI)** which comprise the statement of financial position as at 30 September, 2012 and the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements, prepared in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the state of the Chamber's affairs as at September 30, 2012 and of the operating results and its cash flows for the year then ended and comply with the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief that were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof.

(b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Chamber so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka
October 20, 2012

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Statement of Financial Position
As at September 30, 2012

	Notes	2012 Taka	2011 Taka
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	3	40,312,293	39,707,843
		40,312,293	**39,707,843**
Current assets			
Accounts receivable	4	8,020,785	7,631,286
Interest receivable		15,371,403	12,913,630
Deferred revenue expenditure	5	793,994	955,294
Advance, deposits and pre-payments	6	4,468,054	1,473,234
Inventories		1,960,670	671,028
Cash and cash equivalents	7	307,945,052	257,423,839
		338,559,958	**281,068,311**
Current liabilities			
Liabilities for services	8	6,504,777	4,427,554
Liabilities for other finance	9	7,908,372	8,414,565
		14,413,149	**12,842,119**
Net current assets		**324,146,809**	**268,226,192**
Net assets		**364,459,102**	**307,934,035**
Sources of funds			
General Fund	10	307,513,844	274,799,251
DCCI Relief & Social Welfare Fund	11	12,935,606	10,753,029
DCCI Development Fund	12	17,181,408	11,281,264
Deferred Liability Gratuity	13	12,477,520	9,557,520
Grant received	14	14,350,724	1,542,971
Total fund		**364,459,102**	**307,934,035**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

Ferdaus Ara Begum
Secretary (Acting)

M. Bashir Ullah Bhuiyan
Director

Absar Karim Chowdhury
Co-ordinating Director

Asif Ibrahim
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka
October 20, 2012

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended September 30, 2012

	Notes	2012 Taka	2011 Taka
Income			
Subscriptions	15	20,244,125	19,032,074
Admission fee	16	3,935,624	3,982,177
Bulletin fee	17	1,228,912	1,167,088
Certificate of origin fee		1,564,100	1,532,700
Certification and attestation fee		1,053,406	1,258,671
Rent	18	14,800,049	25,337,421
Income from Investment - interest	19	30,870,411	22,680,392
DBI (DCCI Business Institute)		9,421,913	10,117,768
Miscellaneous income	20	1,549,290	558,269
Strategy -2030		-	2,822,051
Total income		**84,667,830**	**88,488,611**
Expenditure			
Pay and allowances	21	26,860,171	24,558,297
Postage and telephone	22	672,162	690,513
Printing and stationery		1,035,484	667,759
Newspapers, bulletin and publications	23	2,887,955	2,626,325
Travelling & Conveyance		280,587	210,082
Repairs and maintenance	24	1,252,441	1,157,407
Fuel and lubricants		625,112	410,393
Entertainment		569,353	467,018
Audit and Legal fees	25	217,250	52,250
Subscription and donation		175,000	165,000
Seminar, symposium, conference and delegation	26	1,220,788	(927,466)
AGM, EGM and election expenses		1,406,690	1,282,902
Gift and presentations		8,080	45,530
Utility charges	27	1,689,219	1,364,732
Rate and taxes		422,863	418,677
Depreciation	3	3,592,435	3,265,002
DBI (DCCI Business Institute)		5,528,000	5,012,062
Deferred revenue expenses-written off		1,020,300	872,632
Research & Studies		-	150,000
Iftar party expense		188,520	813,237
Reception and dinner		682,527	346,261
Estate expenses		120,074	242,484
Miscellaneous expenses	28	512,959	779,153
Project expenses		233,206	20,443
Total expenditure		**51,201,176**	**44,690,693**
Excess of income over expenditure	**10**	**33,466,654**	**43,797,918**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

Ferdaus Ara Begum	**M. Bashir Ullah Bhuiyan**	**Absar Karim Chowdhury**	**Asif Ibrahim**
Secretary (Acting)	Director	Co-ordinating Director	President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka
October 20, 2012

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended September 30, 2012

	2012 Taka	2011 Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	33,466,654	43,797,918
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	3,592,435	3,265,002
Provision for gratuity	2,920,000	2,545,720
(Increase) / Decrease in current assets		
Accounts receivable	(389,499)	17,693,539
Interest receivable	(2,457,773)	(3,645,851)
Deferred revenue expenditure	161,300	898,832
Advance, deposits and prepayments	(2,994,820)	1,173,198
Inventories	(1,289,642)	134,162
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for services	2,077,223	433,282
Liabilities for other finance	(506,193)	470,277
Net cash provided by operating activities	**34,579,685**	**66,766,079**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(4,196,885)	(2,693,359)
Disposal/adjustment of assets	-	99,097
Net cash used in investing activities	**(4,196,885)**	**(2,594,262)**
Cash flows from financing activities		
General Fund	(752,061)	(288,216)
DCCI Relief & Social Welfare Fund	2,182,577	(18,393,417)
DCCI Development Fund	5,900,144	5,048,914
Grant received	12,807,753	(1,456,044)
Net cash used in financing activities	**20,138,413**	**(15,088,763)**
Net increase in cash and cash equivalents	**50,521,213**	**49,083,054**
Opening cash and cash equivalents	257,423,839	208,340,785
Cash and cash equivalents at the end of the year	**307,945,052**	**257,423,839**

Ferdaus Ara Begum
Secretary (Acting)

M. Bashir Ullah Bhuiyan
Director

Absar Karim Chowdhury
Co-ordinating Director

Asif Ibrahim
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka
October 20, 2012

A. Qasem & C
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended September 30, 2012

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on March 10, 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 as replaced by Companies Act 1994.

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention and also in accordance with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended September 30, 2012 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

2.5 Inventories

Inventories of Stationery and Printing items are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Provisions have been set up in the accounts for gratuity and annual leave (earned leave) benefits to employees since 2008 towards build-up of the entire liability gradually.

2.7 Provision for income tax liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011 and SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SRO stands, DCCI may have to pay tax on its Partial income for the year. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

		2012 Taka	2011 Taka
3.0	**Property, plant and equipment**		
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	102,688,126	100,380,845
	Add: Addition during the year	4,196,885	2,693,359
		106,885,011	103,074,204
	Less: Disposal during the year	-	386,078
	Closing balance	**106,885,011**	**102,688,126**
(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
	Opening balance	62,980,283	60,002,262
	Add: Charge during the year	3,592,435	3,265,002
		66,572,718	63,267,264
	Less: Acc. Dep. of disposed assets	-	286,981
	Closing balance	**66,572,718**	**62,980,283**
(A-B)	**Written down value**	**40,312,293**	**39,707,843**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

4.0	**Accounts receivable**		
	Considered good		
	Building rent	2,687,963	4,555,395
	Utility charge (Electricity)	893,640	294,701
	Utility charge (WASA)	197,786	119,044
	Display centre rent	6,000	12,000
	Advertisement	450,000	-
	Receivable against GJC	-	397,000
	Receivables(DBI) DCCI Business Institute	18,800	162,110
	Receivable against Seminar	-	183,800
	Receivable - Projects (BUILD & NTF)	456,431	-
	Other receivables	115,610	46,468
	Current A/C with DBI-BBA	1,522,762	490,480
	Current A/C with DCCI Foundation	327,276	25,771
		6,676,268	**6,286,769**
	Considered doubtful		
	Building rent	1,233,039	1,233,039
	Utility charge (electricity)	54,290	54,290
	Utility charge (WASA)	57,188	57,188
		1,344,517	**1,344,517**
		8,020,785	**7,631,286**

4.1 (i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

		2012 Taka	2011 Taka
5.0	**Deferred revenue expenditure**		
	Opening balance	955,294	1,854,126
	Expenses/(Income) during the year:		
	Golden Jubilee Celebration (GJC)	397,000	-
	Commercial History (CH)	(38,000)	(26,200)
	Legal expenses	500,000	-
		1,814,294	**1,827,926**
	Less: 1/5th written off (Note-5.1)	1,020,300	872,632
		793,994	**955,294**
5.1	**1/5th written off**		
	Golden Jubilee Celebration (GJC)	1,118,793	1,118,793
	Commercial History (CH)	127,812	146,812
	Legal expenses	366,667	200,000
	SME financing fair	(592,972)	(592,973)
		1,020,300	**872,632**

Management has decided to amortize the aforesaid GJC and CH deferred revenue expenditure in five years effective from the year 2009 while deferred legal expense and SME fair income from the year 2010.

6.0	**Advances, deposits and pre-payments**		
	Advances		
	Advance against salaries	191,000	2,300
	Advance against expenses	1,744	105,664
	Tax deducted at source on interest	886,343	-
		1,079,087	**107,964**
	Security deposits		
	Rajuk	2,500,000	600,000
	PDB	314,000	314,000
	T&T	22,000	22,000
	Others	22,860	22,860
		2,858,860	**958,860**
	Prepayments		
	City corporation tax	351,688	314,007
	Periodicals	1,659	15,903
	Prepaid insurance premium	136,475	45,174
	Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	26,250	26,250
	Prepaid AGM/ election expenses	3,605	4,866
	Prepaid Business Award	2,425	-
	Prepaid - Positioning Bangladesh	8,005	-
	Internet	-	210
		530,107	**406,410**
		4,468,054	**1,473,234**

		2012 Taka	2011 Taka
7.0	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand (including imprest cash)	42,560	20,664
	Cash at bank (Note 7.1)	307,902,492	257,403,175
		307,945,052	**257,423,839**
7.1	**Cash at bank**		
	On savings bank accounts	228,458	222,116
	On short term deposit (STD) account	3,472,458	1,951,115
	Custom automation project STD account	1,615,167	1,556,854
	BUILD project STD account	214,408	-
	On project bank accounts	1,159,814	1,121,488
	On fixed deposits (FDR)	288,692,156	252,551,602
	On fixed deposits -BUILD project	12,520,031	-
		307,902,492	**257,403,175**
8.0	**Liabilities for services**		
	Salaries payable	1,429,926	1,313,564
	Employer's contribution to Provident Fund	43,660	42,834
	Utility charges (electricity/water/gas)	363,280	365,084
	Rent/Utility suspense (tenants)	1,347,174	17,647
	Date expired cheque	108,605	82,105
	Provision for annual leave	1,183,235	942,507
	Telephone expenses	14,179	15,774
	Bulletin and publications	1,039,721	671,614
	Newspaper and periodicals	20,893	20,181
	Entertainment	4,890	16,599
	Conveyance	860	1,611
	Fax & internet connectivity	380	1,810
	Photography expenses	-	1,240
	Audit fee and legal expenses	109,810	106,610
	Postage and stamp	70,396	82,763
	Repairs and maintenance	85,131	141,349
	Printing and stationery	4,730	66,626
	Seminar	10,000	9,942
	Insurance premium	209,735	199,000
	Washing expense and others	7,000	3,490
	Advertisement	21,792	-
	Estate expenses	54,000	120,000
	Furniture, Machinery and equipment	-	132,420
	DBI /Projects	375,380	72,784
		6,504,777	**4,427,554**

		2012 Taka	2011 Taka
9.0	**Liabilities for other finance**		
	Employees' contribution to Provident Fund	131,098	110,234
	Staff income tax	69,850	76,806
	Tax / VAT deducted at sources (parties)	2,723	519
	Advance subscription (Note 9.1)	4,916,749	4,774,024
	Subscription advance/deposit	27,400	20,487
	Security deposits	1,450,802	2,809,495
	Advance display center rent	5,000	5,000
	Advance advertisement	18,000	18,000
	DBI training fee	1,286,750	600,000
		7,908,372	**8,414,565**
9.1	**Advance subscription**		
	Opening balance	4,774,024	4,689,899
	Transferred to income	4,774,024	4,689,899
		-	-
	Adjustment for the year:		
	Subscriptions (note 15)	3,960,000	3,798,675
	Admission fee(note 16)	717,000	745,225
	Bulletin fee (17)	239,749	230,124
		4,916,749	**4,774,024**
10.0	**General Fund**		
	Opening balance	274,799,251	231,289,549
	Prior year's adjustment	(752,061)	(288,216)
		274,047,190	231,001,333
	Excess of income over expenditure for the year	33,466,654	43,797,918
		307,513,844	**274,799,251**
11	**DCCI Relief and Social Welfare Fund**		
	Opening balance	10,753,029	29,146,446
	Received from members during the year	1,751,100	1,614,050
	Interest on R.S.W.F. FDR	1,380,570	1,103,608
		13,884,699	31,864,104
	Paid during the year against Relief Fund	(949,093)	(900,000)
	Paid to DCCI Foundation	-	(20,211,075)
		12,935,606	**10,753,029**
12	**DCCI Development Fund**		
	Opening balance	11,281,264	6,232,350
	Collections during the year	4,520,000	4,260,000
	Interest on Development Fund FDR	1,380,144	788,914
		17,181,408	**11,281,264**

		2012 Taka	2011 Taka
13	**Deferred Liability - Gratuity**		
	Opening balance	9,557,520	7,011,800
	Provision made during the year	5,100,000	5,100,000
		14,657,520	12,111,800
	Paid during the year	(2,180,000)	(2,554,280)
		12,477,520	**9,557,520**
14	**Grant received**		
	a) Custom Automation		
	Received from IFC & interest	18,109,571	18,051,259
	Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(15,000,000)
	Custom automation expenses	(1,508,288)	(1,508,288)
		1,601,283	1,542,971
	b) BUILD Project		
	Received from IFC & interest	16,280,428	-
	FDR interest -BUILD fund	520,031	-
	Expenses -BUILD	(3,990,078)	-
	Tax deducted at sources (parties)	631	-
	Advance tax paid	(8,071)	-
	Advance agaist expenses	(63,500)	-
	Payable to DCCI (initial deposit to bank)	10,000	-
		12,749,441	-
		14,350,724	**1,542,971**

		2012 Taka	2011 Taka
15.0	**Subscriptions**		
	New	3,174,626	2,900,901
	Renewal	18,901,449	17,723,298
	Arrear	2,116,000	2,200,400
	Advance adjustment	12,050	6,150
		24,204,125	22,830,749
	Portion attributable to the period from October to December 2012 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(3,960,000)	(3,798,675)
		20,244,125	**19,032,074**
16.0	**Admission fee**		
	Admission fee	3,174,626	2,900,902
	Re-admission fee	1,477,998	1,826,500
		4,652,624	4,727,402
	Portion attributable to the period from October to December 2012 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(717,000)	(745,225)
		3,935,624	**3,982,177**
17.0	**Bulletin fee**		
	Current	1,332,274	1,247,749
	Arrear	135,950	149,200
	Advance adjustment	437	263
		1,468,661	1,397,212
	Portion attributable to the period from October to December 2012 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(239,749)	(230,124)
		1,228,912	**1,167,088**
18.0	**Rent**		
	Building rent	14,600,049	25,212,421
	Auditorium rent	200,000	125,000
		14,800,049	**25,337,421**
19.0	**Income from Investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 19.1)	30,747,783	22,499,093
	Interest from STD and savings account	122,628	181,299
		30,870,411	**22,680,392**
19.1	**Interest from Fixed Deposits**		
	DCCI Fund	26,385,671	19,365,843
	DCCI Scholarship Fund	363,011	280,750
	DCCI Retirement Benefit Fund	1,269,240	820,364
	DCCI Research Fund	2,729,861	2,032,136
		30,747,783	**22,499,093**

		2012 Taka	2011 Taka
20.0	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	117,100	112,850
	Photocopy charge realized	3,430	1,705
	Advertisement income	450,000	90,000
	Other Income -misc	177,000	336,662
	Fax	-	520
	Projects	694,168	-
	Custom automation fee	107,592	16,532
		1,549,290	**558,269**
21.0	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	21,315,171	18,833,019
	Gratuity	5,100,000	5,100,000
	Provision for annual leave	300,000	300,000
	Employees insurance premium (Pension)	145,000	140,000
	Employees health insurance premium	-	185,278
		26,860,171	**24,558,297**
22.0	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	297,970	280,240
	Telephone	90,832	90,272
	Fax charges	3,700	9,800
	Internet connectivity	279,660	310,201
		672,162	**690,513**
23.0	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	121,989	114,737
	Bulletin	2,245,980	2,370,524
	Publication	519,986	141,064
		2,887,955	**2,626,325**
24.0	**Repairs and maintenance**		
	Car	217,954	115,562
	Computer	77,478	115,065
	Lift	363,487	138,300
	AC	69,240	113,850
	Generator	45,700	77,300
	Building	5,530	210,057
	Others	473,052	387,273
		1,252,441	**1,157,407**
25.0	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	52,250	52,250
	Internal audit	165,000	-
		217,250	**52,250**

		2012 Taka	2011 Taka
26.0	**Seminar, symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium (net)	752,828	(1,188,083)
	Conference and delegation (net)	467,960	260,617
		1,220,788	**(927,466)**
27.0	**Utility charges**		
	Electricity	2,528,293	3,402,339
	WASA	648,606	973,744
	Gas	13,367	18,056
	Utility reimbursement from tenants (Note-27.1)	(1,501,047)	(3,029,407)
		1,689,219	**1,364,732**
27.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	1,135,453	2,284,312
	WASA	365,594	739,821
	Gas	-	5,274
		1,501,047	**3,029,407**
28.0	**Miscellaneous expenses**		
	Liveries and uniform	47,250	35,000
	Festival / national day expense	13,893	118,471
	Washing expenses	18,669	9,475
	Photocopy	100	-
	Photography	18,010	25,020
	Bank charge	11,217	17,247
	Training expenses	11,335	19,222
	Insurance	68,244	51,526
	(Profit)/ Loss on disposal of fixed assets	-	19,227
	Advertisement expenses	99,417	33,300
	Fair	(38,041)	129,758
	ISO 9001 certification	49,068	129,667
	Custom automation expenses	6,290	12,884
	DCCI Profile & Doc. Film	-	35,000
	Research & Development BD	-	72,303
	Employees welfare expenses	20,000	-
	Patent and Trade mark	129,000	-
	Others	58,507	69,835
	DCCI Business Award	-	1,218
		512,959	**779,153**

29.0 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

30.0 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at September 30, 2012

Annexure-1

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at October 01, 2011	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at September 30, 2012	Rate	As at October 01, 2011	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at September 30, 2012	As at September 30, 2012	As at September 30, 2011
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	50,258,119	-	-	50,258,119	5%	29,283,044	1,048,754	-	30,331,798.00	19,926,321	20,975,075
Mach. & equipment	7,457,107	483,845	-	7,940,952	15%	4,321,789	542,874	-	4,864,663.00	3,076,289	3,135,318
Furniture & fixtures	6,279,864	116,929	-	6,396,793	10%	3,342,119	305,467	-	3,647,586.00	2,749,207	2,937,745
Books	1,044,418	11,730	-	1,056,148	10%	787,832	26,832	-	814,664.00	241,484	256,586
Electrical inst.	1,902,397	-	-	1,902,397	10%	1,309,123	59,327	-	1,368,450.00	533,947	593,274
Sanitary fittings & renov.	750,264	-	-	750,264	10%	475,234	27,503	-	502,737.00	247,527	275,030
Air cooler	9,054,512	176,004	-	9,230,516	15%	7,685,720	231,719	-	7,917,439.00	1,313,077	1,368,792
Wall clock	7,665	1,700	-	9,365	15%	3,188	927	-	4,115.00	5,250	4,477
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,403	15	-	17,418.00	82	97
Sundry assets	568,290	-	-	568,290	12.50%	396,185	21,513	-	417,698.00	150,592	172,105
Water installation	118,766	-	-	118,766	2.50%	37,490	1,916	-	39,406.00	79,360	81,276
Crockery & cutleries	239,656	18,250	-	257,906	10%	95,132	16,277	-	111,409.00	146,497	144,524
Telephone inst.	1,336,491	15,200	-	1,351,691	10%	1,040,943	31,075	-	1,072,018.00	279,673	295,548
Lift	10,738,148	-	-	10,738,148	10%	7,872,996	286,515	-	8,159,511.00	2,578,637	2,865,152
Auditorium	6,411,030	-	-	6,411,030	5%	2,632,673	188,918	-	2,821,591.00	3,589,439	3,778,357
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,020,055	50,869	-	1,070,924.00	288,257	339,126
E-mail /internet inst.	476,877	-	-	476,877	10%	245,283	23,159	-	268,442.00	208,435	231,594
DCCI car	897,000	3,013,227	-	3,910,227	15%	804,816	465,812	-	1,270,628.00	2,639,599	92,184
Diesel generator	1,418,090	-	-	1,418,090	15%	1,264,577	23,027	-	1,287,604.00	130,486	153,513
MIS & Software	369,750	360,000	-	729,750	20%	93,372	127,276	-	220,648.00	509,102	276,378
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	72,275	68,661	-	140,936.00	1,304,562	1,373,223
Gift assets	508,346	-	-	508,346	-	179,034	43,999	-	223,033	285,313	329,312
Total	**102,688,126**	**4,196,885**	**-**	**106,885,011**		**62,980,283**	**3,592,435**	**-**	**66,572,718**	**40,312,293**	**39,707,843**

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended September 30, 2012

(Annexure - 2)

Particulars	Sep-12 Taka	Sep-11 Taka
Subscription income	20,244,125	19,032,074
Admission fee	3,935,624	3,982,177
Bulletin fee	1,228,912	1,167,088
	25,408,661	**24,181,339**
Less: Pay & allowances	26,715,171	24,418,297
Surplus	**(1,306,510)**	**(236,958)**
Less: Employees group insurance	145,000	140,000
Employees welfare exp.	20,000	-
	165,000	**140,000**
Surplus	**(1,471,510)**	**(376,958)**
Less: Utilities- net	1,689,219	1,364,732
Printing & stationery	1,035,484	667,759
Postage and telephone-net	672,162	690,513
Subscription & donation	175,000	165,000
News paper, bulletin & publications	2,887,955	2,626,325
Rates & taxes	422,863	418,677
Entertainment	569,353	467,018
Seminar & syposi, conf. & delegation	1,220,788	(927,466)
Travelling & Conveyance	280,587	210,082
AGM, EGM & election expenses	1,406,690	1,282,902
Gift & presentation	8,080	45,530
Audit & legal fee	217,250	52,250
Repairs & maintenance	1,252,441	1,157,407
Fuel & lubricants	625,112	410,393
Iftar Party expenses	188,520	813,237
Reception & Dinner	682,527	346,261
Estate expenses	120,074	242,484
Miscellaneous expenses	492,959	779,153
Depreciation	3,592,435	3,265,002
DBI(DCCI Business Institute)	5,528,000	5,012,062
Project expenses	233,206	20,443
Deferred revenue expenses - Written 0ff	1,020,300	872,632
Research & Studies -	150,000	
	24,321,005	**20,132,396**
(Deficit)	**(25,792,515)**	**(20,509,354)**
Add: Income		
Certificate of Origin	1,564,100	1,532,700
Certification & attestation fee	1,053,406	1,258,671
Strategy -2030	-	2,822,051
Miscellaneous income	1,549,290	558,269
	4,166,796	**6,171,691**
(Deficit)	**(21,625,719)**	**(14,337,663)**
Add : Interest income	30,870,411	22,680,392
DBI (DCCI Business Institute)	9,421,913	10,117,768
	40,292,324	**32,798,160**
Surplus	**18,666,605**	**18,460,497**
Add : Rent	14,800,049	25,337,421
Excess of Income over Expenditure for the year	**33,466,654**	**43,797,918**

The Best of Bangladesh is Business®

Corporate:
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: +88-02-9552562 Fax: +88-02-9560830
E-mail: info@dhakachamber.com
Web: www.dhakachamber.com

SAI GLOBAL Certified System
ISO 9001
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh